গবেষণা প্রতিবেদন

নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা

সমাজসেবা অধিদপ্তর

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা

গবেষকবৃন্দ

মোঃ হারুনুর রশীদ
প্রকল্প পরিচালক
ও
সহকারী পরিচালক (অর্থ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

এবং

ইয়াসমিন সুলতানা
সহ-প্রকল্প পরিচালক
ও
সমাজসেবা অফিসার (গবেষণা)
গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ডিসেম্বর, ২০২৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল মহোদয়ের প্রতি যিনি গবেষণা প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব সৈয়দ নূরুল বাসির মহোদয়ের প্রতি যিনি প্রকল্পের শুরুর দিকেই প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করেছেন এবং গবেষণা প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব স্বপন কুমার হালদার মহোদয়ের প্রতি যিনি কাজটি পরিচালনার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। স্যারের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ) জনাব আদিল মুত্তাকীন স্যারের প্রতি যিনি গবেষণা কাজটি পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ৮ (আট) টি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সহকারী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ফিল্ড সুপারভাইজার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, কারিগরি প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য স্টাফদের প্রতি যারা উপজেলার বিভিন্ন কর্মদলের সদস্যদের থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণার উত্তরদাতা, কেস স্টাডি, মুখ্য সেবাদাতা এবং ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের প্রতি যারা সাক্ষাৎকার প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিয়ান, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র লাইব্রেরিয়ানসহ সংশ্লিষ্ট স্টাফদের প্রতি যারা গবেষণার বিভিন্ন উৎস যোগাতে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতায়

মোঃ হারুনুর রশীদ, সহকারী পরিচালক (অর্থ), সমাজসেবা অধিদপ্তর
ইয়াসমিন সুলতানা, সমাজসেবা অফিসার (গবেষণা), সমাজসেবা অধিদপ্তর

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	২
গবেষণার সারসংক্ষেপ	৭
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	
১.১ গবেষণার শিরোনাম	১১
১.২ পটভূমি	১১
১.৩ গবেষণা সমস্যা	১২
১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা	১৩
১.৫ গবেষণার প্রশ্ন	১৪
১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য	১৪
১.৭ গবেষণার ক্ষেত্র	১৫
১.৮ গবেষণার পদ্ধতি	১৫
১.৮.১ গবেষণা এলাকা	১৬
১.৮.২ নমুনা ও নমুনায়ন	১৬
১..৮.৩ তথ্য সংগ্রহ কৌশল	১৭
১.৮.৪ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ	১৮
১.৮.৫ গবেষণা সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যবহারিক সংজ্ঞায়ন	১৯
১.৯ গবেষণার নৈতিক দিক	১৯
১.১৪ গবেষণা কর্মের সময় ও কর্ম পরিকল্পনা	২০
১.১৫ সামাজিক নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা	২০
দ্বিতীয় অধ্যায়: সাহিত্য পর্যালোচনা	
২. তাত্ত্বিক কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা	২২
২.১ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার	২২
২.২ পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের ক্ষুদ্রঋণের সুদহার	২২
তৃতীয় অধ্যায়: পরিমাণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	
৩.১ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলি	২৫
৩.২ শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি	২৬
৩.৩ পারিবারিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাবলি	৩২
৩.৪ ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি	৩৪
৩.৫ প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি	৪০
৩.৬ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলি	৪৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
চতুর্থ অধ্যায়: গুণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	
৪.১ কেস স্টাডি-১	৪৫
৪.২ কেস স্টাডি-২	৪৬
৪.৩ কেস স্টাডি-৩	৪৭
৪.৪ কেস স্টাডি-৪	৪৮
৪.৫ কেস স্টাডি-৫	৪৯
৪.৬ কেস স্টাডি-৬	৫০
৪.৭ কেস স্টাডি-৭	৫১
৪.৮ কেস স্টাডি-৮	৫২
৪.৯ ফোকাস দল আলোচনা-১	৫৪
৪.১০ ফোকাস দল আলোচনা-২	৫৫
৪.১১ ফোকাস দল আলোচনা-৩	৫৬
৪.১২ ফোকাস দল আলোচনা-৪	৫৭
৪.১৩ ফোকাস দল আলোচনা-৫	৫৯
৪.১৪ ফোকাস দল আলোচনা-৬	৬০
৪.১৫ ফোকাস দল আলোচনা-৭	৬১
৪.১৬ ফোকাস দল আলোচনা-৮	৬২
৪.১৭ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-১	৬৪
৪.১৮ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-২	৬৫
৪.১৯ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৩	৬৬
৪.২০ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৪	৬৭
৪.২১ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৫	৬৮
৪.২২ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৬	৭০
৪.২৩ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৭	৭১
৪.২৪ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৮	৭৩
৪.২৫ গুণগত গবেষণার প্রধান ফলাফল	৭৪
পঞ্চম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশমালা	
৫. উপসংহার ও সুপারিশমালা	৭৮
তথ্যসূত্র	৮০
সংযুক্তি	৮১
সংযুক্তি-১: সাক্ষাৎকার অনুসূচি	৮১
সংযুক্তি-২: কেস স্টাডি গাইড লাইন	৯১
সংযুক্তি-৩: ফোকাস দল আলোচনা গাইড লাইন	৯৯
সংযুক্তি-৪: মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার গাইড লাইন	১০২

সারণি তালিকা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
সারণি-১: জনসংখ্যা এবং গৃহায়ন আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী পুরুষ নারীর অনুপাত	১৩
সারণি-২: গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও উত্তরদাতার বিবরণ	১৬
সারণি-৩: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	২৬
সারণি-৪: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কাজ বা পেশার সাথে সংযুক্তি	২৭
সারণি-৫: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আবাসস্থলের মালিকানা	৩০
সারণি-৬: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আবাসস্থলের ধরন	৩০
সারণি-৭: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা যে-সকল কাজ করতে পছন্দ করেন	৩২
সারণি-৮ : পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা পরিবারে গুরুত্ব পায় কি না?	৩৩
সারণি-৯: পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের ভূমিকা	৩৩
সারণি-১০: পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ	৩৪
সারণি-১১: পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে কতবার ঋণ পেয়েছেন	৩৫
সারণি-১২: আয়ের অর্থ অংশ সঞ্চয় সংক্রান্ত?	৩৬
সারণি-১৩: ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আপনার মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো কি?	৩৭
সারণি-১৪: এই ঋণ আপনার জন্য কি কল্যাণ বয়ে এনেছে?	৩৮
সারণি-১৫: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ সমাজের জন্য কি কল্যাণ বয়ে এনেছে?	৩৯
সারণি-১৬: পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার ধরণ	৪০
সারণি-১৭: প্রাত্যহিক জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত, রাজনৈতিক এবং অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি পদক্ষেপ নিলে সমস্যার সমাধান হবে বলে আপনি মনে করেন?	৪৩

চিত্র তালিকা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
চিত্র নং-১: তথ্য সংগ্রহের উৎস	১৭
চিত্র নং-২: গবেষণার মুখ্য কাজ	১৮
চিত্র নং-৩: Process of Triangulation	১৯
চিত্র নং-৪: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের বয়স	২৫
চিত্র নং-৫: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের ধর্ম	২৬
চিত্র নং-৬: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পেশা/আয়বর্ধনমূলক কাজের ধরন	২৭
চিত্র নং-৭: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শারীরিক সুস্থতা	২৮
চিত্র নং-৮: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শারীরিক সমস্যা/রোগব্যাধি	২৮

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
চিত্র নং-৯: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের মানসিক সুস্থতা	২৯
চিত্র নং-১০: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের মানসিক সমস্যা	২৯
চিত্র নং-১১: আবাসস্থল বসবাসের উপযোগী কিনা?	৩১
চিত্র নং-১২: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের প্রতি তাঁদের পরিবার কতটুকু সদয়?	৩১
চিত্র নং-১৩: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা পরিবারের সাথে বসবাস করে কি না?	৩২
চিত্র নং-১৪: সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে পরিবারে মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় কি না?	৩৪
চিত্র নং-১৫: কার মাধ্যমে এই ঋণ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন?	৩৫
চিত্র নং-১৬: ঋণের অর্থ ব্যয়ের খাত	৩৬
চিত্র নং-১৭: ঋণের অর্থ প্রাপ্তির পূর্বে আপনার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?	৩৭
চিত্র নং-১৮: ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আপনি কি কোনো প্রাত্যহিক সমস্যার সম্মুখীন হতেন?	৩৭
চিত্র নং-১৯: ঋণ প্রাপ্তির পূর্বের কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতেন?	৩৮
চিত্র নং-২০: ঋণের অর্থ প্রাপ্তিতে আপনার সন্তুষ্টির মাত্রা নির্দেশ করুন	৩৯
চিত্র নং-২১: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কি না?	৪০
চিত্র নং-২২: ঋণ/ প্রশিক্ষণ/ পরামর্শ প্রাপ্তি কি কি মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে?	৪২

গবেষণার সারসংক্ষেপ

আলোচ্য গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের ভূমিকা বা প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং এ কার্যক্রম আরও কার্যকর করতে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করা। এ গবেষণা করতে গিয়ে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি যেমন: পরিমাণ ও গুণগত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণায় সারা দেশের ৮ বিভাগ হতে ৮ টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৪ টি জেলা এবং উপজেলা অপেক্ষাকৃত নিম্ন দারিদ্র্য প্রবণ এবং ৪ টি জেলা ও উপজেলা অধিক দারিদ্র প্রবণ বিবেচনায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। নির্বাচিত ৮ টি উপজেলার পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের প্রকৃত অবস্থা, তাঁদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম কতটুকু ভূমিকা রেখেছে এবং এ কার্যক্রম আরো কীভাবে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে ধারণা লাভের জন্য পরিমাণগত পদ্ধতি হিসাবে সামাজিক নমুনা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের সদস্যদের সমস্যা, ক্ষমতায়ন এবং এ কার্যক্রম আরও বেশি ফলপ্রসূ করার উপায় সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য ফোকাস দল আলোচনা এবং কেস স্টাডি পরিচালনা করা হয়েছে। তাছাড়া, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি জড়িত সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) গ্রহণ করা হয়েছে।

জরিপের মাধ্যমে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, তাঁদের সেবা প্রাপ্তির পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান পরিস্থিতি, নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা, পল্লী মাতৃকেন্দ্রকে গ্রামের নারী উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসতা হতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পল্লী নারীদের ক্ষমতায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ কি কি এবং এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উত্তরদাতাদের সুপারিশ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত ৮টি উপজেলার প্রতিটি উপজেলা থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলা হতে ২০ জন পল্লী মাতৃকেন্দ্রের উপকারভোগী নারী নির্বাচন করে মোট ১৬০ জনের কাছ থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা ও নির্যাতনের শিকার এবং দুঃস্থ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় উত্তরদাতাদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তরদাতা পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য ও উপকারভোগী নারীদের ১৬০ জনের মধ্যে ৩৪.৩৮% নারীর বয়স ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৩১.১৩% এর বয়স ৪১-৫০ বছরের মধ্যে, ১৭.৫০% এর বয়স ৫১-৬০ বছরের মধ্যে, ১৩.১৩% সদস্যের বয়স ২০-৩০ বছরের মধ্যে এবং ১.৮৮% সদস্যের বয়স ৬০ বা তদূর্ধ্ব।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শিক্ষাগত অবস্থার উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ৩১.২৫% প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন ২৫.৬৩%। ৭.৫০% সদস্য উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাদের ৫% স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন এবং তাদের মধ্যে স্নাতকোত্তর মাত্র ১.২৫%। জরিপকৃতদের মধ্যে নিরক্ষর রয়েছেন ৫% এবং সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ২৪.৩৮% সদস্য। জরিপকৃত ১৬০ জন নারীই কোনো না কোনো আয়বর্ধনমূলক পেশার সাথে যুক্ত রয়েছেন। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৩ জন তথা ৩৩.১৩% সদস্য হাঁস-মুরগি পালনের সাথে যুক্ত আছেন। গরু/ছাগল পালনের সাথে যুক্ত আছেন ৪৭ জন নারী। সেলাই মেশিনের কাজ/কাপড়ের ব্যবসার সাথে যুক্ত আছেন ২২ জন সদস্য। মুদি দোকান ব্যবসার সাথে যুক্ত আছেন ৮ জন তথা ১০% নারী এবং এছাড়া, অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন ৮ জন। মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্ত শিল্প এবং সবজি চাষের সাথে যুক্ত রয়েছেন ২২ জন।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তরদাতা ১৬০ জন নারীর মধ্যে ১৩২ জন শারীরিকভাবে সুস্থ এবং ২৮ জন অসুস্থ। ১৬০ জন নারীর মধ্যে ৯২.৫% নারী নিজের বাড়িতে বসবাস করেন। সর্বোচ্চ ১৪৮ জন নারীর নিজস্ব আবাসস্থল রয়েছে। ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন ৬ জন নারী। সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্প/খাস জমিতে বসবাস করেন ৩ জন, বাবার বাড়ি এবং আত্মীয়ের বাড়িতে বসবাস করেন ৩ জন সদস্য ও তার পরিবার। তাঁদের আবাস স্থলের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৪ জন নারী ও তার পরিবার টিনের

ঘরে বসবাস করেন। আধা পাকা বাড়িতে ২৩ জন, মাটির তৈরি ঘরে ২৩ জন, পাকা বাড়িতে (ইটের তৈরি) বসবাস করেন ১৭ জন সদস্য ও তার পরিবার। সরকারি আবাসন প্রকল্পে বসবাস করে ৩ জন সদস্য ও তার পরিবার। ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪০ জন সদস্য মনে করেন তাঁদের আবাসস্থল বসবাসের উপযোগী। অপরদিকে ২০ জন নারী মনে করেন তাঁদের আবাসস্থল বসবাসের উপযোগী নয়।

জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৬০ জন নারীর মধ্যে সকলেই পরিবারের সাথে বসবাস করেন। জরিপকৃত ১৬০ জন নারীর মধ্যে ১৫৯ জন সদস্যই পরিবারে গুরুত্ব পায়। অবশিষ্ট ১ জনই শুধু বলেছেন তিনি পরিবারের মধ্যে কোনো গুরুত্ব পান না। পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভালো অবস্থানে রয়েছেন ৮১ জন, স্বাভাবিক অবস্থানে রয়েছেন ৪৪ জন এবং খুব ভালো অবস্থানে রয়েছেন ৩৪ জন। খারাপ অবস্থানে রয়েছেন মাত্র ১ জন। জরিপকৃতদের মধ্যে ১৫০ জন নারীর সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মাত্র ৮ জন সদস্যসের কোনো মতামত নেয়া হয়নি এবং ২ জন সদস্য কোনো মতামত দেননি।

ঋণ প্রাপ্তদের মধ্যে ৫৬ জন সদস্য ২১,০০০-৩০,০০০/- টাকা জনপ্রতি ঋণ পেয়েছেন। ৪৮ জন সদস্য ১৬,০০০-২০,০০০/- টাকা, ২৮ জন সদস্য ১,০০০-৫,০০০/- টাকা, ১১ জন সদস্য ৪১,০০০-৫০,০০০/- টাকা, ৮ জন সদস্য ৩১,০০০-৪০,০০০/- টাকা, ৭ জন সদস্য ৬,০০০-১০,০০০ টাকা এবং ২ জন ১১,০০০-১৫,০০০ টাকা করে জনপ্রতি ঋণ পেয়েছেন।

জরিপকৃতদের মধ্যে ১৪৬ জন সদস্য ঋণের অর্থ প্রাপ্তির পূর্বে অসচ্ছল ছিলেন, মাত্র ১২ জন সদস্য সচ্ছল ছিলেন এবং ২ জন কোনো মন্তব্য করেননি। ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে ১৩৩জনের মৌলিক চাহিদাসহ ও অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো না। অপরদিকে, ২৭ জন সদস্য ও তার পরিবারের মৌলিক চাহিদা ও অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো। ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে ১৩৮ জন সদস্য প্রাত্যহিক সমস্যার সম্মুখীন হতেন। অপরদিকে ২২ জন সদস্য ও তার পরিবার প্রাত্যহিক সমস্যার সম্মুখীন হতেন না।

১৬০ জন সদস্যের (একাধিক উত্তর দিয়েছেন) মধ্যে ১১০ জন সদস্য মনে করেন, এই ঋণের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধিত হয়েছে, ১২৭ জন সদস্য মনে করেন যে এই ঋণের মাধ্যমে নারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ৯৭ জন সদস্য মনে করেন যে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে, ১২৭ জন সদস্য মনে করেন, নারীদের সম্মান/মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২৭ জন সদস্য মনে করেন যে নারীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৪০ জন সদস্য কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ পাননি। মাত্র ২০ জন সদস্য প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে মৌলিক চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ করতে পেরেছেন বলে ৭৫ জন সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৮৪ জন সদস্য একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্য। অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে বলে ৭৩ জন সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৮৬ জন সদস্য একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্য। ৬১ জন সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন যে, তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছেন। ৯৮ জন সদস্য একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্য। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পেরেছেন মাত্র ২০ জন সদস্য। ঋণ/পরামর্শ পেয়ে বর্তমানে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন কিনা জানতে চাইলে ৬৯ জন সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৯০ জন সদস্য একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্য। ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে বর্তমানে পরিবার ও সমাজ জীবনে মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে ৭১ জন সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৮৮ জন সদস্য একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্য; এবং ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে ৭৪ জন সদস্য দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৮৫ জন সদস্য একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্য।

উত্তরদাতা ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে (একাধিক উত্তর দিয়েছেন) সর্বোচ্চ ৮৪ জন সদস্য জানান, সকলের কাছে তাদের সম্মান/মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৭৭ জন নারী জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা তাঁদের সম্মান করে। তাদের নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন ৫৪ জন সদস্য। ১২৫ জন সদস্য জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়। আনুগত্য প্রকাশ করে বলে জানিয়েছেন ১৬ জন সদস্য এবং ১ জন সদস্য কোনো মন্তব্য করেননি। ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে (একাধিক উত্তর দিয়েছেন) ১৩৬ জন জানিয়েছেন ঋণের অর্থ বৃদ্ধি করলে প্রাত্যহিক জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত, রাজনৈতিক এবং অধিকার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। ৯৬ জন সদস্য জানিয়েছেন প্রশিক্ষণ প্রদান করলে প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হলে সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে জানিয়েছেন ৫৯ জন সদস্য। কারিগরি শিক্ষা প্রদান করলে সমস্যার সমাধান বা প্রশমন সম্ভব বলে জানিয়েছেন ৩৭ জন সদস্য।

গুণগত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ফোকাস দল আলোচনা (FGDs), কেস স্টাডি ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) পরিচালনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গবেষণার উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন ব্যবহার করে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য পর্যালোচনায় নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে এবং তারা কেন কর্মমুখী জীবনযাপন করতে পারেন না সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। অশিক্ষা ও অদক্ষতার কারণে তারা কর্মে নিযুক্ত হতে পারেন না। ফলে তাঁদের ক্ষমতায়ন সম্ভব হয় না। পারিবারিক অসচ্ছলতা এবং দারিদ্রের কারণে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া হয়। তাঁদের লেখাপড়া নিয়ে কেউ ভাবে না। এসব নারীদের স্বামীরাও অধিকাংশ কর্মবিমুখ বা নিম্ন আয়ের মানুষ। অনেক ক্ষেত্রে তাদের আয়ে মৌলিক চাহিদাই পূরণ হয় না। শিক্ষা, পুষ্টি ও চিকিৎসার চাহিদাও পূরণ হয় না। কিন্তু সুখের বিষয় হল এ সকল নারীদের রয়েছে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয় যার মাধ্যমে তারাও স্বপ্ন দেখে নিজেদের স্বাবলম্বী করার। তাঁদের এই স্বপ্ন পূরণের পাথেয় হল সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম। পল্লী মাতৃকেন্দ্র এ সকল দরিদ্র, অসহায়, নিপীড়িত, অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ঋণ কার্যক্রম। এর মাধ্যমে আগ্রহী সদস্যদের বিভিন্ন স্কিমের বিপরীতে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করছে। ফলে যারা পুঁজির অভাবে কিছু করতে পারছিলেন না তারা আজ কর্মমুখী হচ্ছেন ও অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল জীবনযাপন করছেন।

ঋণের টাকা নিয়ে নারীরা আয়বর্ধনমূলক কাজে সংযুক্ত হচ্ছেন। তারা সাধারণত হাঁস-মুরগি ও গরু/ছাগল পালন, সেলাইয়ের কাজ/কাপড়ের ব্যবসা, মুদি দোকান, মৎস্য চাষ/ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্ত শিল্প এবং কৃষি/সবজি চাষের সাথে যুক্ত আছেন। ফলে পরিবারে তাঁদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেড়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি, এবং তাঁদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল সচেতনতামূলক কার্যক্রম তাঁদের ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫০,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা করতে হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১ বছর হতে ২ বছর করতে হবে। তাঁদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণের পরিমাণ এবং পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম আরও বেশি কার্যকর হবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। সেলাই, এমব্রয়ডারী, ব্লক-বাটিক, নকশি কাঁথা, সেলাই প্রভৃতি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিলে তারা উপকৃত হবে। তাহলে তাঁদের আয়ের পরিমাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ গবেষণার শিরোনাম: নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা

১.২ পটভূমি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল দেশ। জনসংখ্যা বিবেচনায় এটি বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ। এ দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী, যাদের সিংহভাগ পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী এবং অনেকক্ষেত্রেই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে পিছনে ফেলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই পল্লী এলাকার এ সকল নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি অনুধাবন করেছিলেন দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বিশেষ করে ব্যক্তি পর্যায়ে এটি সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরিতে সহায়তা করে। এ লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ১৯ জেলার ১৯ টি থানায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নারী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র' Rural Mothers Center (RMC) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেন।

এ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত নারীদের সংগঠিত করে পরিবারভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন, নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং পল্লী এলাকার সংগঠিত নারীদের নিজস্ব পুঁজি গঠন। বিভিন্ন মেয়াদে ৬ টি পর্বে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের ১ম পর্বে (১৯৭৫-১৯৮০) ১৯ জেলার ১৯ উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। পর্যায়ক্রমে ২য় পর্ব (১৯৮০-১৯৮৫), ৩য় পর্ব (১৯৮৫-১৯৯১), ৪র্থ পর্ব (১৯৯১-১৯৯৬), ৫ম পর্ব (১৯৯৬-ডিসেম্বর ২০০০) এবং ৬ষ্ঠ পর্বে (জানুয়ারি ২০০১-জুন ২০০৪) সর্বমোট ২০০টি উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। প্রকল্পটির প্রথম ৪টি পর্ব (১৯৭৫ হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত) বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্ব জিওবি অর্থে বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, টেকসই উন্নয়নের একটি অপরিহার্য শর্ত। এ লক্ষ্যে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং দক্ষ মানবসম্পদরূপে গড়ে তোলার বিষয়টি বিবেচনা করে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের সকল উপজেলায় এ কার্যক্রমটি সম্প্রসারণসহ সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (NSSS) এবং সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম' নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

দারিদ্র ধারণাটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন: McCarthy and Feldman, 1988: Kamruzzaman, 2014 দারিদ্র ধারণাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন "Poverty is perceived as economic, social and psychological deprivation, occurring either among people or countries that lack resources to maintain or provide either individual or collective minimum levels of living.It is also described as something that impairs the ability to provide for minimum nutrition, health, housing, education, security, leisure or other aspects considered necessary for life. Poverty may also be represented as an exclusionary relationship including exclusion from an institutional network sufficient to maintain one's survival." বিশ্ব ব্যাংক প্রতিদিনের আয়কে ইউ এস ডলারের ভিত্তিতে বিশ্বে দারিদ্র নির্ণয় করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্যমতে বাংলাদেশে 'extreme poverty as

living on less than US$1.90 per day and modern poverty as less than $ 3.10 a day' (World Bank 2010. According to Household Income and Expenditure 2016 অনুযায়ী, বাংলাদেশে দারিদ্রকে খাদ্য গ্রহণের ভিত্তিতে পরিমাপ করছে। যারা দৈনিক ২১২২ ক্যালরি এর নিচে খাদ্য শক্তি গ্রহণ করে তাঁদের কে দরিদ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়। যার ফলে দারিদ্র হ্রাস করা সম্ভব হবে। মোট জনশক্তির অর্ধেকই নারী। ফলে, তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধিত হলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সুষম খাদ্য গ্রহণসহ পরিবারে অর্থনৈতিক বিষয়ে অবদান রাখতে পারবে। তাদের এই আর্থিক অবদান দারিদ্র হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বলা যায়, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন হলে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

দিন বদলের সাথে সাথে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সামাজিক রীতি নীতিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ সমতা অর্জনে অবদান রাখে। পল্লী মাতৃকেন্দ্র নারীর ক্ষমতায়নে কীরূপ ভূমিকা রাখছে তা জানা প্রয়োজন। নারীরা সমাজের নানাবিধ বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার। তারা জন্ম থেকেই নানা বৈষম্যের শিকার। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় তারা কর্মমুখী জীবনযাপন করতে পারে না। নানা রকম ধর্মীয় এবং সামাজিক গোঁড়ামি দিয়ে তাঁদের বন্দী করে রাখা হয়। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। তাঁদের অর্থনৈতিক মুক্তি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে। আর তাঁদের এই অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কি ভূমিকা পালন করছে তা জানার জন্য গবেষণা জরুরী। সামাজিক বৈষম্যের কারণে গ্রামীণ নারীরা স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বাভাবিক অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত। গ্রামীণ নারীরা তাঁদের সক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে না পারায়, মানবসম্পদ হিসেবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারছেনা। সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নারী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে ‘পল্লী মাতৃকেন্দ্র’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম চলমান আছে। চলমান এই প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়নে কি ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়ে এযাবৎ তেমন কোনো গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি। এ কারণে, নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা বা প্রভাব কি তা জানতে গবেষণা করা সময়ের দাবি।

১.৩ গবেষণা সমস্যা

গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও তাঁদের সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে আওতায় নারী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে ‘পল্লী মাতৃকেন্দ্র’ Rural Mothers Center (RMC) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেন। গ্রামীণ নারীদের উন্নয়নের জন্য পল্লী এলাকার এ সকল নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পল্লী এলাকায় বসবাসরত সুবিধা বঞ্চিত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ী করার জন্য বর্তমানে সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন মেয়াদে ৬টি পর্বে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্ব জিওবি অর্থে বাস্তবায়িত হয়। জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সম্পৃক্ত করে টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন একটি অপরিহার্য শর্ত। এ লক্ষ্যে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দক্ষ

মানবসম্পদরূপে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় এ কার্যক্রমটি সম্প্রসারণ করা হয়। দেশের দারিদ্র্য নিরসন, নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনবান্ধব সরকার নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পল্লী মাতৃকেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র' প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন নির্দেশিকা এবং নীতিমালা (খসড়া নীতিমালা অনুমোদনের অপেক্ষায়)। ফলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমটি নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ সহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (NSSS) এবং সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে 'গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সুতরাং এ বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন যেন নারীর ক্ষমতায়নে কার্যক্রমটির ভূমিকা কীরূপ তা জানা যায় এবং কার্যক্রমটির ফলপ্রসূ প্রভাবের জন্য কিছু সুপারিশ তুলে ধরা।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রথমত, গ্রামীণ নারীর সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এখন সময়ের দাবি। পরিবার, সম্প্রদায় এবং দেশের স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। নারীরা যখন নিরাপদ, পরিপূর্ণ এবং উৎপাদনশীল জীবনযাপন করে, তখন তারা তাঁদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে। কর্মশক্তিতে তাঁদের দক্ষতা অবদান রাখে। দিন বদলের সাথে সাথে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সামাজিক রীতি নীতিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ সমতা অর্জনে অবদান রাখে। ২০২১ সালে, বাংলাদেশে মহিলা জনসংখ্যা ছিল ৮২.৩ মিলিয়ন। বাংলাদেশের নারী জনসংখ্যা ১৯৭২ সালে ৩২.২ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০২১ সালে ৮২.৩ মিলিয়ন হয়েছে। বার্ষিক নারী জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ১.৯৩%। জুলাই ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬,৫১,৫৮,৬১৬ জন, যার মধ্যে ৮,৩৩,৪৭,২০৬ জন নারী এবং ৮,১৮,১১,৪০৯ জন পুরুষ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার লিঙ্গ অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে, এটি ২০১১ সালে ছিল ১০৪.৯ এবং BBS-এর নমুনা ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) থেকে প্রাপ্ত হিসাবে ২০১৭ সালে ১০০.২ এ নেমে এসেছে। জনসংখ্যা এবং গৃহায়ন আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী লিঙ্গ অনুপাত ছিল ১০০.৩।

সারণি-১: জনসংখ্যা এবং গৃহায়ন আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী পুরুষ নারীর অনুপাত

বছর	নারী	পুরুষ	মোট	অনুপাত
২০১১	৭৩.৫	৭৭.১	১৫০.৬	১০৪.৯
২০১২	৭৪.৫	৭৮.২	১৫২.৭	১০৪.৯
২০১৩	৭৬.৪	৭৮.৩	১৫৪.৭	১০২.৬
২০১৪	৭৮.২	৭৮.৬	১৫৬.৮	১০০.৫
২০১৫	৭৯.৩	৭৯.৬	১৫৮.৯	১০০.৩
২০১৬	৮০.৩	৮০.৫	১৬০.৮	১০০.৩
২০১৭	৮১.৩	৮১.৪	১৬২.৭	১০০.২

তথ্যসূত্র: বিবিএস ২০১১-২০১৭

সুতরাং পল্লী মাতৃকেন্দ্র দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্যনিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ সমতা অর্জনে অবদান রেখে কীভাবে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করছে সে বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য নিশ্চিত হয়। নারীরা সমাজের নানাবিধ বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার। তারা জন্ম থেকেই নানা বৈষম্যের শিকার। তারা পরিবারের বোঝা হিসাবে গণ্য হয়। বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় তারা কর্মমুখী জীবনযাপন করতে পারে না। নানা রকম ধর্মীয় এবং সামাজিক গোঁড়ামি দিয়ে তাঁদের বন্দী করে রাখা হয়। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। অর্থনৈতিক মুক্তি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। সঠিক উদ্যোগ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীকে একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থায় রূপান্তর সম্ভব। আর তাঁদের এই অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে অর্থাৎ তাদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কি ভূমিকা পালন করছে তা জানার জন্য গবেষণা জরুরি।

তৃতীয়ত, সামাজিক বৈষম্যের কারণে গ্রামীণ নারীরা স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বাভাবিক অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত বলে প্রতীয়মান। গ্রামীণ নারীরা তাঁদের সক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে না পারায়, মানবসম্পদ হিসেবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারছেনা। অশিক্ষা ও অদক্ষতার কারণে তারা পরিবার এবং সমাজের কাছেও বোঝা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এ জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল করে সমাজে সম-অধিকার ও সাম্যতার ভিত্তিতে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করতে চলমান এই প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়নে কি ভূমিকা পালন করছে বা করতে পারে সে বিষয়ে জানতে বিশদ গবেষণা প্রয়োজন।

চতুর্থত, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীদের মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে পরিবার ও সমাজে তাদের মতামত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে কি ভূমিকা রাখছে তা জানতে গবেষণা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বিষয়ে এযাবৎ তেমন কোনো গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি। একারণে, নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাত্রকেন্দ্রের ভূমিকা বা প্রভাব কি তা জানতে গবেষণা করা সময়ের দাবি।

১.৫ গবেষণা প্রশ্ন

ক. পল্লী এলাকায় বসবাসরত নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এর ধরন কেমন?

খ. পল্লী এলাকায় বসবাসরত নারীরা সমাজে কীভাবে জীবনযাপন করছে এবং তাঁদের ক্ষমতায়নের ধরণ কেমন?

গ. পল্লী এলাকার নারীদের ক্ষমতায়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতায় কি কি ব্যবস্থা রয়েছে?

ঘ. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কি কি ভূমিকা পালন করছে?

ঙ. পল্লী এলাকার নারীদের ক্ষমতায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ কি কি?

১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

পল্লী মাতৃকেন্দ্র নারীর ক্ষমতায়ন, তাঁদের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তা মূল্যায়ন করা।

বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ

- নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে জানা;
- সেবা প্রাপ্তির পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা;
- নারীদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে জানা;
- পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা জানা;
- পল্লী নারীদের ক্ষমতায়নের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে তাঁদের মতামত জানা;
- পল্লী নারীদের ক্ষমতায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ জানা এবং এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশসমূহ তুলে ধরা।

১.৭ গবেষণার ক্ষেত্র

বর্তমান গবেষণাটি মূলত নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের প্রভাব কি, আরও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম আরও কার্যকর হবে সে বিষয়ে তথ্য উদ্‌ঘাটন করা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রতিটি পরিকল্পনায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা প্রান্তিক দরিদ্র ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বার্ধক্যজনিত কিংবা অন্যান্য অনুরূপ পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাধীন কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া, সংবিধানের ৩৪ ও ৪০ অনুচ্ছেদে জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ এবং পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সরকার SDGs বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ১ ও ২ এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে নীতি পরামর্শ প্রদানে সহায়ক হবে।

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটিতে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি যেমন: পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারের মৌলিক যৌক্তিকতা হলো গুণগত গবেষণা ফলাফলকে যেমন সমৃদ্ধ ও যথার্থতা দান করে তেমনি গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়। আলোচ্য গবেষণায় পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের জনমিতিক ও আর্থ-সামজিক অবস্থা, তাঁদের ক্ষমতায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ জানা এবং এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশসমূহ উদঘাটনের জন্য পরিমাণগত পদ্ধতি হিসাবে সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য নারীদের সমস্যা, জীবনমান উন্নয়ন এবং তাঁদের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের কৌশল উন্নয়ন প্রভৃতি গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য ফোকাস দল আলোচনা (FGDs) পদ্ধতি ও কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি জড়িত সেবা দাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় উভয় পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য গবেষণা সমস্যাটি সম্পর্কে সমন্বিত ধারণ লাভ এবং জটিল সমস্যাবলি উদ্‌ঘাটন করা।

১.৮.১ গবেষণা এলাকা

দেশের ৮ বিভাগের ৮ জেলার ৮ টি উপজেলা এই গবেষণার ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হবে। ঢাকা বিভাগের অধীন ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা, চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলার অধীন হাটহাজারী উপজেলা, রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী জেলার অধীন পবা উপজেলা, সিলেট বিভাগের সিলেট জেলার অন্তর্গত বিশ্বনাথ উপজেলা, খুলনা বিভাগের মাগুরা জেলার অধীন মুহাম্মদপুর উপজেলা, বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালী জেলার অধীন দশমিনা উপজেলা, ময়মনসিংহ বিভাগের জামালগঞ্জ জেলার অধীন দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা, রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম জেলার অধীন চর রাজিবপুর উপজেলা এই গবেষণার ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হবে।

- এখানে ৮ টি বিভাগের ৮ টি জেলার ৮ টি উপজেলা গবেষণার ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করা হয়েছে, কম দারিদ্র্য প্রবণ ও অধিক দারিদ্র্য প্রবণ উপজেলা হিসেবে। ৮ টি উপজেলার মধ্যে ঢাকা বিভাগের সাভার, চট্টগ্রাম বিভাগের হাটহাজারী, রাজশাহী বিভাগের পবা এবং সিলেট বিভাগের বিশ্বনাথ উপজেলা অপেক্ষাকৃত কম দারিদ্র্য প্রবণ এবং খুলনা বিভাগের মুহাম্মদপুর, বরিশাল বিভাগের দশমিনা, ময়মনসিংহ বিভাগের দেওয়ানগঞ্জ এবং রংপুর বিভাগের চর রাজিবপুর উপজেলা অপেক্ষাকৃত অধিক দারিদ্র্য প্রবণ উপজেলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপনের জন্য।
- গবেষণার ক্ষেত্র এরূপে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে করে গবেষণার মাধ্যমে অঞ্চলভেদে দারিদ্র পরিস্থিতিতি বিবেচনায় নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র ভূমিকা কীরূপ এবং এই মাতৃকেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের গড় উন্নয়নের মাত্রা অনুধাবন করা যায়।

১.৮.২ নমুনা ও নমুনায়ন

গবেষণাটি বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের দারিদ্র্য হার বিবেচনায় ৮ বিভাগের ৮ জেলার ৮ টি উপজেলায় পরিচালিত হয়েছে। সময় ও বাজেট বিবেচনায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৮ বিভাগের ৮ জেলার ৮ টি উপজেলার প্রতিটি উপজেলা থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ২০ জন নির্বাচন করে মোট ১৬০ জনের কাছ থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা ও নির্যাতনের শিকার এবং দুঃস্থ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিটি উপজেলা থেকে ১ টি করে মোট ৮টি ফোকাস দল পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি ফোকাস দল কমপক্ষে ১০ সদস্য বিশিষ্ট ছিল। যেখানে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার-১, ইউনিয়ন সমাজকর্মী-১, এনজিও প্রতিনিধি-১, স্থানীয় সাংবাদিক-১, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি-১ এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত সদস্য -৫ জন ছিল। ৮ টি উপজেলায় ৮ টি কেস স্টাডি (Case Study) পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি উপজেলায় KIIs পরিচালনা করে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও উত্তরদাতার বিবরণ নিম্নোক্ত টেবিলে দেখানো হলো:

সারণি: ২ - গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও উত্তরদাতার বিবরণ

তথ্য সংগ্রহের কৌশল	উত্তরদাতা	পরিমাণ
ফোকাস দল আলোচনা (FGDs)	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় সাংবাদিক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ৫ জন সদস্য	মোট ৮ (আট) টি (প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে একটি)
মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs)	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমাজকর্মী	মোট ৮ (আট) টি (প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে একটি)
কেস স্টাডি (Case Study)	প্রতিটি উপজেলা হতে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের নির্বাচিত ১ জন ঋণগ্রহীতা সদস্য	মোট ৮ (আট) টি (প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে একটি)
	মোট=	২৪ টি

১.৮.৩ তথ্য সংগ্রহ কৌশল

পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য আধা কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচি (Interview Schedule) এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য কেস স্টাডি (Case Study), ফোকাস দল আলোচনা (FGD) ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) গাইড লাইন ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার অনুসূচি গবেষণা এলাকায় পূর্ব পরীক্ষণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে উত্তরদাতাদের উপযোগী ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জন করা হয়েছে যাতে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সাক্ষাৎকার অনুসূচিতে উন্মুক্ত এবং আবদ্ধ এভাবে প্রশ্ন সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। বিশেষ করে ফোকাস দল আলোচনার ক্ষেত্রে দলীয় বৈঠক করা হয়েছে। উভয় ধরনের গবেষণার জন্য ইন্টারনেট এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরি থেকে ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শন করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন পুস্তক, পত্রিকা, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সমস্ত সাহিত্য পর্যালোচনা আলোচ্য গবেষণার ধারণাগত কাঠামো এবং গবেষণা সমস্যাটি বুঝতে সহায়ক হয়।

চিত্র: ১- তথ্য সংগ্রহের উৎস

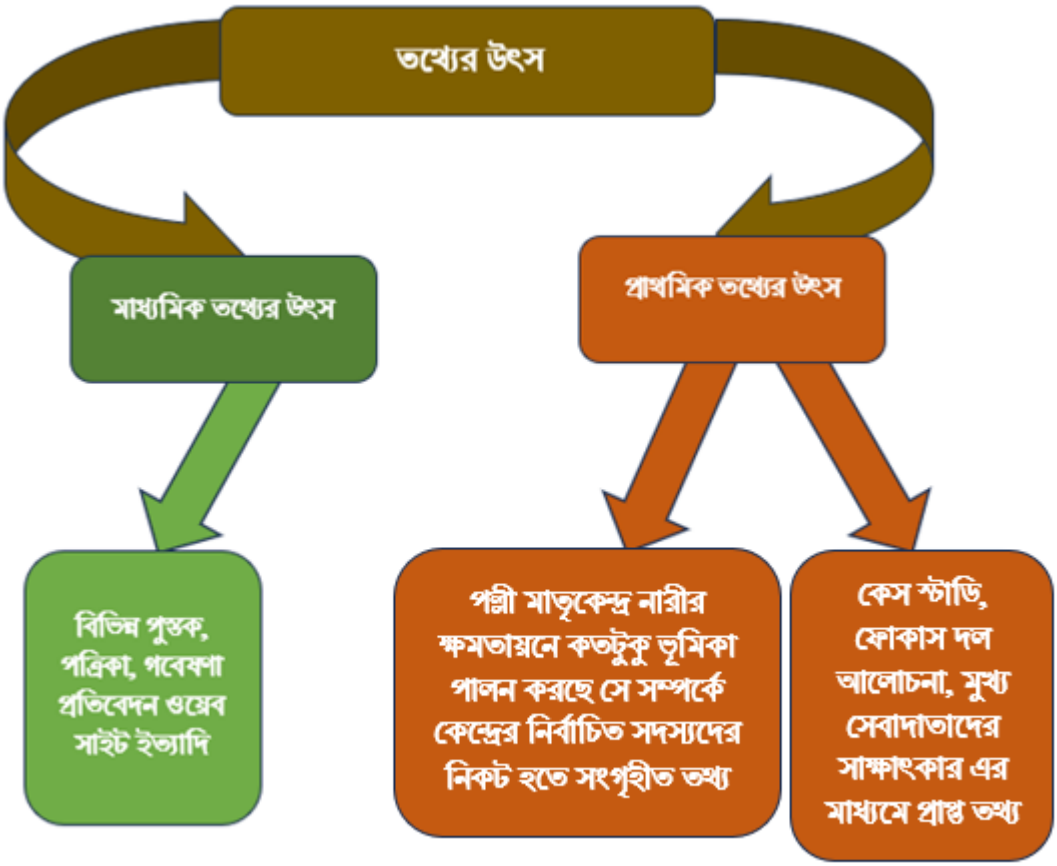

চিত্র নং-২: গবেষণার মুখ্য কাজ

১.৮.৪ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্য প্রতিদিন যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং কোথাও কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সংগৃহীত তথ্যাবলিতে যথাযথ কোডিং প্রদান করে তা নানা ধরনের সফটওয়্যার যেমন: Excel/SPSS এর মাধ্যমে তথ্যসমূহ শ্রেণীবিন্যাস করে বিভিন্ন সারণি ও চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য Triangulation উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গুণগত তথ্য থিম্যাটিক ও ভারব্যাটিম প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং ফলাফল তুলনা করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সমাজসেবা অধিদপ্তরে দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের গবেষণা বিশেষজ্ঞ সদস্যের মতামতের আলোকে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

চিত্র-৩: Process of triangulation

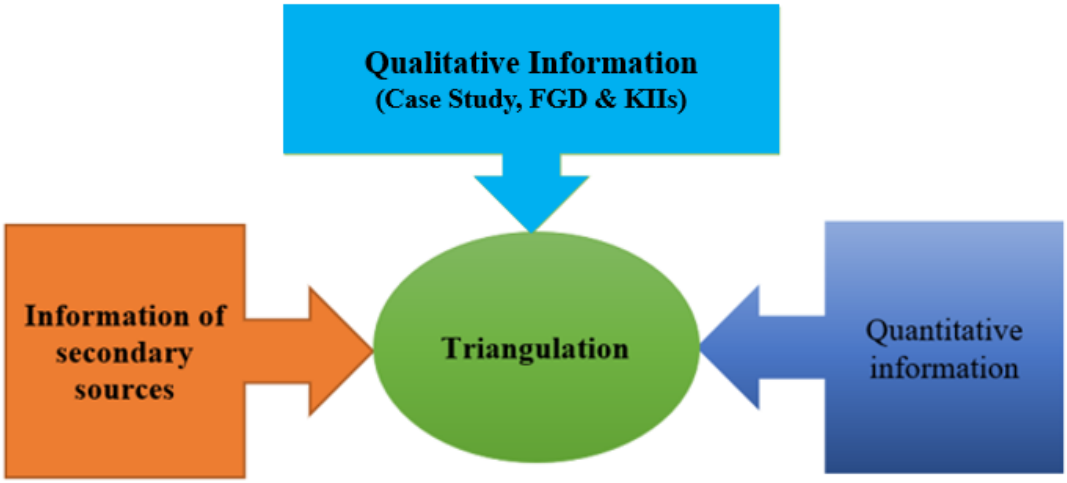

১.৮.৫ গবেষণা সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যবহারিক সংজ্ঞায়ন

পল্লী মাতৃকেন্দ্র: পল্লী মাতৃকেন্দ্র বলতে সংশ্লিষ্ট গ্রামের নারীদের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন।
সভানেত্রী: সভানেত্রী বলতে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কমিটির সভাপতি।
সম্পাদিকা: সম্পাদিকা বলতে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সংগঠক।
সদস্য: সদস্য বলতে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য।
ক্ষুদ্রঋণ: ক্ষুদ্রঋণ বলতে সদস্যদের দারিদ্র্য-বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সহজশর্তে প্রদেয় ঋণ সুবিধা।
তহবিল: তহবিল বলতে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ক্ষুদ্রঋণ খাতের বরাদ্দ।
মাতৃকেন্দ্র তহবিল: মাতৃকেন্দ্র তহবিল বলতে মাতৃকেন্দ্রের নিজস্ব পুঁজি।
স্কীম: স্কীম বলতে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ গ্রহণের ইচ্ছুক সদস্যদের দাখিলকৃত কর্মপরিকল্পনা।
লক্ষ্যভুক্ত পরিবার: লক্ষ্যভুক্ত পরিবার বলতে পরিবার জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর পরিবার বুঝাবে।
সমাজসেবা অধিদপ্তর: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হল সমাজসেবা অধিদপ্তর। ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশক্রমে তা সমাজসেবা অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তর নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

১.৯ গবেষণার নৈতিক দিক

সরকারি গবেষণার জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো নৈতিক নীতিমালা বা গাইড লাইন তৈরি হয়নি। তবে Miles and Huberman (1994) প্রদত্ত নৈতিক নীতিমালা এ গবেষণায় অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পূর্বে উত্তরদাতাদের গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং মৌখিক অনুমতি নেয়া হয়েছে। উত্তরদাতাদের আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে।

১.১০ গবেষণা কাজের সময় ও কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	শুরু করার তারিখ	শেষ হওয়ার তারিখ
০১	Instruments/materials প্রস্তুতকরণ	০১ মে, ২০২৩	০৭ মে, ২০২৩
০২	উপাত্ত সংগ্রহ (পরিমাণগত)	০৮ মে, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৩
০৩	উপাত্ত সংগ্রহ (গুণগত)	০১ জুলাই, ২০২৩	৩১ জুলাই, ২০২৩
০৪	তথ্য/উপাত্ত প্রকিয়াজাতকরণ, সম্পাদন ও তথ্য বিশ্লেষণ	০১ আগস্ট, ২০২৩	৩১ আগস্ট, ২০২৩
০৫	প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
০৬	খসড়া প্রতিবেদন জমা প্রদান	১ অক্টোবর, ২০২৩	১৫ অক্টোবর, ২০২৩
০৭	চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা প্রদান	১৬ অক্টোবর, ২০২৩	৩১ অক্টোবর, ২০২৩

১.১১ সামাজিক নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রতিটি পরিকল্পনায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা প্রান্তিক দরিদ্র ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদ এবং ১৯ অনুচ্ছেদ মাথায় রেখে উক্ত গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতা নিশ্চিতকরণে এবং সংবিধানের ৩৪ ও ৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ এবং পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা রক্ষার কথাও বিবেচনা করা হয়েছে। সরকারের NSSS ও SDGs বাস্তবায়নে, ভিশন-২০৪১ সফল করার জন্য এবং জাতীয় পর্যায়ে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের জন্য উক্ত গবেষণাটি সহায়ক হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাহিত্য পর্যালোচনা

২. সাহিত্য পর্যালোচনা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমটি পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দু:স্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য বাস্তবায়ন করছে। কার্যক্রমটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দক্ষ মানবসম্পদরূপে গড়ে তুলছে। পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের সফলতার আলোকে দেশের প্রতিটি উপজেলায় এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখাতে নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে (সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০১৯)। পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম চলমান রয়েছে এমন ৮ টি জরিপকৃত উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, বিস্তৃত এলাকায় এ ঋণ বিতরণ করা হয়। নির্বাচিত ৮ টি উপজেলার ৭০ টি ইউনিয়নের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬৮ টি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত সমন্বিত পরিসংখ্যান থেকে এ কর্মসূচি সম্বন্ধে ভালো চিত্র পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, গত ৪৭ বছরে (১৯৭৫-২০২২) পল্লী মাতৃকেন্দ্রের আওতায় মোট ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৪৬ টি পরিবারকে মাতৃকেন্দ্রের ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বছরে গড়ে ১৪১০৯ টি পরিবারকে এ কার্যক্রমের ক্ষুদ্রঋণের আওতায় আনা হয়েছে।

২.১ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক মুক্তি, ক্ষুধা, দারিদ্র ও বঞ্চনা থেকে মুক্তিদান। ঋণ প্রদান ছাড়াও পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, পরিবার পরিকল্পনা, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ক ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা, নারী উন্নয়ন, বাল্য বিবাহ ও আত্মসচেতনতা বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়।

২.২ পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের ক্ষুদ্রঋণের সুদহার

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী পল্লী মাতৃকেন্দ্র প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণের জন্য ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা যখন ঋণ পরিশোধ করবে তখন তাকে গৃহীত ঋণের অতিরিক্ত ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। ঋণগ্রহীতা একে সুদ মনে করলেও সরকার তথা সমাজসেবা অধিদপ্তর একে সুদমুক্ত বলে আখ্যায়িত করেছে। এর যৌক্তিকতা হলো, ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ সরকার গ্রহণ করে না বা ব্যবহার করে না বরং গ্রাম থেকে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ আলাদা ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয় এবং এ তহবিল পুঞ্জীভূত হওয়ার পর অর্থাৎ সার্ভিস চার্জের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। শুধু ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ তহবিল বিনিয়োগ/পুনঃবিনিয়োগ করা যায়। মূলত, আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ মাতৃকেন্দ্রের নিজস্ব তহবিল হিসেবে থেকে যায় এবং এর মাধ্যমে ঋণের আওতা সম্প্রসারণ করা হয়। আরএমসি বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী সার্ভিস চার্জ দ্বারা গঠিত তহবিল শুধু সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের সদস্যরা ঋণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। এক দলের টাকা অন্য দল ব্যবহার করতে পারবে না বা এক গ্রামের টাকা অন্য গ্রামে ব্যবহার করা যায় না।

যদি সার্ভিস চার্জকে সুদ হিসেবেও বিবেচনা করা হয় তবুও দেশে যে সকল অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও যে সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে তাঁদের চেয়ে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সার্ভিস চার্জ অনেক কম। পূর্বে বিভিন্ন এনজিও অতিচড়া সুদে ২৫-৬৫ শতাংশ এমনকি তার চেয়েও বেশি (মোল্লা ও অন্যান্য)। ফলশ্রুতিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত দেশের শীর্ষ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ ২০০৫ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিন থেকে ১২.৫ শতাংশ সুদ নির্ধারণ করে। আশা ও ব্র্যাক এ দুটি এনজিও ছাড়া অন্য সকল সংগঠন এবং পিকেএসএফ এর সহযোগী সংগঠন গুলো সুদের এ সীমা গ্রহণে সম্মত হয়। ফলে দেশে তিন স্তর বিশিষ্ট সুদের

কাঠামো তৈরি হয়। গ্রামীণ ব্যাংক বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ দখল করে আছে। ৫% হারে সুদ ধার্য করেছে যা সর্বনিম্ন সুদ হার। পিকেএসএফ এর সহযোগী সংগঠনগুলো যারা ঋণ বাজারে প্রায় ৫০% দখল করে আছে ১২.৫% হারে ঋণ দিয়ে। আশা ও ব্রাক ১৫% হারে ঋণ দিচ্ছে। পিকেএসএফ বহির্ভূত সংগঠন গুলো যারা আরও উচ্চহারে (২২-১১০) শতাংশ হারে সুদ ধার্য করে (হোসাইন ইফতেখার ২০০৬, কবির ২০১৬)।

বিনা সুদে ঋণ বিতরণ করে পল্লী নারীদের আত্মনির্ভরশীল করা, তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সামাজিক ব্যাধি ও সমস্যা সম্পর্কে নারীদের সচেতন করা এ কর্মসূচির লক্ষ্য। নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি, দারিদ্র বিমোচন ও সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করতে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পল্লী মাতৃকেন্দ্র প্রদত্ত ঋণ সংশ্লিষ্ট দলের মধ্যে থেকে যায়। ১৯৭৫ থেকে এ পর্যন্ত ১১৮ কোটি ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সদস্যদের দেয়া সার্ভিস চার্জসহ মোট মূলধন হয়েছে ১২৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ১১ হাজার ৯৪১ টাকা। পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের আওতায় ১০-২০ জন সদস্য নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ১২,১০৮ টি দল গঠন করা হয়েছে এবং তাঁদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত অর্জিত সার্ভিস চার্জ ৯,৩৬,২১,৪৪১/- টাকা (সমাজসেবা অধিদপ্তর, অক্টোবর, ২০২৩)।

সার্ভিস চার্জ ছাড়া মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের কাছ থেকে আর কোনো সুদ নেওয়া হয় না। বাংলাদেশ রুরাল সার্ভে (২০১৪) অনুযায়ী ২০১৩ সালে ৪৮.৭০% গ্রামীণ খানা/পরিবার বা ১ কোটি ২০ লক্ষ ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হতে ঋণ গ্রহণ করে। ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে বিআরডিবি, যুব উন্নয়ন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে মাত্র ১.৮% ঋণ গ্রহণ করেন। ৬৭.৫৫% এনজিও (এমআরএ নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত) থেকে ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ৫.৯০% ঋণ গ্রহণ করে। এনজিও সুদ নেয় ৩২.০৫%, সরকারি সংস্থাগুলো ৫-১০% এবং মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীরা সুদ নেয় ১৮০.২৪% (চক্রবৃদ্ধি হারে)। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সার্ভিস চার্জ ৫%, যা পূর্বে ছিল ১০%। এই সার্ভিস চার্জ দলীয় তহবিল হিসেবে থেকে যায় বিবিএস খানা আয়ব্যয় জরিপ (২০১৬) অনুযায়ী গ্রাম অঞ্চলে দরিদ্রের হার ২৬.০৪% এবং অতিদরিদ্রের হার ১৪.৯% যার সংখ্যা ১ কোটি ৫২ লক্ষের বেশি। এ পর্যন্ত পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে ঋণ পেয়েছেন ৬,৬৩,১৪৬ জন নারী। পর্যায়ক্রমে লক্ষ্যভুক্ত সকল নারীকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে যাতে তাঁদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জিত হয় এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ পরিশোধ শুরু হয় ঋণগ্রহণের তৃতীয় মাস থেকে। আর এনজিও প্রদত্ত ঋণের কিস্তি শুরু হয় ঋণ গ্রহণের দুই সপ্তাহ পর থেকে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কোনো দলে বিতরণকৃত অর্থ ঐ দলের নিকট থেকে যায়। পল্লী মাতৃকেন্দ্র গ্রামীণ নারীদের উন্নয়নের একটি মডেল। এ কর্মসূচির জন্মলগ্ন থেকে বড় অঙ্কের টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে, অনেক জেলাতে এ কার্যক্রমের করুন চিত্র পাওয়া যায়। ২০ বছর যাবৎ কুড়িগ্রামের চর রাজিবপুর উপজেলার একটি মাতৃকেন্দ্রে ১৯৯৯ সালের পর আর ঋণ দেওয়া হয়নি। এই কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করা হলে পল্লী এলাকার সুদের হার কমবে। নিয়মিত ঋণ দেওয়া হলে গ্রামীণ নারীরা অনেক উপকৃত হতো, নানা রকম হয়রানি ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা পেতো। ফলে গ্রাম্য অর্থনীতিতে একটি প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হতো। এই কার্যক্রম নিয়ে এর পূর্বে তেমন কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। তবে, এই কার্যক্রমের প্রভাব তাঁদের উপরই বেশি যারা এই কার্যক্রমের সাথে দীর্ঘমেয়াদে জড়িত ছিল। এই ঋণ দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়
পরিমাণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৩. পরিমাণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৩.১ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য

জরিপের মাধ্যমে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, তাঁদের সেবা প্রাপ্তির পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান পরিস্থিতি, নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা, পল্লী নারীদের ক্ষমতায়নে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে তাঁদের মতামত জানা, পল্লী মার্তৃকেন্দ্রকে গ্রামের নারী উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ, পারিবারিক সহিংসতা, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসতা হতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পল্লী নারীদের ক্ষমতায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ জানা এবং এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উত্তরদাতাদের সুপারিশ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের দারিদ্র্য হার বিবেচনায় ৮ বিভাগের ৮ জেলার ৮ টি উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। সময় ও বাজেট বিবেচনায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৮টি উপজেলার প্রতিটি উপজেলা থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ২০ জন নির্বাচন করে মোট ১৬০ জনের কাছ থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা ও নির্যাতনের শিকার এবং দুঃস্থ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হলো-

চিত্র নং-৪: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের বয়স [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

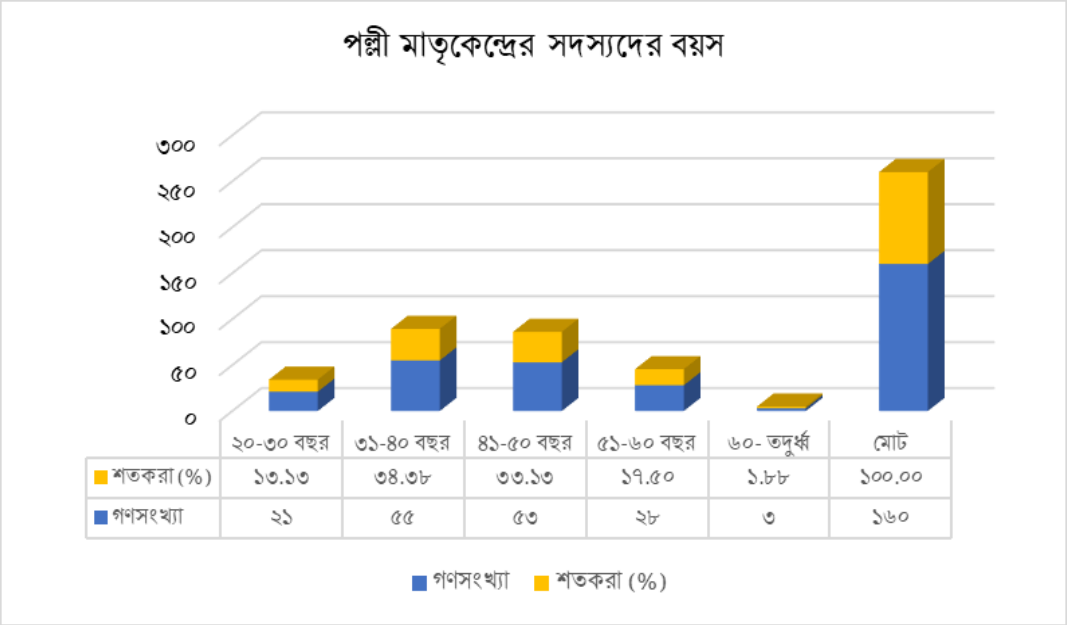

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-৪ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের বয়স উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সুবিধাভোগী নারীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩৪.৩৮% নারীর বয়স ৩১-৪০ বছরের মধ্যে, ৩১.১৩% এর বয়স ৪১-৫০ বছরের মধ্যে, অপর ১৭.৫০% এর বয়স ৫১-৬০ বছরের মধ্যে, ১৩.১৩% এর বয়স ২০-৩০ বছরের মধ্যে এবং ১.৮৮% সদস্যের বয়স ৬০ বা তদূর্ধ্ব।

সারণি-৩: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

শিক্ষাগত যোগ্যতা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিরক্ষর	৮	৫.০০
সাক্ষরজ্ঞান	৩৯	২৪.৩৮
প্রাথমিক	৫০	৩১.২৫
মাধ্যমিক	৪১	২৫.৬৩
উচ্চ মাধ্যমিক	১২	৭.৫০
স্নাতক	৮	৫.০০
স্নাতকোত্তর	২	১.২৫
মোট	১৬০	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৩ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩১.২৫% নারী প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পেয়েছেন ২৫.৬৩%। ৭.৫০% নারী উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পেয়েছেন, স্নাতক এবং নিরক্ষর রয়েছেন ৫%। সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ২৪.৩৮% এবং স্নাতকোত্তর মাত্র ১.২৫% সদস্য।

চিত্র নং-৫: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের ধর্ম [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

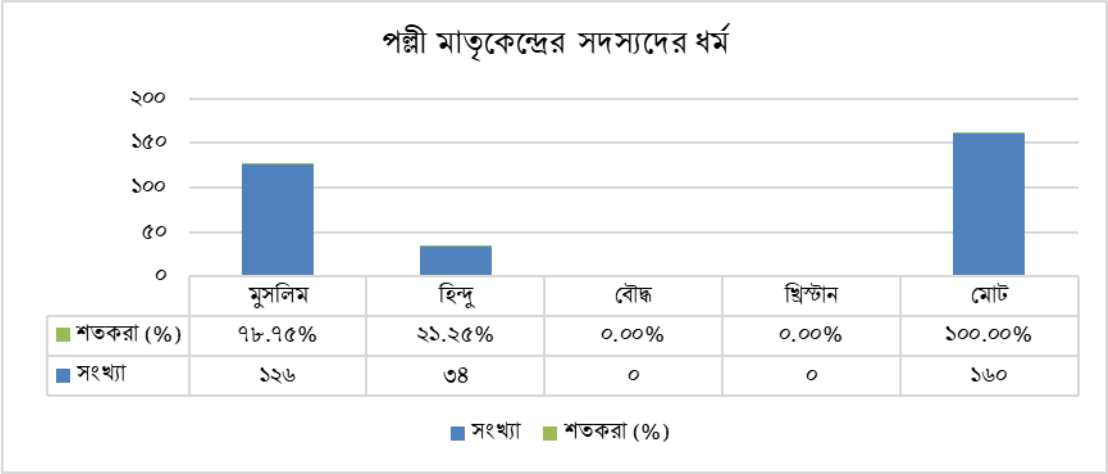

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-৫ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের ধর্ম সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১২৬ জন নারী অর্থাৎ ৭৮.৭৫% নারী মুসলিম। ৩৪ জন নারী অর্থাৎ ২১.২৫% নারী হিন্দু। এছাড়া, অন্য কোনো ধর্মের (খ্রিষ্টান বা বৌদ্ধ) কোনো সদস্য পাওয়া যায়নি।

৩.২ শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

জরিপের মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পল্লী সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে উত্তরদাতাদের সুপারিশ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত ৮ বিভাগের ৮ জেলার ৮ টি উপজেলা হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের উপকারভোগী মোট ১৬০ জনের কাছ থেকে এ বিষয়ে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে,

তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা ও নির্যাতনের শিকার এবং দুঃস্থ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছ থেকে উপাত্ত ও মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ-

সারণি-৪: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কাজ বা পেশার সাথে সংযুক্তি [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

পেশার সাথে যুক্ত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৬০	১০০
না	০	০
মোট	১৬০	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৪ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পেশা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে সকলেই কোনো না কোনো পেশার সাথে যুক্ত। অর্থাৎ, ১৬০ জন নারীর মধ্যে ১৬০ জন নারীই কাজে নিয়োজিত।

চিত্র নং-৬: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পেশা/আয়বর্ধনমূলক কাজের ধরন [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

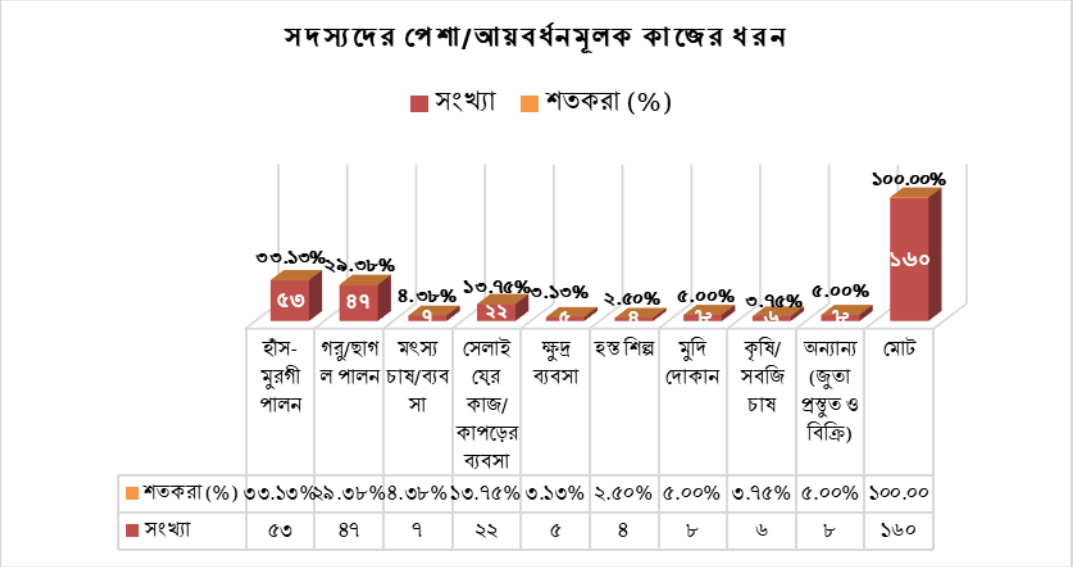

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-৬ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কাজের সাথে সংযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে ১০০% নারী কোনো না কোনো আয়বর্ধনমূলক কাজের সাথে সংযুক্ত। সর্বোচ্চ ৫৩ জন নারী হাঁস-মুরগি পালনের সাথে যুক্ত অর্থাৎ ৩৩.১৩% নারী এ পেশায় যুক্ত আছেন। গরু/ছাগল পালনের সাথে যুক্ত আছেন ৪৭ জন নারী অর্থাৎ ২৯.৩৮% নারী। সেলাইয়ের কাজ/ কাপড়ের ব্যবসার সাথে যুক্ত আছেন ২২ জন নারী অর্থাৎ ১৩.৭৫% নারী। মুদি দোকান ও অন্যান্য (জুতা প্রস্তুত ও বিক্রি) কাজে ৮ জন করে অর্থাৎ ১০% নারী। মৎস্য চাষ/ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্ত শিল্প এবং কৃষি/ সবজি চাষ এর সাথে যুক্ত আছেন ২২ জন নারী অর্থাৎ ১৩.৭৫% নারী। সারণি থেকে এটা স্পষ্ট যে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী হাঁস-মুরগি পালনের সাথে যুক্ত।

চিত্র নং-৭: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শারীরিক সুস্থতা [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

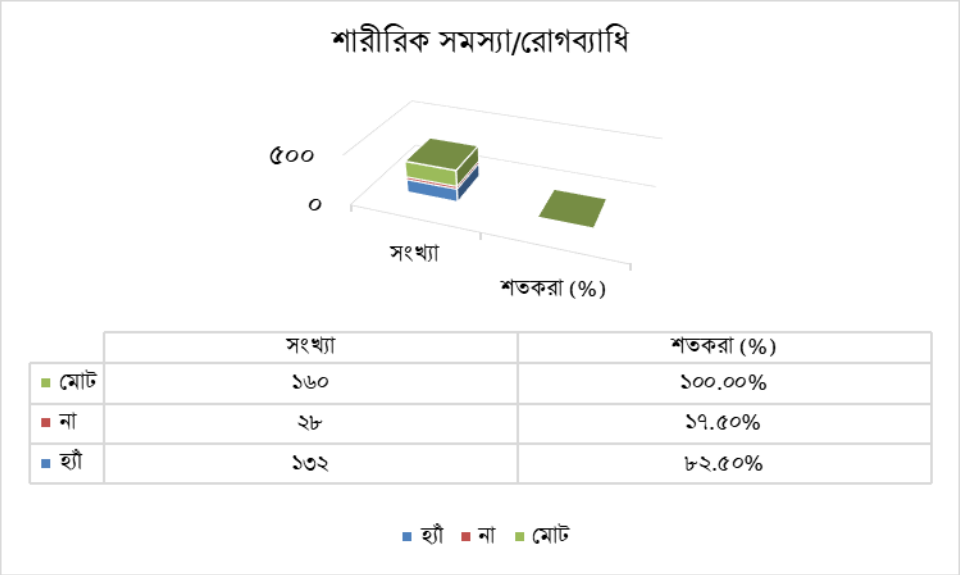

	সংখ্যা	শতকরা (%)
মোট	১৬০	১০০.০০%
না	২৮	১৭.৫০%
হ্যাঁ	১৩২	৮২.৫০%

চিত্র নং-৭ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১৩২ জন অর্থাৎ ৮২.৫০% নারী শারীরিকভাবে সুস্থ এবং ২৮ জন অর্থাৎ ১৭.৫০% নারী শারীরিকভাবে সুস্থ নন। তারা নানারকম শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন যা পরের চিত্রে দেখানো হল।

চিত্র নং-৮: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শারীরিক সমস্যা/রোগ ব্যাধি [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

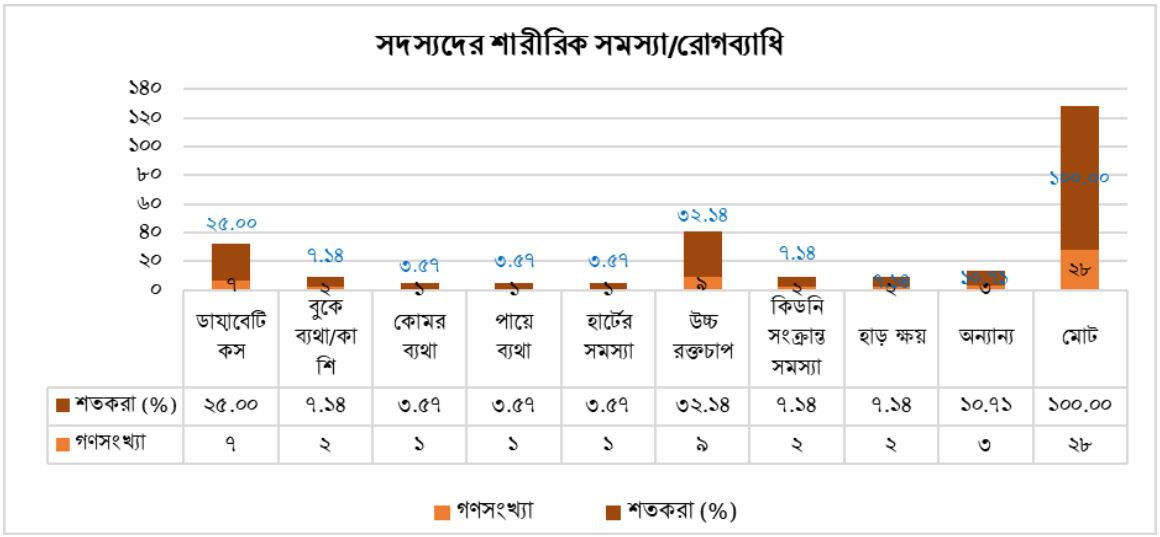

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-৮ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কি কি শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন সে সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। ২৮ জন শারীরিকভাবে অসুস্থ নারীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৯ জন উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। অর্থাৎ ৩২.১৪% নারীর উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। ডায়াবেটিস এ ভুগছেন ৭ জন নারী অর্থাৎ ২৫% নারী। বুকে ব্যথা/কাশি, কিডনি সংক্রান্ত সমস্যা এবং হাড় ক্ষয় রোগে ভুগছেন ২ জন করে ৬ জন নারী অর্থাৎ ২১.৪২% নারী। কোমর ব্যথা, পায়ে ব্যথা এবং হার্টের সমস্যায় ভুগছেন ১ জন করে ৩ জন নারী অর্থাৎ ১০.৭১% নারী। এছাড়া, অন্যান্য সমস্যায় ভুগছেন ৩ জন নারী।

চিত্র নং-৯: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের মানসিক সুস্থতা [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

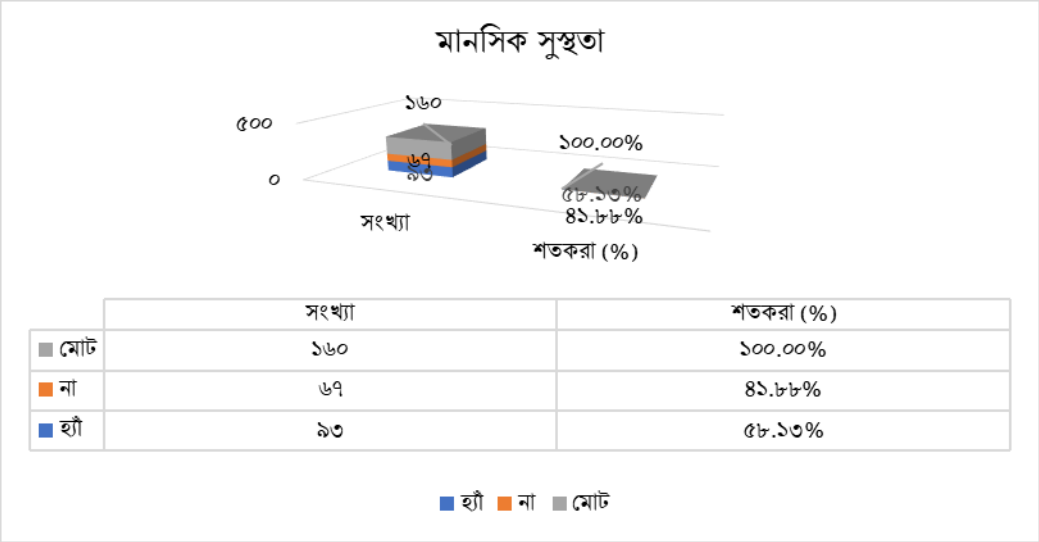

	সংখ্যা	শতকরা (%)
মোট	১৬০	১০০.০০%
না	৬৭	৪১.৮৮%
হ্যাঁ	৯৩	৫৮.১৩%

হ্যাঁ না মোট

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-৯ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের মানসিক সুস্থতার বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৯৩ জন অর্থাৎ ৫৮.১৩% নারী মানসিকভাবে সুস্থ আছেন। অপরদিকে, ৬৭ জন নারী অর্থাৎ ৪১.৮৮% নারী মানসিকভাবে সুস্থ নেই।

চিত্র নং-১০: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের মানসিক সমস্যা [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

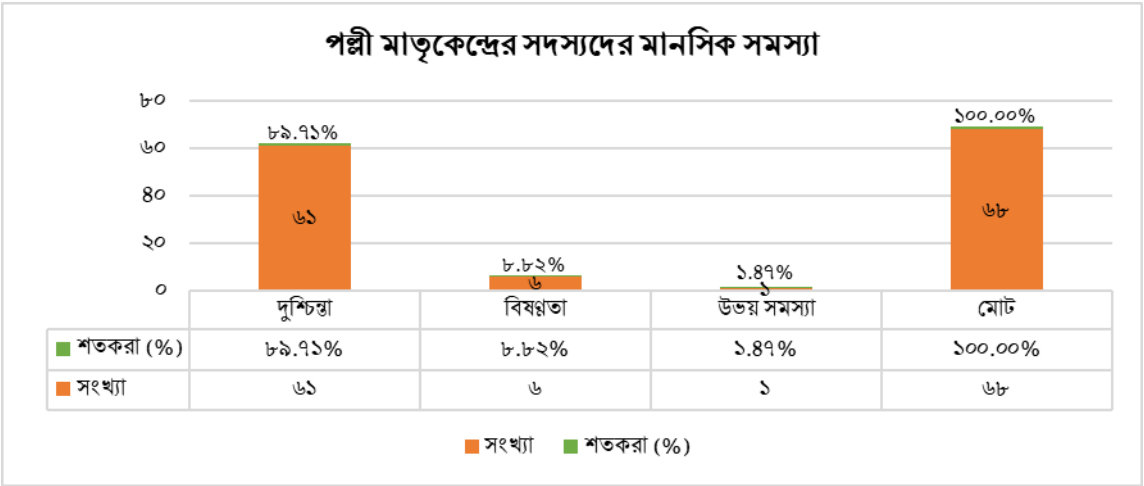

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-১০ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের মানসিক সমস্যার বিষয়ে তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ৬৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৬১ জন দুশ্চিন্তায় আছেন। অর্থাৎ ৮৯.৭১% নারী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বিষণ্নতায় ভুগছেন ৬ জন নারী অর্থাৎ মোট উত্তরদাতার ৮.৮২%। ১ জন নারী উভয় সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। অর্থাৎ মোট উত্তরদাতার ১.৪৭%।

সারণি-৫: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আবাসস্থলের মালিকানা [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

আবাসস্থল	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিজের বাড়ি	১৪৮	৯২.৫০
ভাড়া বাড়ি	৬	৩.৭৫
আত্মীয়ের বাড়ি	১	০.৬৩
বাবার বাড়ি	২	১.২৫
আশ্রয়ণ প্রকল্প/খাস জমি	৩	১.৮৮
অন্যান্য	০	০.০০
মোট	১৬০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৫ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আবাসস্থলের মালিকানা সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে ৯২.৫% নারী নিজের বাড়ি অর্থাৎ স্বামীর বাড়িতে বসবাস করে। সর্বোচ্চ ১৪৮ জন নারীর নিজস্ব আবাসস্থল রয়েছে। ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন ৬ জন সদস্য অর্থাৎ ৩.৭৫% নারী। সরকারি আশ্রয়ণ/খাস জমিতে বসবাস করেন ৩ জন সদস্য অর্থাৎ ৩.৭৫% নারী ও তার পরিবার। এছাড়া, বাবার বাড়ি ও আত্মীয়ের বাড়িতে বসবাস করেন ৩ জন সদস্য ও তার পরিবার অর্থাৎ ৩.৭৫% নারী। সারণি থেকে এটা স্পষ্ট যে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী তাঁদের স্বামীর বাড়িতে বসবাস করেন।

সারণি-৬: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আবাসস্থলের ধরন [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

আবাসস্থলের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পাকা বাড়ি (ইটের তৈরি)	১৭	১০.৬২
আধা পাকা (হাফ বিল্ডিং)	২৩	১৪.৩৮
কাঁচা বাড়ি (মাটির তৈরি)	২৩	১৪.৩৮
টিনের ঘর	৯৪	৫৮.৭৫
সরকারি আবাসন প্রকল্পে	৩	১.৮৭
মোট	১৬০	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৬ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আবাসস্থলের ধরণ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৪ জন নারী ও তার পরিবার টিনের ঘরে বসবাস করে। অর্থাৎ ৫৮.৭৫% নারী টিনের ঘরে বসবাস করে। আধা পাকা (হাফ বিল্ডিং) ও কাঁচা বাড়িতে (মাটির তৈরি) ২৩ জন সদস্য ও তার পরিবার বসবাস করে। যা মোট নমুনার ২৮.৭৬%। পাকা বাড়িতে (ইটের তৈরি) বসবাস করে ২৩ জন সদস্য ও তার পরিবার যা মোট নমুনার ১০.৬২%। সরকারি আবাসন প্রকল্পে বসবাস করে ৩ জন সদস্য ও তার পরিবার যা মোট নমুনার ১.৮৭%।

চিত্র নং-১১: আবাসস্থল বসবাসের উপযোগী কিনা? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

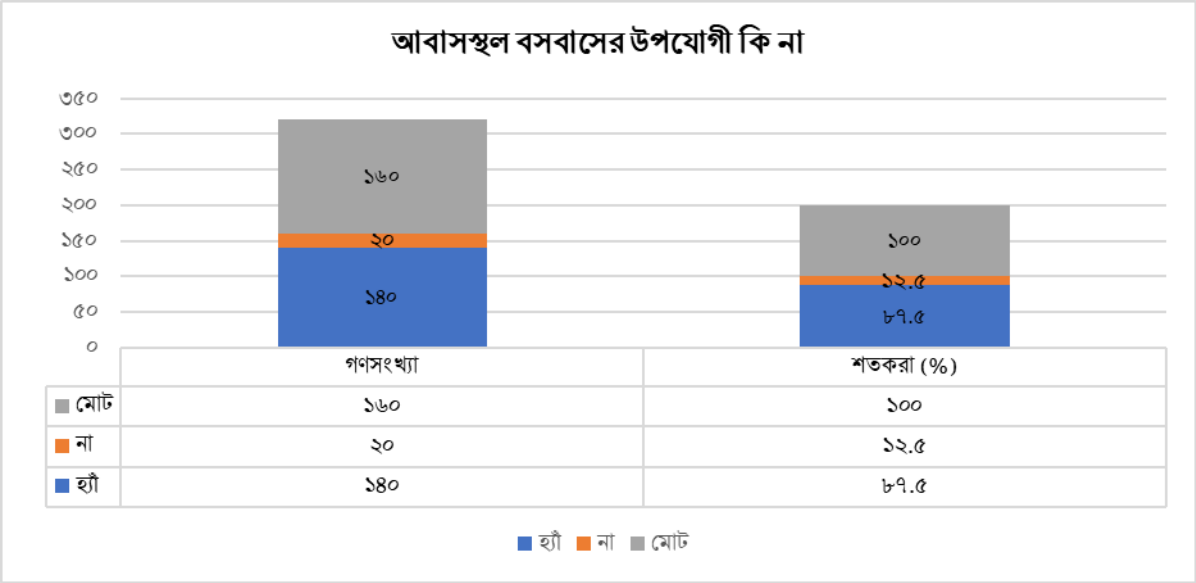

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-১১ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আবাসস্থল বসবাসের উপযোগী কিনা সে সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ১৪০ জন নারী মনে করেন তাঁদের আবাসস্থল বসবাসের উপযোগী। অর্থাৎ ৮৭.৫০% নারী আবাসস্থল নিয়ে কোনো সমস্যার কথা উল্লেখ করেননি। ২০ জন নারী মনে করেন তাঁদের আবাসস্থল বসবাসের উপযোগী নয়। যা মোট নমুনার ১২.৫০%।

চিত্র নং-১২: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের প্রতি তাঁদের পরিবার কতটুকু সদয়? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

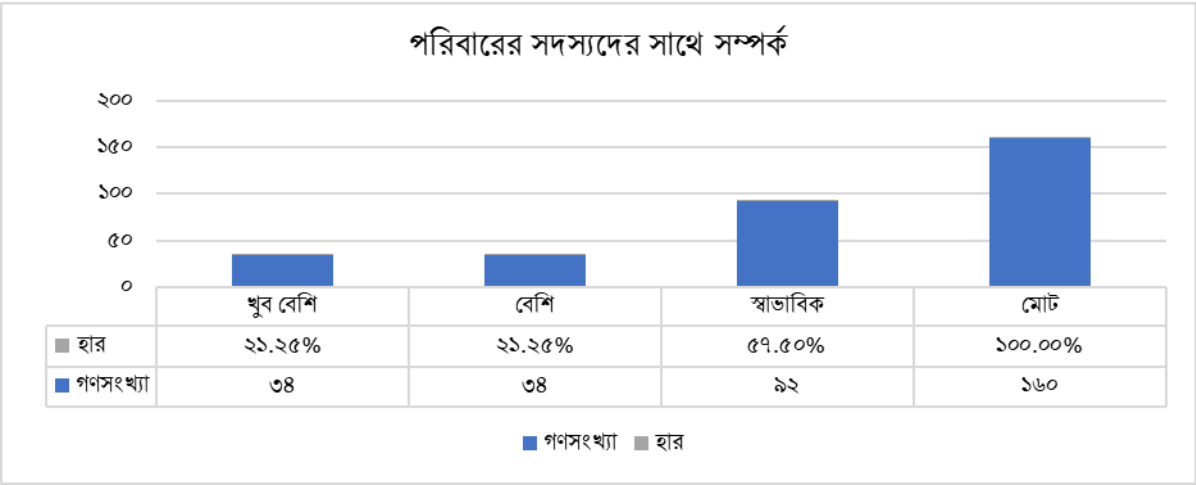

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-১২ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের প্রতি তাঁদের পরিবার কতটুকু সদয় সে সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯২ জন সদস্য অর্থাৎ ৫৭.৫০% নারী তার পরিবারের কাছ থেকে স্বাভাবিক আচরণ পেয়ে থাকেন। খুব বেশি ও বেশি ভালো আচরণ পেয়ে থাকেন ৩৪ জন করে সদস্য তথা ৪২.৫০% নারী। তারা সকলেই সদয় আচরণ পেয়ে থাকেন।

সারণি-৭: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা যে সকল কাজ করতে পছন্দ করেন [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

অন্যান্য কর্মকাণ্ড	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বিনোদন	৫৩	৩৩.১৩
গান-বাজনা	২০	১২.৫০
রূপসজ্জা	১	০.৬৩
খেলাধুলা	১	০.৬৩
ধর্মীয় আরাধনা/সামাজিক কর্মকাণ্ড	২৯	১৮.১৩
হাতের কাজ	১৮	১১.২৫
টিভি দেখা	৭	৪.৩৭
কোনো কিছুই না	৩১	১৯.৩৮
মোট	১৬০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৭ এ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কি কি কাজ করতে পছন্দ করেন সে সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বোচ্চ ৫৩ জন নারী অর্থাৎ ৩৩.১৩% নারী বিভিন্ন বিনোদনের সাথে যুক্ত থাকেন। ধর্মীয় আরাধনা/ সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকেন ২৯ জন নারী অর্থাৎ ১৮.১৩% নারী। হাতের কাজ এর সাথে যুক্ত থাকেন ১৮ জন অর্থাৎ ১১.২৫% নারী। টিভি দেখেন ৭ জন সদস্য অর্থাৎ ৪.৩৭% নারী। রূপসজ্জা এবং খেলাধুলার সাথে যুক্ত আছেন ১ জন করে ২ জন সদস্য অর্থাৎ ১.২৬% নারী। কোনো কিছুর সাথে যুক্ত নেই ৩১ জন অর্থাৎ ১৯.৩৮%।

৩.৩ পারিবারিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাবলি

সামাজিক জরিপের মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে উত্তরদাতাদের সুপারিশ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ৮ টি উপজেলা হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের উপকারভোগী মোট ১৬০ জনের কাছ থেকে এ বিষয়ে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং তাঁদের কাছ থেকে উপাত্ত ও মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ-

চিত্র নং-১৩: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা পরিবারের সাথে বসবাস করে কি না? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

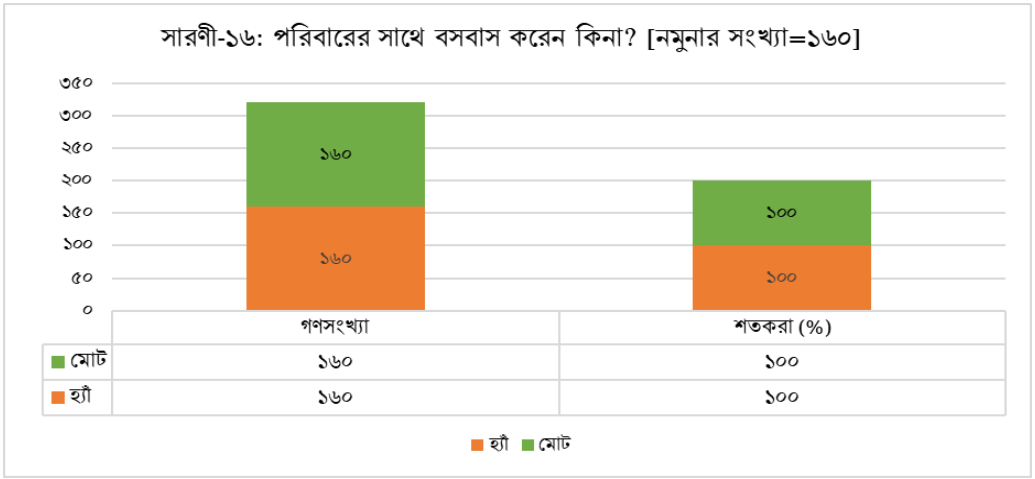

চিত্র নং- ১৩ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা পরিবারের সাথে বসবাস করে কিনা সে বিষয়ক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকৃত ১৬০ জন নারীর মধ্যে সকলেই অর্থাৎ ১০০% নারী পরিবারের সাথে বসবাস করেন।

সারণি-৮ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা পরিবারে গুরুত্ব পায় কিনা? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

গুরুত্ব দেয় কিনা?	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৫৯	৯৯.৩৮
না	১	০.৬৩
মোট	১৬০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৮ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা পরিবারে গুরুত্ব পায় কিনা সে বিষয়ক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকৃত ১৬০ জন নারীর মধ্যে ১৫৯ জন সদস্যই অর্থাৎ ৯৯.৩৮% নারীই পরিবারে গুরুত্ব পায়। অপরদিকে ১ জন বলেছেন তিনি কোন গুরুত্ব পান না।

সারণি-৯: পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের ভূমিকা কেমন [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

ভূমিকার ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
খুব ভালো	৩৪	২১.২৫
ভালো	৮১	৫০.৬৩
স্বাভাবিক	৪৪	২৭.৫০
খারাপ	১	০.৬৩
মোট	১৬০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৯ এ পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের ভূমিকা কেমন সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন নারীর মধ্যে সর্বোচ্চ ভালো অবস্থানে রয়েছে ৮১ জন অর্থাৎ ৫০.৬৩% নারী। স্বাভাবিক অবস্থানে রয়েছেন ৪৪ জন অর্থাৎ ২৭.৫০% নারী এবং খুব ভালো অবস্থানে রয়েছেন ৩৪ জন অর্থাৎ ২১.২৫% নারী। খারাপ অবস্থানে রয়েছে মাত্র ১ জন এবং খুব খারাপ অবস্থানে কেউ নেই।

চিত্র নং-১৪: সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে পরিবারে মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় কিনা? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

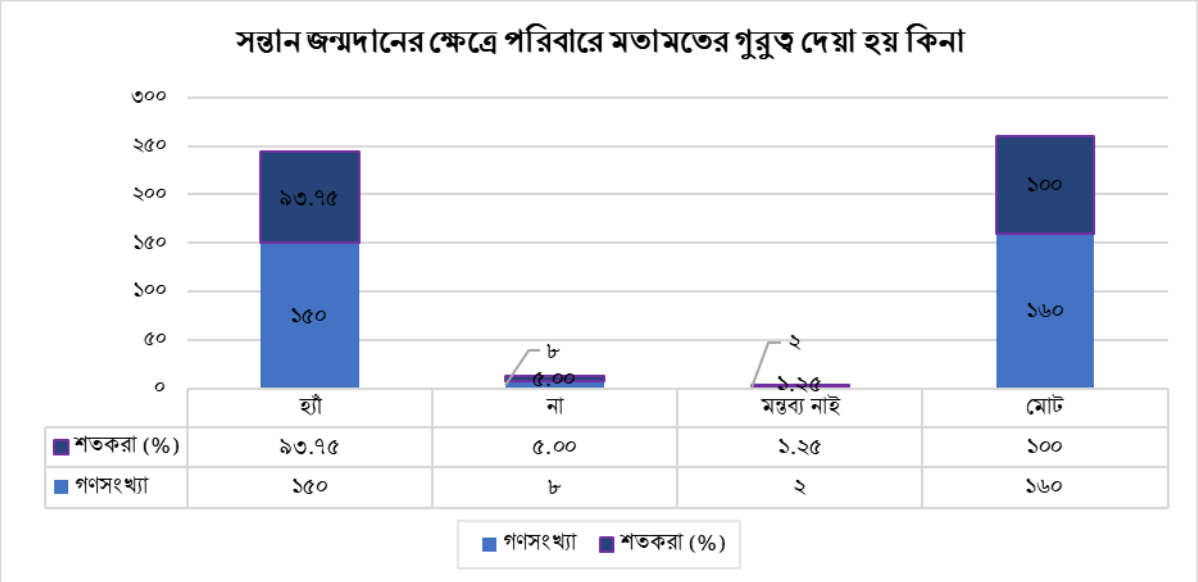

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-১৪ এ সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পরিবারে মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় কিনা তা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৫০ জন অর্থাৎ ৯৩.৭৫% নারীর সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মাত্র মাত্র ৮ জন সদস্য অর্থাৎ ৫% সদস্যের কোনো মতামত নেয়া হয় নাই এবং ২ জন সদস্য কোনো মতামত দেননি।

৩.৪ ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের নির্বাচিত ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত ঋণ সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত/সুপারিশ ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ-

সারণি-১০: পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

ঋণের পরিমাণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১০০০-৫০০০	২৮	১৭.৫০
৬০০০-১০০০০	৭	৪.৩৮
১১০০০-১৫০০০	২	১.২৫
১৬০০০-২০০০০	৪৮	৩০.০০
২১০০০-৩০০০০	৫৬	৩৫.০০
৩১০০০-৪০০০০	৮	৫.০০
৪১০০০-৫০০০০	১১	৬.৮৮
মোট	১৬০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১০ এ সদস্যদের পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণের বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৫৬ জন সদস্য অর্থাৎ ৩৫% নারী ২১,০০০-৩০,০০০/- টাকা জনপ্রতি ঋণ পেয়েছেন। ৪৮ জন সদস্য অর্থাৎ ৩০% নারী ১৬,০০০-২০,০০০/- টাকা জনপ্রতি ঋণ পেয়েছেন। ২৮ জন সদস্য অর্থাৎ ১৭.৫০% নারী ১,০০০-৫,০০০/- টাকা জনপ্রতি ঋণ পেয়েছেন। ৪১,০০০-৫০,০০০/- টাকা জনপ্রতি ঋণ পেয়েছেন ১১জন অর্থাৎ ৬.৮৮% নারী। ৩১০০০-৪০০০০ টাকা হারে ঋণ পেয়েছেন ৮জন অর্থাৎ ৫% নারী । ৬০০০-১০,০০০/- টাকা হারে ঋণ পেয়েছেন ৭ জন অর্থাৎ ৪.৩৮% নারী । ১১,০০০-১৫,০০০/- টাকা হারে ঋণ পেয়েছেন ২ জন। যা মোট উত্তরদাতার ১.২৫%।

চিত্র নং-১৫: কার মাধ্যমে এই ঋণ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

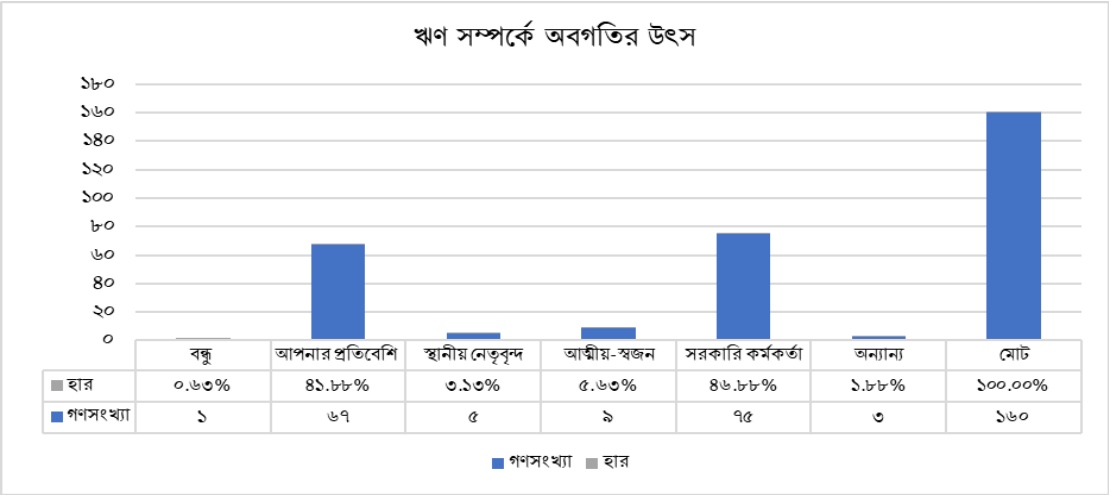

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-১৫ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কার মাধ্যমে ঋণ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৭৫ জন সদস্য অর্থাৎ ৪৬.৮৮% নারী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাধ্যমে ঋণ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। প্রতিবেশীর মাধ্যমে ঋণ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন ৬৭ জন সদস্য অর্থাৎ ৪১.৮৮% নারী। ৯ জন অর্থাৎ ৫.৬৩% নারী আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে এবং ৫ জন অর্থাৎ ৩.১৩% নারী স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে ঋণ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। বন্ধুর মাধ্যমে ১ জন এবং অন্যান্য মাধ্যমে ৩ জন অর্থাৎ ২.৫০% নারী এ ঋণ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন।

সারণি-১১: পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে কতবার ঋণ পেয়েছেন [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

ঋণের পরিমাণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১ বার	৭৭	৪৮.১৩
২ বার	৪৫	২৮.১৩
৩ বার	২৩	১৪.৩৮
৪ বার	৬	৩.৭৫
৫ বার	১	০.৬৩
৫ এর অধিকবার	৮	৫.০০
মোট	১৬০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১১ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কতবার ঋণ পেয়েছেন সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৭৭ জন সদস্য অর্থাৎ ৪৮.১৩% নারী ১ বার ঋণ ৭৭ জন সদস্য অর্থাৎ ৪৮.১৩% নারী। ২ বার ঋণ পেয়েছেন ৪৫ জন সদস্য অর্থাৎ ২৮.১৩% নারী। ২৩ জন অর্থাৎ ১৪.৩৮% নারী ৩ বার ঋণ পেয়েছেন। ৫ এর অধিকবার ঋণ পেয়েছেন ৮ জন অর্থাৎ ৫% নারী। ৬ জন অর্থাৎ ৩.৭৫% নারী ৪ বার ঋণ পেয়েছেন। ৫ বার ঋণ পেয়েছেন ১ জন, অর্থাৎ মোট উত্তরদাতার ০.৬৩%।

চিত্র নং-১৬: ঋণের অর্থ ব্যয়ের খাত

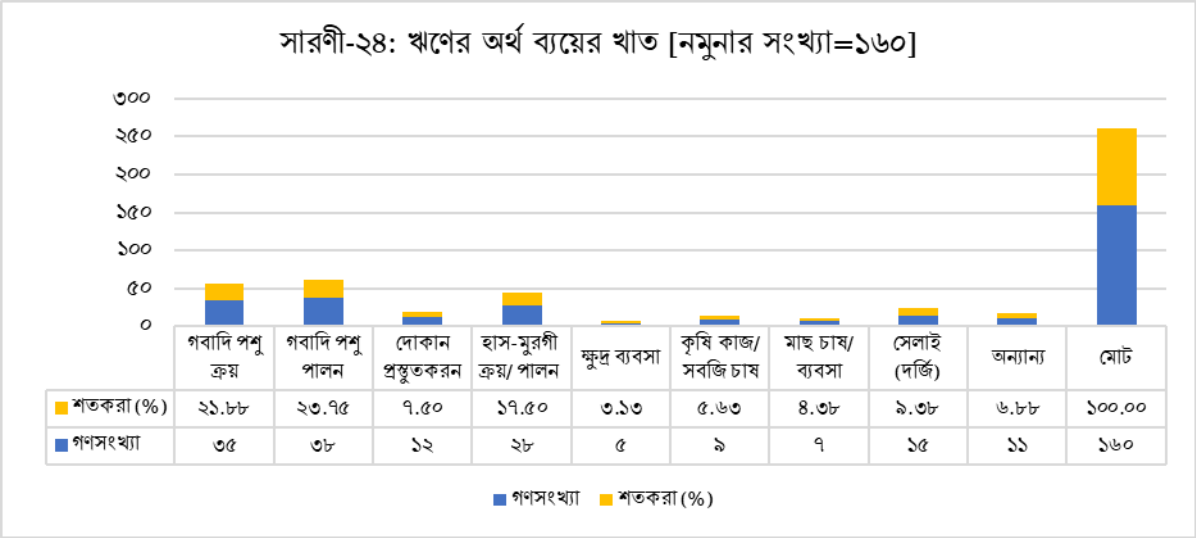

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-১৬ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা ঋণের অর্থ কোনো খাতে ব্যয় করে সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৮ জন সদস্য অর্থাৎ ২৩.৭৫% নারী গবাদি পশু পালন খাতে এবং ৩৫ জন সদস্য অর্থাৎ ২১.৮৮% নারী গবাদি পশু ক্রয় খাতে ঋণের অর্থ ব্যয় করে। হাস-মুরগী ক্রয়/পালন খাতে ২৮ জন সদস্য অর্থাৎ ১৭.৫০% নারী এবং ৫ জন সদস্য অর্থাৎ ৯.৩৮% নারী সেলাই (দর্জি) এর কাজে ঋণের অর্থ ব্যয় করে। দোকান প্রস্তুতকরণে ১২ জন অর্থাৎ ৭.৫০% নারী এবং কৃষি কাজ/সবজি চাষে ৯ জন অর্থাৎ ৫.৬৩% নারী ঋণের অর্থ ব্যয় করে। মাছ চাষ/ব্যবসা খাতে ৭ জন অর্থাৎ ৪.৩৮% নারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় ৫ জন অর্থাৎ ৩.১৩% নারী ঋণের অর্থ ব্যয় করে। অন্যান্য খাতে ১০ জন অর্থাৎ ৬.২৫% নারী ঋণের অর্থ ব্যয় করেন। পরিতাপের বিষয় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ খাতে কোনো সদস্য ঋণের অর্থ ব্যয় করেননি।

সারণি-১২: আয়ের অর্থ সঞ্চয় সংক্রান্ত? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

সঞ্চয় করেন কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৩৩	৮৩.১৩
না	২৭	১৬.৮৮
মোট	১৬০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১২ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা আয়ের কোনো অংশ সঞ্চয় করেন কিনা সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১৩৩ জন সদস্য অর্থাৎ ৮৩.১৫% নারী আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করেন। বাকি ২৭ জন সদস্য অর্থাৎ ১৬.৮৮% নারী আয়ের কোনো অংশ সঞ্চয় করেন না।

চিত্র নং-১৭: ঋণের অর্থ প্রাপ্তির পূর্বে আপনার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

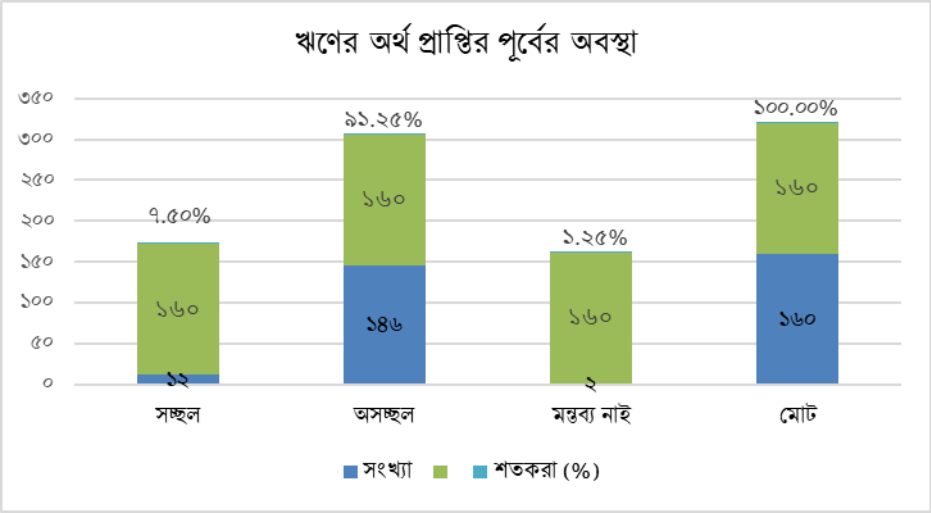

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-১৭ এ সদস্যদের পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে ঋণের অর্থ প্রাপ্তির পূর্বে আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪৬ জন সদস্য অর্থাৎ ৯১.২৫% অসচ্ছল ছিলেন, মাত্র ১২ জন সদস্য অর্থাৎ ৭.৫০% সচ্ছল ছিলেন। ২ জন সদস্য কোনো মন্তব্য করেননি।

সারণি-১৩: ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আপনার মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো কি? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো কিনা	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২৭	১৬.৮৮
না	১৩৩	৮৩.১৩
মোট	১৬০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৩ এ সদস্যদের পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে ঋণের প্রাপ্তির পূর্বে সদস্যদের মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো কিনা সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৩৩জন সদস্য অর্থাৎ ৮৩.১৩% নারীর মৌলিক/অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো। ২৭ জন সদস্য অর্থাৎ ১৬.৮৮% নারী ও তার পরিবারের মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো।

চিত্র নং-১৮: ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে সদস্যগণ প্রাত্যহিক সমস্যার সম্মুখীন হতেন কিনা? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

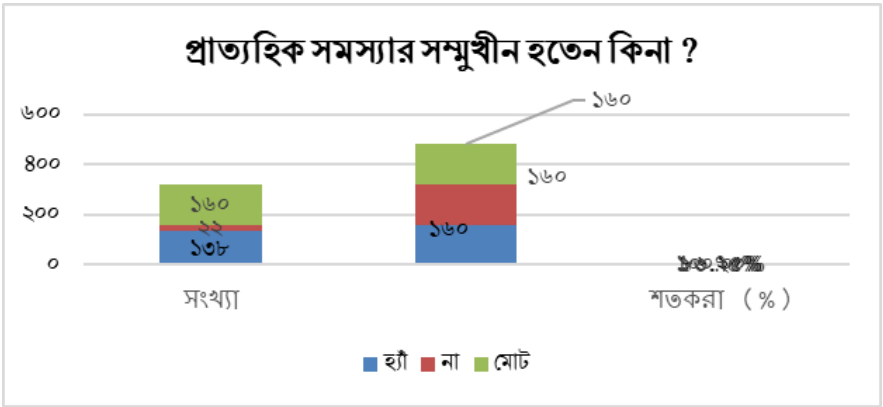

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-১৮ এ সদস্যদের পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে ঋণের প্রাপ্তির পূর্বে প্রাত্যহিক সমস্যার সম্মুখীন হতেন কিনা সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩৮জন সদস্য অর্থাৎ ৮৬.২৫% নারী প্রাত্যহিক সমস্যার সম্মুখীন হতেন। ২২ জন সদস্য অর্থাৎ ১৩.৭৫% নারী ও তার পরিবারের প্রাত্যহিক সমস্যার সম্মুখীন হতেন না। সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী চিত্রে প্রদর্শিত হলো।

চিত্র নং-১৯: ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতেন? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

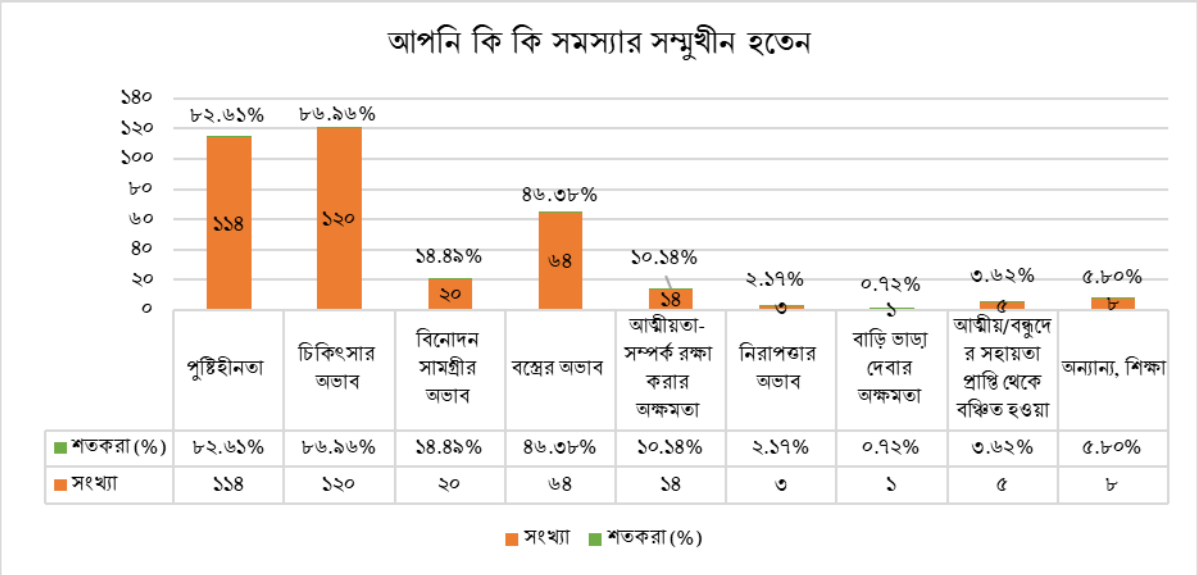

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-১৯ এ সদস্যরা পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে ঋণের প্রাপ্তির পূর্বে প্রাত্যহিক কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতেন সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের (একাধিক উত্তর দিয়েছেন) মধ্যে সর্বোচ্চ ১২০ জন সদস্য অর্থাৎ ৮৬.৯৬% নারী ও তার পরিবারের চিকিৎসার অভাব ছিল। ১১৪ জন সদস্য অর্থাৎ ৮২.৬১% নারী ও তার পরিবার পুষ্টিহীনতায় ভুগতেন। ৬৪ জন সদস্য অর্থাৎ ৪৬.৩৮% নারী ও তার পরিবারের বস্ত্রের অভাব ছিল। বিনোদন সামগ্রীর অভাব ছিল ২০ জন সদস্য অর্থাৎ ১৪.৪৯% নারী ও তার পরিবারের। আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার অক্ষমতা ছিল ১৪ জন সদস্য অর্থাৎ ১০.১৪% নারী ও তার পরিবারের। শিক্ষা, আত্মীয়/বন্ধুদের সহায়তা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া, নিরাপত্তার অভাব এবং বাড়ি ভাড়া দেবার অক্ষমতা যথাক্রমে ৮ জন, ৫ জন, ৩ জন এবং ১ জন অর্থাৎ মোট ১২.৩২% নারীর।

সারণি-১৪: এই ঋণ সদস্যদের জন্য কি কল্যাণ বয়ে এনেছে? [নমুনার সংখ্যার=১৬০]

মতামত	সংখ্যা	শতকরা (%)
শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি	৩০	১৮.৭৫%
চাকরির সুযোগ সৃষ্টি	২	১.২৫%
সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি	১২৭	৭৯.৩৮%
আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ	১১৭	৭৩.১৩%
অন্যান্য/মন্তব্য নেই	১	০.৬৩%

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৪ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের জন্য ঋণ কি কল্যাণ বয়ে এনেছে সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের (একাধিক উত্তর দিয়েছেন) মধ্যে সর্বোচ্চ ১১৭ জন সদস্য অর্থাৎ ৭৩.১৩% নারী জানিয়েছেন যে তারা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন ১২৭ জন সদস্য অর্থাৎ ৭৯.৩৮% নারী। ৩০ জন সদস্য অর্থাৎ ১৮.৭৫% নারী জানিয়েছেন যে তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ২ জন সদস্যের তথা ১.২৫% নারী। কোনো মন্তব্য করেননি ১ জন সদস্য তথা ০.৬৩% নারী।

চিত্র নং-২০: ঋণের অর্থ প্রাপ্তিতে সদস্যদের সন্তুষ্টির মাত্রা নির্দেশ [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

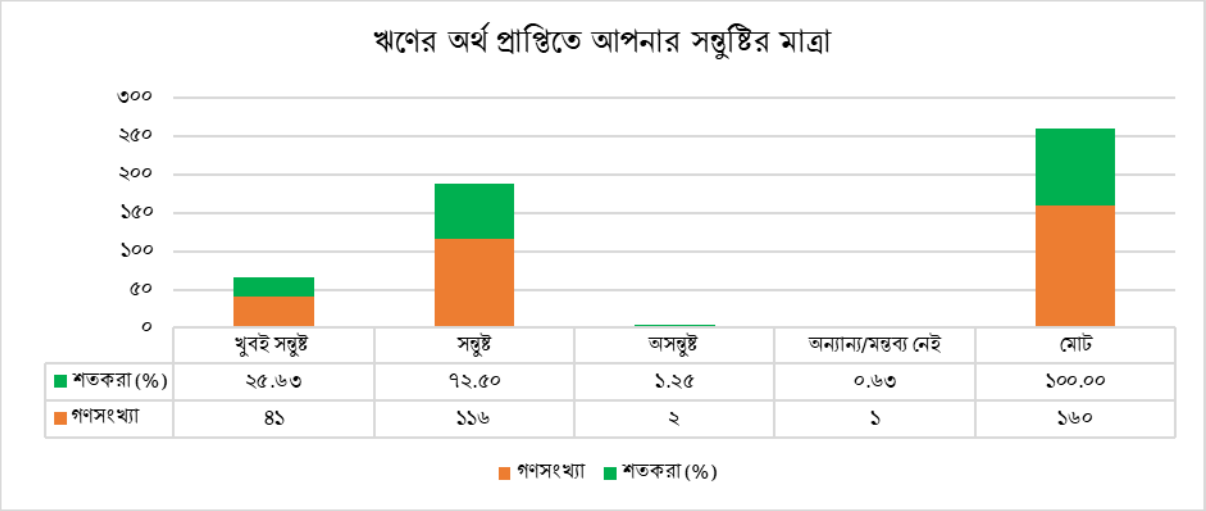

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-২০ এ ঋণের অর্থ প্রাপ্তিতে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের সন্তুষ্টির মাত্রার বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ১১৬ জন সদস্য অর্থাৎ ৭২.৫০% নারী জানিয়েছেন যে তারা সন্তুষ্ট। ৪১ জন সদস্য অর্থাৎ ২৫.৬৩% নারী জানিয়েছেন যে তারা খুবই সন্তুষ্ট। অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মাত্র ২ জন সদস্য। কোনো মন্তব্য করেননি মাত্র ১ জন সদস্য।

সারণি-১৫: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ সমাজের জন্য কি কল্যাণ বয়ে এনেছে? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

ঋণ সমাজের জন্য কি কল্যাণ বয়ে এনেছে	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি	১১০	৬৮.৭৫
নারীদের সম্মান/মর্যাদা বৃদ্ধি	১২৭	৭৯.৩৮
নারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি	১১৭	৭৩.১৩
পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে	৯৭	৬০.৬৩
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে	২৭	১৬.৮৮
অন্যান্য	০	০.০০

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৫ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ সমাজের জন্য কি কল্যাণ বয়ে এনেছে সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের (একাধিক উত্তর দিয়েছেন) মধ্যে সর্বোচ্চ ১১০ জন সদস্য অর্থাৎ ৬৮.৭৫% নারী

মনে করেন যে এই ঋণের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধিত হয়েছে। ১২৭ জন সদস্য অর্থাৎ ৭৯.৩৮% নারী মনে করেন, এই ঋণের মাধ্যমে নারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকৃত ৯৭ জন সদস্য অর্থাৎ ৬০.৬৩% নারী মনে করেন যে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে। অংশগ্রহণকৃত ১২৭ জন সদস্য অর্থাৎ ৭৯.৩৮% নারী মনে করেন যে নারীদের সম্মান/মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২৭ জন সদস্য অর্থাৎ ১৬.৮৮% নারী মনে করেন, নারীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৫ প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

জরিপকৃত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত/সুপারিশ ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ-

চিত্র নং-২১: পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিনা? [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

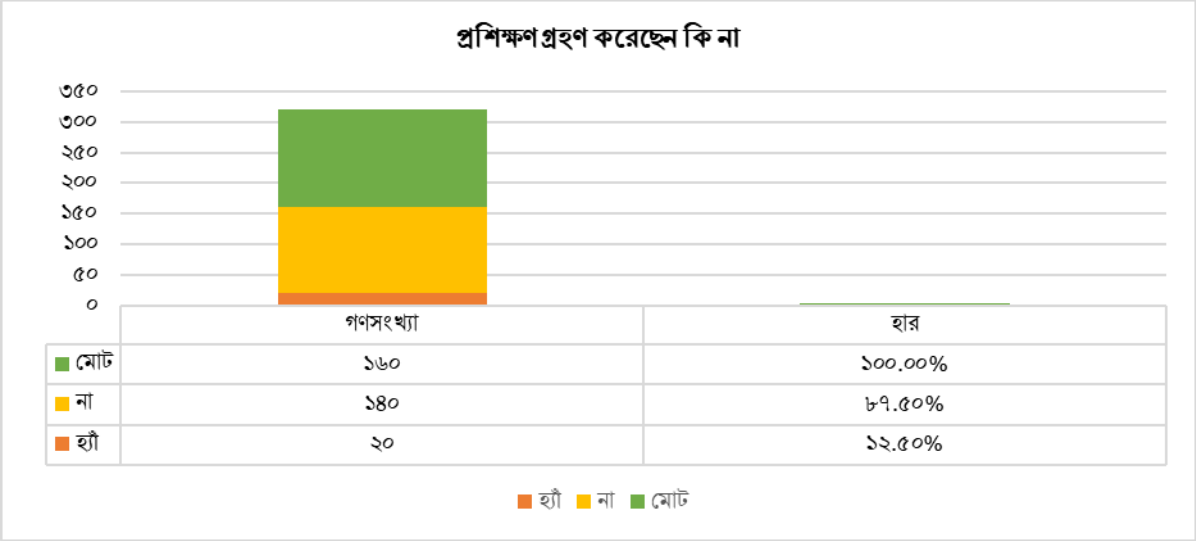

	গণসংখ্যা	হার
মোট	১৬০	১০০.০০%
না	১৪০	৮৭.৫০%
হ্যাঁ	২০	১২.৫০%

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-২১ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৪০ জন সদস্যই অর্থাৎ ৮৭.৫০% নারী কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ পাননি। মাত্র ২০ জন সদস্য অর্থাৎ ১২.৫০% নারী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

সারণি-১৬: পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার ধরণ [নমুনার সংখ্যা-১৬০]

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের উপকারিতা এবং অপকারিতা	দৃঢ়ভাবে একমত		একমত		মন্তব্য নাই	
	গণসংখ্যা	হার (%)	গণসংখ্যা	হার (%)	গণসংখ্যা	হার (%)
ক) ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে আমি এখন আমার মৌলিক চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ করতে পেরেছি।	৭৫	৪৭%	৮৪	৫৩%	২০	১৩%
খ) ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্তির মাধ্যমে আমার অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে।	৭৩	৪৬%	৮৬	৫৪%	২০	১৩%
গ) ঋণ/ প্রশিক্ষণ/ পরামর্শ প্রাপ্তির ফলে আমার নিত্য প্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছি।	৬১	৩৮%	৯৮	৬১%	২০	১৩%
ঘ) ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে আমি আমার চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে পেরেছি।	৬৮	৪৩%	৯১	৫৭%	২০	১৩%

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের উপকারিতা এবং অপকারিতা	দৃঢ়ভাবে একমত		একমত		মন্তব্য নাই	
	গণসংখ্যা	হার (%)	গণসংখ্যা	হার (%)	গণসংখ্যা	হার (%)
ঙ) ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্ত হয়ে আমি আমার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারছি বা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি।	৬৭	৪২%	৯১	৫৭%	২০	১৩%
চ) ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্তির ফলে আমার পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বেড়েছে।	৭৬	৪৮%	৮৩	৫২%	২০	১৩%
ছ) ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্ত হয়ে আমি সাংসারিক বা ব্যক্তিগত ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছি।	৬৯	৪৩%	৯০	৫৬%	২০	১৩%
জ) প্রাপ্ত ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ আমার পুষ্টি চাহিদা পুরণ করতে পেরেছি।	৬৮	৪৩%	৯১	৫৭%	২০	১৩%
ঝ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি আমার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পেরেছি।	২০	১৩%	০	০%	১৪০	৮৮%
ঞ) ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্ত হয়ে আমি বর্তমানে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি।	৬৯	৪৩%	৯০	৫৬%	২০	১৩%
ট) ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে পরিবার ও সমাজ জীবনে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	৭১	৪৪%	৮৮	৫৫%	২০	১৩%
ঠ) পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে।	৭৪	৪৬%	৮৫	৫৩%	২০	১৩%

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৬ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের উপকারিতা এবং অপকারিতা নিয়ে সদস্যরা যে মতামত দিয়েছেন তা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে মৌলিক চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ করতে পারছেন কিনা জানতে চাইলে ৭৫ জন সদস্যই অর্থাৎ ৪৭% নারী দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৮৪ জন সদস্য অর্থাৎ ৫৩% নারী একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্য অর্থাৎ ১৩% নারী। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে কিনা জানতে চাইলে ৭৩ জন সদস্য অর্থাৎ ৪৬% নারী দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৮৬ জন সদস্য অর্থাৎ ৫৪% নারী একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্য অর্থাৎ ১৩% নারী। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছেন কিনা জানতে চাইলে ৬১ জন সদস্যই অর্থাৎ ৩৮% নারী দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৯৮ জন সদস্য অর্থাৎ ৬১% নারী একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্যই অর্থাৎ ১৩% নারী।

তাছাড়া, উত্তরদাতা ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে পেরেছেন কিনা জানতে চাইলে ৬৮ জন সদস্যই অর্থাৎ ৪৩% নারী দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৯১ জন সদস্য অর্থাৎ ৫৭% নারী একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্যই অর্থাৎ ১৩% নারী। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারছেন বা চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছেন কিনা জানতে চাইলে ৬৭ জন সদস্যই অর্থাৎ ৪২% নারী দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৯১ জন সদস্য অর্থাৎ ৫৭% নারী একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্যই অর্থাৎ ১৩% নারী। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বেড়েছে কিনা জানতে চাইলে ৭৬ জন সদস্যই অর্থাৎ ৪৮% নারী দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৮৩ জন সদস্য অর্থাৎ ৫২% নারী একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্যই অর্থাৎ ১৩% নারী। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে সাংসারিক বা ব্যক্তিগত ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা জানতে চাইলে ৬১ জন সদস্যই অর্থাৎ ৩৮% নারী দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৯৮ জন সদস্য অর্থাৎ ৬১% নারী একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্যই অর্থাৎ ১৩% নারী।

সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পেরেছেন কিনা জানতে চাইলে ৬৮ জন সদস্যই অর্থাৎ ৪৩% নারী দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৯১ জন সদস্য অর্থাৎ ৫৭% নারী একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্যই অর্থাৎ ১৩% নারী। এছাড়া, উত্তরদাতা ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পেরেছেন মাত্র ২০ জন সদস্য অর্থাৎ ১৩% নারী বাকী ১৪০ জন সদস্য অর্থাৎ ৮৮% নারী কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ পাননি।

অন্যদিকে, সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে বর্তমানে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন কিনা জানতে চাইলে ৬৯ জন সদস্য অর্থাৎ ৪৩% নারী দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৯০ জন সদস্য অর্থাৎ ৫৬% নারী একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্যই অর্থাৎ ১৩% নারী।

সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে বর্তমানে পরিবার ও সমাজ জীবনে মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা জানতে চাইলে ৭১ জন সদস্যই অর্থাৎ ৪৪% নারী দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৮৮ জন সদস্য অর্থাৎ ৫৫% নারী একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্য অর্থাৎ ১৩% নারী।

জরিপকৃত ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে ৭৪ জন সদস্যই অর্থাৎ ৪৬% নারী দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। ৮৫ জন সদস্য অর্থাৎ ৫৩% নারী একমত পোষণ করেন। মন্তব্য করেননি ২০ জন সদস্য অর্থাৎ ১৩% নারী।

চিত্র নং-২২: ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্তি কি কি মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে? [নমুনার সংখ্যা=১৬০]

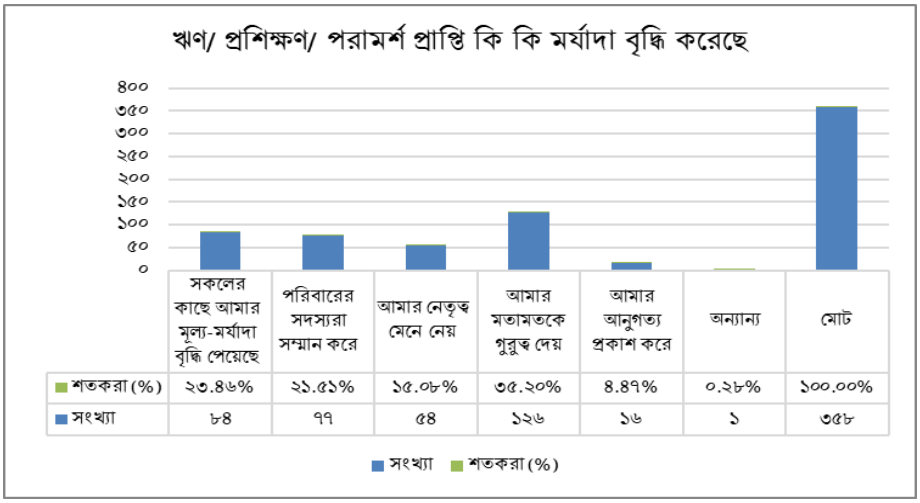

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-২২ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্র সদস্যদের ঋণ/ প্রশিক্ষণ/ পরামর্শ কি কি মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে (একাধিক উত্তর দিয়েছেন) সর্বোচ্চ ৮৪ জন সদস্য অর্থাৎ ২৩.৫৩% নারী জানিয়েছেন সকলের কাছে তার মূল্য-মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭৭ জন সদস্য অর্থাৎ ২১.৫৭% নারী জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা তাঁদের সম্মান করে। নেতৃত্ব মেনে নেন বলে জানিয়েছেন ৫৪ জন সদস্য অর্থাৎ ১৫.১৩% নারী। ১২৫ জন সদস্য অর্থাৎ ৩৫.০১% নারী জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা তাঁদের তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়। আনুগত্য প্রকাশ করে বলে জানিয়েছেন ১৬ জন সদস্য অর্থাৎ ৪.৪৮% নারী। ১ জন সদস্য কোনো মন্তব্য করেননি।

৩.৬ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য

জরিপকৃত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ১৬০ জন সদস্যের নিকট হতে তাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা এবং এ সকল সমস্যা সমাধানে তাদের মতামত/সুপারিশ ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ-

সারণি-১৭: প্রাত্যহিক জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত, রাজনৈতিক এবং অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি পদক্ষেপ নিলে সমস্যার সমাধান হবে বলে আপনি মনে করেন?

[নমুনার সংখ্যা=১৬০]

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা	৫৯	১৫.৪৯
বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা	১৪	৩.৬৭
কারিগরি শিক্ষা প্রদান	৩৭	৯.৭১
ঋণের অর্থ বৃদ্ধি	১৩৬	৩৫.৭০
প্রশিক্ষণ প্রদান	৯৬	২৫.২০
ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি	১৫	৩.৯৪
প্রত্যেক সদস্যদের ঋণ প্রদান	২১	৫.৫১
অন্যান্য	৩	০.৭৯

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৭ এ পল্লী মাতৃকেন্দ্র সদস্যরা জানিয়েছেন প্রাত্যহিক জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত, রাজনৈতিক এবং অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি পদক্ষেপ নিলে সমস্যার সমাধান হবে এবং সে বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে (একাধিক উত্তর দিয়েছেন) সর্বোচ্চ ১৩৬ জন সদস্য অর্থাৎ ৩৫.৭০% নারী জানিয়েছেন ঋণের অর্থ বৃদ্ধি করলে সমস্যার সমাধান বা প্রশমন সম্ভব। ৯৬ জন সদস্য অর্থাৎ ২৫.২০% নারী জানিয়েছেন প্রশিক্ষণ প্রদান করলে সমস্যার সমাধান বা প্রশমন সম্ভব। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হলে সমস্যার সমাধান বা প্রশমন সম্ভব বলে জানিয়েছেন ৫৯ জন সদস্য অর্থাৎ ১৫.৪৯% নারী। কারিগরি শিক্ষা প্রদান করলে সমস্যার সমাধান বা প্রশমন সম্ভব বলে জানিয়েছেন ৩৭ জন সদস্য অর্থাৎ ৯.৭১% নারী। ২১ জন সদস্য অর্থাৎ ৫.৫১% নারী জানিয়েছেন প্রত্যেক সদস্যকে ঋণ প্রদান করলে সমস্যার সমাধান বা প্রশমন সম্ভব। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করলে করলে সমস্যার সমাধান বা প্রশমন সম্ভব বলে জানিয়েছেন ১৫ জন সদস্য অর্থাৎ ৩.৯৪% নারী। ১৪ জন সদস্য অর্থাৎ ৩.৬৭% নারী জানিয়েছেন বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা সমস্যার সমাধান বা প্রশমন সম্ভব। ৩ জন সদস্য কোনো মন্তব্য করেননি।

চতুর্থ অধ্যায়
গুণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪. গুণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪.১ কেস স্টাডি-১

নাসরিন বেগম, বয়স আনুমানিক ৩৮ বছর। তিনি বর্তমানে রাজশাহী জেলার, পবা উপজেলার ঠাকুরমারা আলীগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন গৃহিণী এবং টেইলারিং এর কাজ করেন। তিনি যখন দশম শ্রেণীতে পড়েন তখন তার বাবা মো: নজরুল ইসলাম তাকে মো: আলমগীর এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। তার স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির লোকজনের তার লেখা পড়ার বিষয়ে কোনো উৎসাহ ছিল না। ফলে তার আর লেখাপড়া করা আর সম্ভব হয়নি। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছেন।

বর্তমানে তিনি দুই ছেলে নিয়ে স্বামীর একটি আধা-পাকা বাড়িতে বসবাস করছেন। স্বামী রাজমিস্ত্রির কাজ করেন এবং তা দিয়েই কোনো রকম সংসার চলতো। তার সাথে তার স্বামীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নেই তাদের মাঝে। পরিবারে তার মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয়। তারা দুজনেই চিন্তা করতে থাকেন কীভাবে উপার্জন করা যায় এবং স্বামীর সহায়তায় তিনি দর্জির প্রশিক্ষণ নেন। কিন্তু সেলাই মেশিন ক্রয় করতে পারছিলেন না। সেসময় তিনি তার প্রতিবেশীর মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ক্ষুদ্রঋণ সম্বন্ধে জানতে পারেন। তিনি পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হন এবং এক মাসের মধ্যে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রাপ্ত হন। সে ঋণের টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন ও কিছু প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করেন। ফলে তার ব্যক্তিগত আয়ের উৎস তৈরি হয়। তিনি বলেন *"ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে নিজের একটা আয়ের উৎস হয়েছে এবং পরিবারে স্বামীর পাশাপাশি আমিও সংসারে খরচ করতে পারি। ফলে আমার মৌলিক চাহিদা, ছেলেদের লেখাপড়া ও চিকিৎসার কোনো সমস্যা হয় না"।* এ পর্যন্ত তিনি তিনবারে ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা ঋণ প্রাপ্ত হয়েছেন। সর্বশেষ তিনি চলতি বছরের মার্চ মাসে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়েছেন।

তিনি জানান, ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে তার সব চাহিদা পূরণ হতো না। আয়ের উৎস না থাকায় স্বামীর উপর নির্ভর করতে হত। ছেলেদের লেখাপড়া এবং চিকিৎসার খরচ মিটতো না। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। পুষ্টির চাহিদাও অপূর্ণ থাকত। তিনি উল্লেখ করেন *"এই ঋণ আমাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আমি টেইলারিং এর কাজ করি। বাড়িতে আমার ছোট একটা টেইলার্স আছে। প্রথমে ঋণ নিয়ে আমি একটি সেলাই মেশিন ও কিছু মালামাল (কাপড়) ক্রয় করি। তারপর থেকে কাজ করে যাচ্ছি। আমার যা আয় হয় তা দিয়ে ঋণের অর্থ শোধ করার পরও মৌলিক চাহিদাও পূরণ করতে পারি। ছেলেদের লেখাপড়ার খরচ দিতে পারি। "* তিনি আরো যুক্ত করেন, *"এই ঋণ আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমার অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে। আগে আমার কোনো সঞ্চয় ছিল না। এখন সব খরচের পরও আমি মাসে ৩-৪ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পারি। ছেলেদের ভাল স্যারের কাছে পড়াতে পারি"।*

তিনি জানান, এই ঋণ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তার উন্নতি দেখে গ্রামের অনেক বেকার নারীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং ঋণ নিয়ে সফল হচ্ছে। আগে তার নিজস্ব কোনো আয় ছিল না। সকল কাজে স্বামীর উপর নির্ভর করতে হতো। ছেলেদের ভালো শিক্ষকের কাছে পড়াতেও পারতেন না। তিনি বলেন, " *আগে টিনের ঘরে বসবাস করতাম (বেড়া ও ছাদ উভয় টিনের) । বর্তমানে আধাপাকা ঘর দিয়েছি দুজনে মিলে। এখন আমার সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়।*" তিনি বর্তমানে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। তিনি মৌলিক চাহিদা যেমন চিকিৎসা, বাসস্থান এবং পুষ্টিহীনতা সমস্যার ও সম্মুখীন হচ্ছেন না। তিনি যুক্ত করেন *"যদি আরও বেশি ঋণ পেতাম তাহলে আরও বেশি মালামাল ও একটা মেশিন ক্রয় করে একজন সহকারী নিযুক্ত করতে পারতাম। সেক্ষেত্রে আমার জীবনমান আরও উন্নত হতো"।* তার মতে, নিজের ভিতরের কর্মী মনোভাবকে জাগিয়ে তুলতে পারাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ। পারিবারিক বাধা না পেলে এবং শিক্ষিত হলে যে কোনো কাজ সহজে করা যায়।

তিনি প্রত্যাশা করেন, নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে পল্লীমাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি ভবিষ্যতে ঋণের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং সদস্যরা যেন নিজেদের চাহিদামতো স্কিমে ঋণ নিতে পারে সে ব্যবস্থা করবে। এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে।

৪.২ কেস স্টাডি-২

আছিয়া বেগম, বয়স আনুমানিক ৪৯ বছর। তিনি বর্তমানে মাগুরা জেলার, মহম্মদপুর উপজেলার আকছিডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন গৃহিণী এবং মুদী দোকানি। ছয় ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় ষোল বছর বয়সে পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তার দিনমজুর বাবা নেপাল মোল্লা তাকে একই গ্রামের বাসিন্দা ইসরত মোল্লার সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। তখন তার স্বামী বেকার ছিলেন। শ্বশুরের আয়ে সংসার চলতো তাঁদের। অভাবের সংসারে তার লেখাপড়ার কথা কেউ ভাবেনি। সে নিজেও ভাবেনি। এখন তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছেন।

বর্তমানে তিনি স্বামী দুই ছেলে নিয়ে একটি আধা-পাকা বাড়িতে বসবাস করছেন। তার একজন কন্যা সন্তান আছে। তাকে বিয়ে দিয়েছেন। জামাই কাঠমিস্ত্রির কাজ করে। মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে সচ্ছলতা আছে। তার একজন নাতি ও একজন নাতনী আছে। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তারা ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেন এবং তা দিয়েই কোনো রকম সংসার চলতো। তার সাথে তার স্বামীর ভালো সম্পর্ক। কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নেই। পরিবারে তার মতামতের অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তারা দুজনে মিলেই যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে যখন তিনি সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন তখন তার ভাইয়ের বউ তাকে মুদি দোকান করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন *"আমার বাড়িতে জায়গা ছিল কিন্তু কোনো পুঁজি ছিল না। তখন এক NGO থেকে ঋণ নিতে গেলে উচ্চ সুদের কারণে সাহস পাইনি। পরে আমার এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ক্ষুদ্রঋণের কথা জানতে পারি। আমি পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হই এবং এক মাসের মধ্যে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে দোকানের কাজ শুরু করি।"* ফলে তার ব্যক্তিগত আয়ের উৎস তৈরি হয়। তিনি বলেন, *"ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আমাকে অনেক কষ্ট করে সংসার চালাতে হতো। কোনো চাহিদাই ঠিকমতো পূরণ হতো না। থাকার ভালো জায়গা ছিল না। মাটির ঘর ছিল। ছেলে মেয়েদের ঠিকমতো স্কুলে পাঠাতে পারতাম না। আত্মীয়দের সহায়তা নেয়া লাগতো। এখন আর আমাকে কারো সহায়তা নিতে হয় না। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি।"* এ পর্যন্ত তিনি আট বারে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ নিয়েছেন এবং নিজ দোকানের পাশাপাশি নিজের উন্নয়ন করেছেন।

তিনি জানান, ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে তার সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকতো। বাচ্চাদের কখনও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে পারেননি। আয়ের উৎস না থাকায় স্বামীর উপর নির্ভর করতে হতো। শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্বামীর অল্প আয়ে পাঁচ জনের সংসার চলতো না। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। তিনি উল্লেখ করেন, *"এই ঋণ আমার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এনেছে। আমি আত্মনির্ভরশীল হয়েছি। সব কাজে স্বামীর উপর নির্ভর করা লাগে না। স্বামীও খুশি হয় আমি সংসারের জন্য কিছু করতে পারি। অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে। মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়েছে। পরিবারে আমার মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পোশাকের চাহিদাও পূরণ হয়েছে"*। তিনি আরো যুক্ত করেন, *"এই ঋণ আমাকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে। যখন অসহায় হয়ে পুঁজির অভাবে কিছু করতে পারছিলাম না তখন এই ঋণ আল্লাহর রহমত হয়ে এসেছে। আমার এবং আমার পরিবারের দরিদ্রতা দূর করেছে। এখন আর কারো কাছে হাত পাততে হয় না। সকল চাহিদা মেটানোর পরও মাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারি"।*

তিনি জানান, এই ঋণ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তার উন্নতি দেখে গ্রামের অন্যান্য বেকার নারীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং ঋণ নিয়ে সফল হচ্ছে। আগে তার নিজস্ব কোনো আয়

ছিলনা। সকল কাজে স্বামীর উপর নির্ভর করতে হতো। তিনি বলেন "*আগে ভালো কাপড়, ভালো খাবার ও ভালো থাকার জায়গাও ছিল না। ঋণ নিয়ে মুদি দোকান দিয়েছি। আমি এ পর্যন্ত ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ পেয়েছি। আমি ঋণ শোধ করে আবারও ঋণ নেই এবং আমার দোকানের কাজে লাগাই। বর্তমানে আমার খাওয়া, পরা থাকার কোনো সমস্যা নেই। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি.... এক ছেলে বি. এ পাশ করেছে। আর এক ছেলে কলেজে পড়ে। ভালো একটা ঘর ও দিয়েছি...*" ।

তিনি বর্তমানে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে অনেক সাহায্য করে। তার ছেলে তার দোকানের হিসেব রাখতে সাহায্য করে। তিনি যখন সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন তার স্বামী দোকানের দায়িত্ব নেন। তিনি জানান, পরিবারের সহযোগিতায় তিনি আজ সফল। তিনি মৌলিক চাহিদা যেমন চিকিৎসা, বাসস্থান এবং পুষ্টিহীনতা এ সকল সমস্যারও সম্মুখীন তিনি হচ্ছেন না। তিনি যুক্ত করেন, *"নিজের ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম আরও বেশি কার্যকরী করার বিষয়ে তিনি প্রত্যাশা রাখেন নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের অর্থের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং সদস্যদের গৃহীত স্কিমের বিপরীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৩ কেস স্টাডি-৩

মোছা: রহিমা খাতুন, বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। তিনি বর্তমানে কুড়িগ্রাম জেলার, চর রাজিবপুর উপজেলার কাছারিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন গৃহিণী এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন করেন। নদী ভাঙনের কারণে তার বাবা বাড়িঘর হারায় এবং পারিবারিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ফলে ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তার বাবা শের আলী মুনসী তাকে আবদুল আলিম (৩০) এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। তখন তার স্বামী পানের দোকানদার ছিলেন। এখন তিনি হাই প্রেশারে আক্রান্ত। তিনি মানসিকভাবে সুস্থ আছেন।

বর্তমানে তিনি স্বামী দুই ছেলে দুই ছেলের বউ ও দুই ছেলের ৪ জন ছেলে-মেয়ে নিয়ে একটি টিনের ঘর বিশিষ্ট বাড়িতে বসবাস করছেন। তার স্বামী যে পানের ব্যবসা করতেন তা দিয়েই কোনো রকম সংসার চলতো। এছাড়া, তিনি হাঁস-মুরগিও পালতেন। তার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক ভালো ছিল, এবং তাদের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। পরিবারে তার মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয়। তারা দুজনে মিলেই যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে যখন তিনি সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, *"আমার বাড়িতে জায়গা ছিল কিন্তু কোনো পুঁজি ছিল না। তখন এক NGO থেকে ঋণ নিতে গেলে উচ্চ সুদের কারণে সাহস পাইনি। পরে আমার এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ক্ষুদ্রঋণের কথা জানতে পারি। আমি পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হই এবং এক মাসের মধ্যে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে দোকানের কাজ শুরু করি।"* ফলে তার ব্যক্তিগত আয়ের উৎস তৈরি হয়। তিনি বলেন, *"ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আমাকে অনেক কষ্ট করে সংসার চালাতে হতো। কোনো চাহিদাই ঠিকমতো পূরণ হতো না। থাকার ভালো জায়গা ছিল না। মাটির ঘর ছিল। ছেলে মেয়েদের ঠিকমতো স্কুলে পাঠাতে পারতাম না। আত্মীয়দের সহায়তা নেয়া লাগতো। এখন আর আমাকে কারো সহায়তা নিতে হয় না । আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি।"* এ পর্যন্ত তিনি আট বারে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং নিজ দোকানের পাশাপাশি নিজের উন্নয়ন করেছেন ।

তিনি জানান, ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে তার সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকতো। বাচ্চাদের কখনও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে পারতেন না। আয়ের উৎস না থাকায় স্বামীর উপর নির্ভর করতে হতো। শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্বামীর অল্প আয়ে পাঁচ জনের সংসার চলতো না। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। তিনি উল্লেখ করেন, *"এই ঋণ আমার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এনেছে। আমি আত্মনির্ভরশীল হয়েছি। সব কাজে স্বামীর উপর নির্ভর করা লাগে না। স্বামীও খুশি হয়, আমি সংসারের জন্য কিছু করতে পারি। অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে। মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়েছে। আমার মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পোশাকের চাহিদাও পূরণ হয়েছে"* তিনি আরো যুক্ত করেন *"এই ঋণ আমাকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে। যখন অসহায় হয়ে পুঁজির অভাবে কিছু করতে পারছিলাম না তখন এই ঋণ আমার নিকট আল্লাহর রহমত হয়ে এসেছে। আমার এবং আমার পরিবারের দরিদ্রতা দূর করেছে। এখন আর কারো কাছে হাত পাততে হয় না। সকল চাহিদা মেটানোর পরও মাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারি"।*

তিনি জানান, এই ঋণ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তার অবস্থা দেখে গ্রামের অনেক বেকার নারীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং ঋণ নিয়ে সফল হচ্ছে। আগে তার নিজস্ব কোনো আয় ছিল না। সকল কাজে স্বামীর উপর নির্ভর করতে হতো। তিনি বলেন " *আগে ভালো কাপড়, ভালো খাবার ও ভাল থাকার জায়গাও ছিল না। ঋণ নিয়ে মুদি দোকান দিয়েছি।আমি এ পর্যন্ত ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ পেয়েছি। আমি ঋণ শোধ করে আবারও ঋণ নেই এবং আমার দোকানের কাজে লাগাই। বর্তমানে আমার খাওয়া, পরা থাকার কোনো সমস্যা নেই। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি... এক ছেলে বিএ পাশ করেছে। আর এক ছেলে কলেজে পড়ে। ভালো ঘরও দিয়েছি... "*

তিনি বর্তমানে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে অনেক সাহায্য করে। তার ছেলে তার দোকানের হিসেব রাখতে সাহায্য করে। তিনি যখন সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন তার স্বামী দোকানের দায়িত্ব নেয়। তিনি জানান, পরিবারের সহযোগিতায় তিনি আজ সফল। তিনি মৌলিক চাহিদা যেমন চিকিৎসা, বাসস্থান এবং পুষ্টিহীনতা সমস্যার ও সম্মুখীন হচ্ছেন না। তিনি যুক্ত করেন *"নিজের ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাতে পারলেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব।"*

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম আরও বেশি কার্যকরী করার বিষয়ে তিনি প্রত্যাশা রাখেন নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং সদস্যদের গৃহীত প্রত্যেক স্কিমের বিপরীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম আরও বেশি ফলপ্রসূ হবে।

৪.৪ কেস স্টাডি-৪

রুমা আক্তার, বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। বর্তমানে তিনি জামালপুর জেলার, দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার কাজলাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন গৃহিণী এবং গবাদি পশু ও হাস-মুরগী পালন করেন। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে তার বাবা আবুল হোসেন ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মাত্র ১৬ বছর বয়সে তাকে আসাদুজ্জামান (২৫) এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। তখন তার স্বামী সবজি ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছেন।

বর্তমানে তিনি স্বামী দুই মেয়ে ১ ছেলে নিয়ে একটি আধা-পাকা ঘরে বসবাস করছেন। তার স্বামী যে সবজির ব্যবসা করতেন তা দিয়েই কোনো রকম সংসার চলতো। এছাড়া, তিনি হাস-মুরগীও পালতেন। তার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক ভালো ছিল না। পরিবারে তার মতামতের গুরুত্ব দেয়া হতো না। তিনি জানান, " *পরিবারে বর্তমানে আমার অবস্থান ভালো। যখন অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক খারাপ ছিল স্বামীর আয়ে ৩ সন্তান নিয়ে সকল চাহিদা পূরণ হতো না। তখন স্বামী গালমন্দ এমনকি মারধর করতো। বর্তমানে আমি হাস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন করে সংসারে অনেক সাহায্য করছি*"।

অসচ্ছলতার কারণে যখন তিনি সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন তিনি সমাজসেবা অফিস থেকে ২৫,০০০/- টাকা ঋণ পেয়েছিলেন। সেই ঋণ নিয়ে তিনি গবাদি পশু ও কিছু হাস-মুরগী ক্রয় করেন এবং স্বাবলম্বী হওয়ার পথ খুঁজে পান। তিনি প্রতিবেশীর মাধ্যমে ঋণের কথা জেনেছিলেন এবং এক মাসের মধ্যে ঋণ প্রাপ্ত হন। তিনি জানান *"ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জিত হয়েছে। নিজে স্বাবলম্বী হয়েছি। বর্তমানে মৌলিক চাহিদার সকল অংশ পূরণ করতে পারি। ১টি গরু থেকে ৫টি গরু এবং ৫টি হাস থেকে বর্তমানে ৪০টি হাস ও ৫০টি মুরগী আছে। হাঁস-মুরগির ডিম দিয়েই নৈমিত্তিক চাহিদার অনেকাংশই পূরণ হয়"।*

এই ঋণের মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত আয়ের উৎস তৈরি হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে কোনো ঋণ কার্যক্রম চলছে না। ফলে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তিনি জানান, ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে তার সকল প্রকার চাহিদা প্রায় অপূর্ণ থাকতো। বাচ্চাদের কখনও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে পারেননি। আয়ের উৎস না থাকায় স্বামীর উপর নির্ভর করতে হতো। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। তিনি উল্লেখ করেন *"ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে কোনো মৌলিক চাহিদা পূরণ হতো না। ঋণ প্রাপ্তির পর ধীরে ধীরে আর্থিক সচ্ছলতা আসতে থাকে। বর্তমানে প্রায় সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়"।* তিনি আরো যুক্ত করেন *"এই ঋণ আমাকে অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিয়েছে। আত্মনির্ভরশীল করেছে। স্বাবলম্বী করেছে। পরিবার ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। সর্বোপরি মৌলিক চাহিদা পূরণ করেছে।"*

তিনি জানান, এই ঋণ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তার উন্নতি দেখে গ্রামের বেকার নারীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং ঋণ নিয়ে সফল হচ্ছেন। আগে তার নিজস্ব কোনো আয় ছিল না। সকল কাজে স্বামীর উপর নির্ভর করতে হতো। তিনি বলেন, *"এখন তেমন কোনো সমস্যা নেই। সবাই বন্ধুত্ব করতে চায়। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য অনেকে অনুপ্রাণিত হয়"।*

তিনি বর্তমানে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে অনেক সাহায্য করে। পরিবারের সহযোগিতায় তিনি আজ সফল। তবে সময়ের সাথে সাথে চাহিদা বাড়ছে তাই অর্থনৈতিক প্রয়োজন বাড়ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি যুক্ত করেন, *যদি নিয়মিত ঋণ কার্যক্রম চলমান থাকে এবং লাভজনক স্কিমের বিপরীতে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তবে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব।"*

নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন, ঋণের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, লাভজনক স্কিমের বিপরীতে ঋণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, নিয়মিত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং মাতৃকেন্দ্রের সকল সদস্যকে ঋণের আওতায় আনতে হবে। তাহলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র আরও বেশি কার্যকর হবে।

৪.৫ কেস স্টাডি-৫

এলিনা বেগম, বয়স আনুমানিক ৫১ বছর। তিনি বর্তমানে ঢাকা জেলার, সাভার উপজেলার কাচারিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন গৃহিণী এবং মুদি দোকানি। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে ৩য় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে তার বাবা খোরশেদ মিয়া একই গ্রামের মজিবর রহমান (২২) এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। তখন তার স্বামী কোনো কাজ করতো না। কিডনিতে পাথর ছিল। অপারেশন করে বর্তমানে সুস্থ আছেন। বর্তমানে তিনি স্বামী ১ ছেলে, ছেলের বউ, ২ জন নাতি-নাতনি, ১ মেয়ে ও বৃদ্ধা শাশুড়িকে নিয়ে একটি টিনের বাড়িতে বসবাস করছেন। তার শাশুড়ির একটা চায়ের দোকান ছিল। দোকান

থেকে যা আয় হতো তা দিয়েই অনেক কষ্টে সংসার চলতো। তার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক ভালো ছিল না। তিনি বলেন, *"শাশুড়ির চায়ের দোকানের আয়ে সংসার চলতো না, স্বামীও কোনো কাজ করতো না। অনেক খারাপ ব্যবহার করতো, মারধর করতো। ছেলে মেয়ে নিয়ে খুব অসহায় হয়ে পড়ি। তখন মাতৃকেন্দ্রের ঋণ নিয়ে দোকানের কাজে লাগাই এবং ধীরে ধীরে সচ্ছলতা আসতে থাকে"। মাতৃকেন্দ্র থেকে তিনি পাঁচবারে মোট ৬৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়েছেন।*

ঋণ গ্রহণের পূর্বে মূলধনের অভাবে ব্যবসা পরিচালনায় সমস্যা হতো। ঋণ গ্রহণের পর দোকানটি বেশ বড় হয়েছে। চা বিক্রির পাশাপাশি অন্যান্য মালামাল বিক্রি করেন। ফলে তার ব্যক্তিগত আয়ের উৎস তৈরি হয়। এখন তার যা আয় হয় তা দিয়ে খুব ভালোভাবে চলে যায়। মেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারেন। তিনি বলেন *"ঋণ প্রদানের ৬০ দিন পর থেকে মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এতে মূলধন ব্যবসায় খাটানো সম্ভব হয়। ফলে বেশি সুবিধা হয়। তাছাড়া, কিছু সঞ্চয় করা যায়। প্রতি মাসে আমি ৪-৫ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পারি"।* তিনি জানান, ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে তার সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকতো। বাচ্চাদের কখনও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে পারেননি। আয়ের উৎস না থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করতে হতো।

ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে অর্থনৈতিক সকল চাহিদা পূরণ হতো না। সন্তানের লেখাপড়া, চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা কষ্টকর হতো। তিনি উল্লেখ করেন *"ঋণ প্রাপ্তির পর থেকে মৌলিক চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক সংকট নিরসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা, পুষ্টিকর খাবার, চিকিৎসা ব্যয় ইত্যাদি মেটানো সম্ভব হয়েছে"।*

তিনি জানান, এই ঋণ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তার উন্নতি দেখে গ্রামের বেকার নারীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং ঋণ নিয়ে সফল হচ্ছে। আগে তার নিজস্ব কোনো আয় ছিল না। তিনি বলেন "*অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছি। ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছি এবং পরিবারের সবাইকে খাওয়াতে পারছি। মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাতে সক্ষম হয়েছি। আমার মেয়ে এম.এ পড়ছে। . . . "*

তিনি বর্তমানে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে অনেক সাহায্য করে। পরিবারের সহযোগিতায় তিনি আজ সফল। মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় যেমন চিকিৎসা, বাসস্থান এবং পুষ্টিহীনতা এ সকল সমস্যার ও সম্মুখীন হতে হয় না আগের মতো। তিনি যুক্ত করেন *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা বাড়িয়ে ১,০০,০০০/- করলে ব্যবসা বাড়িয়ে বড় করতে পারলে আমি অর্থনৈতিকভাবে আরও বেশি উন্নতি করতে পারবো"।*

তিনি প্রত্যাশা করেন, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের অর্থের পরিমাণ বাড়ানো হবে, বাড়িয়ে এক লক্ষ টাকা করা হবে, এবং গৃহীত স্কিমের বিপরীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। তাহলে, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে।

৪.৬ কেস স্টাডি-৬

মিলন রাণী সরকার, বয়স অনুমান ২৯ বছর। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার, হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন গৃহিণী এবং টেইলারিং এর কাজ করেন। ৯ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তার বাবা দীপেন্দ্র সরকার তাকে বিপ্লব সরকার এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। তখন তার স্বামী কৃষি কাজ করতেন। বিয়ের পর স্বামীর উৎসাহে তিনি এইচএসসি পাশ করেন। সংসারের চাপে আর পড়তে পারেননি। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছেন।

বর্তমানে তিনি স্বামী ও এক ছেলে নিয়ে একটি আধা-পাকা বাড়িতে বসবাস করছেন। তার স্বামীর কৃষিকাজের আয় দিয়েই অনেক কষ্টে সংসার চলতো। এছাড়া, তিনি কিছু ছোট ছেলে-মেয়ে পড়াতেন। তার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক ভালো ছিল কোনো দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যে নেই। পরিবারে তার মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হয়। তারা দুজনে মিলেই যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে যখন তিনি সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। তিনি বলেন *"৩০,০০০/- ঋণ নেই ২০২১ সালে। মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকার মাধ্যমে ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে জানতে পারি। একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করি। আগে পুঁজির অভাবে সেলাই মেশিন ক্রয় করতে পারিনি"।* ফলে তার ব্যক্তিগত আয়ের উৎস তৈরি হয়।

তিনি জানান, ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে তার সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকত। বাচ্চাকে কখনও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে পারেননি। আর্থিক ব্যাপারে স্বামীর উপর নির্ভর করতে হতো। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। তিনি উল্লেখ করেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল। এখান থেকে ঋণ নিয়ে সেলাই এর কাজকর্ম করে বর্তমানে আর্থিকভাবে সচ্ছল"।* তিনি জানান, এই ঋণ তাকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে। অসহায় অবস্থায় পুঁজির অভাবে কিছু করতে পারছিলেন না। এখন তার পরিবারের দরিদ্রতা দূর হয়েছে। এখন আর কারো কাছে হাত পাততে হয় না। সকল চাহিদা মেটানোর পরও মাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারি। তিনি আরো যুক্ত করেন, *অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় পোশাক ও চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করতে পারছি। এখন পুষ্টির চাহিদাও পূরণ করতে পারি"।*

তিনি জানান, এই ঋণ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করেছে। তার উন্নতি দেখে অন্যান্যরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং ঋণ নিয়ে সফল হচ্ছে। আগে তার নিজস্ব কোনো আয় ছিল না। এখন নিজস্ব আয়ের উৎস হয়েছে এবং তার সক্ষমতা বেড়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, *" ঋণের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এর মাধ্যমে আমি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছি। তা দিয়ে মানুষের পোষাক তৈরি করে আমার নিত্য কাজের পরেও মাসিক আনুমানিক ১০-১২ হাজার টাকা করে আয় করতে পারছি"।*

তিনি বর্তমানে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। তার স্বামী তাকে অনেক সাহায্য করে। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি আজ সফল। তার এখন মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়। যেমন চিকিৎসা, বাসস্থান এবং পুষ্টিহীনতা সমস্যারও সমাধান হয়। তিনি যুক্ত করেন, *"আমার পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বা বেশি টাকা ঋণ দেওয়া হলে আমি বাজারে একটি দোকান করতে চাই। আর্থিক সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য ঋণের পরিমাণ ১,০০,০০০/-" টাকা হলে ভালো হয়। তাহলে আমি আরো মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারি"।*

তিনি প্রত্যাশা রাখেন নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে পল্লীমাতৃকেন্দ্র ঋণের অর্থ বৃদ্ধি করতে পারে, সেটা বাড়িয়ে এক লক্ষ টাকা করা দরকার। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা (এমব্রয়ডারী, জেন্টস গার্মেন্টস, ব্লক ও বাটিক)। তাহলে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা আরও বেশি উপকৃত হবে।

৪.৭ কেস স্টাডি-৭

রোকেয়া বেগম, বয়স অনুমান ৪৫ বছর। তিনি বর্তমানে সিলেট জেলার, বিশ্বনাথ উপজেলার ছত্রিশ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন গৃহিণী এবং তিনি হাঁস-মুরগি পালন করেন। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তিনি কখনও স্কুলে যাননি। এক এনজিও'র সহায়তায় শুধু নাম লেখা শিখেছেন। অল্প অল্প পড়তে পারেন এবং টাকা পয়সার হিসাব করতে পারেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তার বাবা মো. মতিউর রহমান তাকে একই গ্রামের মো. বদর উদ্দিন এর সাথে বিয়ে দেন। তার স্বামী মাছের চাষ করেন। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছেন।

বর্তমানে তিনি স্বামী চার ছেলে ৩জন মেয়ে নিয়ে স্বামীর একটি টিনের ঘরে বসবাস করছেন। পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত চেষ্টায় জায়গা কিনে বাড়ি বানানোর প্রস্তুতি চলেছে। তার স্বামীর মাছ চাষের আয় দিয়ে ৯ সদস্যের সংসার কোনো রকম খেয়ে না খেয়ে চলতো। এছাড়া, তিনি হাঁস-মুরগিও পালতেন। বর্তমানে হাঁস-মুরগির পাশাপাশি তিনি ও তার মেয়েরা নকশিকাঁথা সেলাই করেন তা দিয়ে সংসার ভালোই চলে। এছাড়া, ছেলেরাও এখন ভালো আয় করে। তার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক ভাল ছিল কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নেই। পরিবারে তার মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে তার সংসার চালাতে তিনি হিমশিম খাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে বিশ হাজার টাকা ঋণ পাই। প্রতিবেশীর কাছে জানতে পারি এ ঋণের কথা। ঋণের টাকা দিয়ে কিছু হাঁস-মুরগি ও নকশিকাঁথা সেলাই এর উপকরণ ক্রয় করি। বর্তমানে আমার প্রায় ৫০ টি হাস ও ২৫ টি মুরগী আছে। এছাড়া, মাসে ৪-৫ টি নকশীকাথা সেলাই করতে পারি"।* এভাবে তার ব্যক্তিগত আয়ের একটি ভালো উৎস তৈরি হয়।

তিনি জানান, ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে তার সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকত। বাচ্চাদের কখনও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে পারতেন না। প্রয়োজনীয় আয় না থাকায় স্বামীর উপর অনেক চাপ পড়তো। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। তিনি উল্লেখ করেন, *"এই ঋণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক চহিদা পূরণ হয়েছে। জীবন যাত্রার উন্নতি হয়েছে। মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়েছে। আমার মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পোশাকের চাহিদা ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়েছে"।* তিনি আরো যুক্ত করেন, *"এই ঋণ আমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। আয়ের উৎস তৈরি করেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সহায়তা করেছে। এখন আমার এই বড় পরিবারের সকল চাহিদা মেটানোর পরও কিছু সঞ্চয় করতে পারি। জায়গা কিনেছি বাড়ি বানানোর জন্য"।*

তিনি জানান, এই ঋণ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তার উন্নতি দেখে অনেক বেকার গ্রামীণ নারীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং ঋণ নিয়ে সফল হচ্ছে। আগে তার নিজস্ব কোনো আয় ছিলনা। সকল কাজে স্বামীর উপর নির্ভর করতে হতো। তিনি বলেন *"আগে ভালো কাপড়, ভালো খাবার ও ভালো থাকার জায়গাও ছিল না। হাস মুরগী ক্রয় করতে সমস্যা হতো এবং নকশিকাঁথার উপকরণ ও ক্রয় করতে অনেক সমস্যা হতো। ঋণ নিয়ে অর্থনৈতিক সংকট দূর হয়েছে"।* বর্তমানে আমার খাওয়া-পড়া থাকার কোনো সমস্যা নেই।

তিনি বর্তমানে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে অনেক সাহায্য করে। পরিবারের সহযোগিতায় তিনি আজ সফল। এখন মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়। পূর্বে চিকিৎসা, বাসস্থান এবং পুষ্টিহীনতা নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি উল্লেখ করেন, " *নিয়মিত মাতৃকেন্দ্রের ঋণ কার্যক্রম চালাতে হবে। কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে"।*

তিনি প্রত্যাশা করেন, নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে পল্লীমাতৃকেন্দ্র ভবিষ্যতে ঋণের অর্থের পরিমাণ বাড়াবে, স্কিমের বিপরীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে, নিয়মিত ঋণ প্রদান চালু রাখবে, স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কীম চালু করবে এবং তার বিপরীতে ঋণ দিবে। তাছাড়া, মাতৃকেন্দ্রের প্রতিটি সদস্য যেন ঋণ পায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিবে। তাহলে মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা আরও বেশি উপকৃত হবে।

৪.৮ কেস স্টাডি-৮

পিয়ারা বেগম, বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। তিনি বর্তমানে পটুয়াখালী জেলার, দশমিনা উপজেলার দশমিনা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন গৃহিণী এবং মৎস্য চাষি। এছাড়া, হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন করেন তিনি। এসএসসি পাশ করার পূর্বে তার বয়স যখন ১৫ বছর তখন তার বাবা তাজেম আলী হাওলাদার পারিবারিকভাবে নূর হোসেন হাওলাদারের সাথে ১৯৮৪ সালে বিয়ে দেন। তার স্বামী নূর হোসেন হাওলাদার রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। ১৯৮৬ সালে তার প্রথম

পুত্র সন্তানের জন্ম হয় এবং তিনি পরের বছর ১৯৮৭ সালে এসএসসি পাশ করেন। তার বড় ছেলে যখন ২০০০ সালে এসএসসি টেস্ট পরীক্ষা দেয় এমন সময় তার স্বামীর লাশ ঢাকা থেকে তার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো পিয়ারা বেগমের। স্বামী হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে ৩ ছেলেকে লেখা পড়া শিখান পিয়ারা বেগম। বর্তমানে তার তিন ছেলে, ছেলের বউ ও নাতি নাতনীদের সাথে নিয়ে একটি পাকা বাড়িতে বসবাস করছেন। স্বামীর মৃত্যুর সময় তার টিনের ঘর ছিল। তার স্বামীর আয়ে তাঁদের সংসার চলত। তিনি ১৯৯২ সালে সর্বপ্রথম ইউনিয়ন সমাজকর্মীর মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের কথা জানতে পারেন এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে ৩,০০০/- ঋণ নিয়ে একটি গাভি ক্রয় করেন। গাভীর দুধ বিক্রি করে তিনি ঋণ পরিশোধ করেন এবং কিছু টাকা সঞ্চয় করেন। এছাড়া, তিনি হাঁস-মুরগিও পালতেন। ১৯৯৭ সালে তিনি অবারও ঋণ নেন ৫,০০০/- টাকা। ঋণ নিয়ে তিনি পুনরায় গাভি ক্রয় করেন। হাঁস-মুরগির ডিম বিক্রি করে, গাভির দুধ বিক্রি করে এবং স্বামীর আয় থেকে কিছু সঞ্চয় করে ১১ শতাংশ জায়গা ক্রয় করে একটি পুকুর তৈরি করেন ১৯৯৯ সালে। কিন্তু ২০০০ সালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তার স্বামীর অকাল মৃত্যুতে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ছেলেদের নিয়ে তিনি অকূল পাথারে পড়েন। হাঁস-মুরগি পালন করে যা আয় হতো তা দিয়ে সংসার চলতো না। ছেলেদের লেখা পড়ার খরচ চালাতে পারতেন না। তিনি বলেন, *"স্বামীর মৃত্যুর পর মাঝ দরিয়ায় পড়ে যাই। কীভাবে জীবন চলবো কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না। পুঁজির অভাবে স্বামীর রেখে যাওয়া পুকুরে মাছ চাষ করতে পারছিলাম না। তখন পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে আবারও বার হাজার টাকা ঋণ নেই। ঋণ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করি পাশাপাশি হাঁস-মুরগিও পালন করতে থাকি।"* স্বামীর মৃত্যুর পর যখন তিনি সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন তিনি পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে ঋণ পান এবং মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন করেন। বর্তমানে তার বসত বাড়ি সংলগ্ন একটি পুকুর আছে। পুকুরের পাশেই হাঁস মুরগির খামার। প্রায় ৫০ টির বেশি হাস, ৩৫-৪০ টি মুরগী এবং ৪০-৫০ টি কবুতর আছে। দুটি গাভিও রয়েছে। ফলে তার ব্যক্তিগত আয়ের একটি ভালো উৎস তৈরি হয়েছে।

তিনি জানান, ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে তার সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকতো। বাচ্চাদের কখনও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে পারেননি। প্রয়োজনীয় আয় না থাকায় ছেলেদের লেখাপড়া চলত না। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। তিনি উল্লেখ করেন "*এই ঋণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক চহিদা পূরণ হয়েছে। জীবন যাত্রার উন্নতি হয়েছে। মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়েছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, পোশাকের চাহিদা ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়েছে"।* তিনি আরো যুক্ত করেন *"এই ঋণ আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। আয়ের উৎস তৈরি করেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সহায়তা করেছে। এখন আমি সকল চাহিদা মেটানোর পরও কিছু সঞ্চয় করতে পারি। জায়গা কিনে বাড়ি করেছি"*। তিনি জানান এই ঋণ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। বর্তমানে তিনি উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদিকা। তিনি সরকারিভাবে নেপাল, ভূটান, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারত সফর করেছেন। তার উন্নতি দেখে অনেক বেকার গ্রামীণ নারীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং ঋণ নিয়ে সফল হচ্ছে। আগে তার নিজস্ব কোনো আয় ছিল না। তিনি বলেন *"স্বামীর মৃত্যুর পর অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়। খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান হতো না। ঋণ নিয়ে অর্থনৈতিক সংকট দূর হয়েছে। আমার তিনটি ছেলে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে দুই ছেলে এনজিও তে ভালো পদে চাকরি করে আর এক ছেলের উপজেলা পরিষদের সামনে কম্পিউটার ও ফটোষ্ট্যাটের দোকান আছে। আমার ৩ ছেলের বউ ডিগ্রি পাশ। আল্লাহর মেহেরবাণীতে বর্তমানে আমার খাওয়া, পড়া, থাকা, চিকিৎসা ও পুষ্টির কোনো সমস্যা নেই"*। এই ঋণের মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে। সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সর্বোপরি তার ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়েছে। তিনি বর্তমানে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। তার ছেলে ও ছেলের বউরা তাকে অনেক সাহায্য করে। পরিবারের সহযোগিতায় তিনি আজ সফল। মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়। চিকিৎসা, বাসস্থান এবং পুষ্টিহীনতা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। তিনি যুক্ত করেন, "*নিয়মিত মাতৃকেন্দ্রের ঋণ কার্যক্রম চালাতে হবে। এই ঋণ নিয়ে আমার অর্থনৈতিক সংকট দূর হয়েছে। সকলের কাছে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলে আমার মতামতের গুরুত্ব দেয়"*।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র আরও অধিক কার্যকরী ভূমিকা পালনের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন, ঋণের অর্থের পরিমাণ বাড়ানো, সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করে ২ বছরে উন্নীত করা এবং সম্পাদিকার সম্মানী প্রদান করতে হবে। সম্পাদিকার সাথে সাথে মাতৃকেন্দ্রের সভানেত্রীর সম্মানী প্রদান করতে হবে। কারণ তার ভূমিকাও কম নয়। তাহলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র আরও কার্যকরী হবে।

৪.৯ ফোকাস দল আলোচনা-১

ফোকাস দল আলোচনাটি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, পবা, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকাসহ মাতৃকেন্দ্রের কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ছিল ৩২ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সেসকল বিষয় উদ্‌ঘাটন করা। ফোকাস দল আলোচনায় জানা যায়, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা নিজ বাড়িতে বসবাস করে। অধিকাংশের বাড়ি আধা পাকা। কয়েকজনের বিল্ডিং বাড়ি (ইটের তৈরি)। তারা সকলেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক ভালো।

তাঁদের পরিবার পুরুষ প্রধান। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পারিবারিক সকল কর্মকান্ডে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের মতামত নেয়। তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়। বিগত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের মধ্য থেকে ৫ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সমাজে তাঁদের মর্যাদা আছে। তাঁদের সাংগঠনিক যোগ্যতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী আছে। তারা আয়বর্ধনমূলক কাজ করায় পরিবারে তাঁদের অতিরিক্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব বেড়েছে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সম্পাদিকা বলেন- *“পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের ব্যবস্থাপনা ভালো। ঋণ নিয়ে আমরা কেউ গরু ক্রয় করে পালন করি, কেউ দোকানে (মোবাইল ব্যাংকিং) ব্যবহার করি, কেউ কৃষি কাজে ব্যবহার করি। আমরা প্রশিক্ষণ পাইনি। প্রশিক্ষণ পেলে উপকার বেশি হতো। আমাদের সদস্যদের সকলেই ৩০,০০০/- টাকা হারে ঋণ পেয়েছিল। ঋণের টাকা আমাদের উপকারে এসেছে। ঋণের টাকা’র কারণে পরিবারে আমাদের কদর ও সম্মান বেড়েছে”*।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আরেকজন সদস্য বলেন, “*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা পেয়ে আমাদের অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে। আমরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরন করতে পারছি। আমাদের চিকিৎসা, শিক্ষা বা গৃহায়ন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা নাই। আমাদের সদস্যদের অধিকাংশের সন্তান সংখ্যা ৩, ৪ জন। তবে, ১ টি সন্তান বা ২ টি সন্তানও রয়েছে। আমাদের বিনোদনের মাধ্যম হচ্ছে TV দেখা। কিন্তু সে সময় খুব কম পাওয়া যায়। পশু-পাখি পালন, সংসারের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়”*।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অপর একজন সদস্য বলেন, “*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ আমরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার করি। ঋণের টাকা ব্যবহার করে আমরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছি। আমরা উপকৃত হয়েছি। পরিবারের কাছে আমাদের সম্মান বেড়েছে। তবে, ঋণের পরিমাণ যদি বেশি হতো তাহলে বেশি উপকার হতো”*। আলোচনায় অংশগ্রহণ করা অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, “*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হয়ে আমরা ঋণ পেয়েছি। আমরা কোনো প্রশিক্ষণ পাইনি। আমাদের গ্রামে দুটি দলে মোট ১১ জন ঋণ পেয়েছেন। ঋণের টাকা নিয়ে যে যা কাজ জানে সে কাজে আমরা ব্যবহার করেছি। আমাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। চাহিদা অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং ৫০,০০০/- টাকা থেরেক ১,০০,০০০/- টাকা করলে ভালো হয়। ঋণের টাকা আমাদের সকলের উপকারে এসেছে”*।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সমস্যা এবং সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় সম্পর্কে ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন বলেন- *"গ্রামের আগ্রহী অন্যান্যদের সদস্য না করলে মনোমালিন্য হয়। ঋণের টাকা কম বেশি হলে সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে ঋণ কর্মদলের সদস্যদের সমানভাবে দিলে ভালো হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত, চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা নাই। গৃহায়ন সংক্রান্ত কোনো সমস্যাও আমাদের নাই। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য সংখ্যা বাড়ালে ভালো হয়। ঋণ দেওয়ার সময় আমাদেরকে ছোট পরিবার গঠন, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়"*।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন বলেন, *"নতুন নতুন কর্মস্থান সৃষ্টি করলে আমাদের উপকার হতো। সেলাই প্রশিক্ষণ, এমব্রয়ডারী, ব্লক-বাটিক, নকশিকাঁথা সেলাই এর প্রশিক্শণ দিলে আমাদের উপকার হতো। এতে আমাদের আয়ের পরিমাণ বাড়তো। আর আয়বৃদ্ধি পেলে আমাদের সক্ষমতা বাড়বে, পরিবারে আমাদের মূল্যায়ন আরো বৃদ্ধি পাবে"*। মূলত পল্লী মাতৃকেন্দ্র আরও কার্যকর করতে হলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়াতে হবে এবং তাঁদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে নারীরা পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হবে, তাঁদের আয় উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.১০ ফোকাস দল আলোচনা-২

ফোকাস দল আলোচনাটি মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের বিনোদপুর পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, সাংবাদিক এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সম্পাদিকাসহ কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ছিল ২৬ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সেসকল বিষয় উদ্‌ঘাটন করা। ফোকাস দল আলোচনায় জানা যায়, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের অধিকাংশ সদস্যরা আধা-পাকা বাড়িতে বসবাস করে। বিল্ডিং বাড়ির সংখ্যা কম। সদস্যদের কয়েকজন মাটির ঘরে বসবাস করে। তারা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তাঁদের পারিবারিক মেলামেশায় কোনো সমস্যা নাই। এই এলাকায় সনাতন ধর্মের লোকসংখ্যা বেশি। ভিটাবাড়ি নাই এমন কোনো সদস্য বিনোদপুর পল্লী মাতৃকেন্দ্রে নাই।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের সকলেই একক পরিবারভুক্ত। যৌথ পরিবারভুক্ত তোন সদস্য নাই। তাঁদের পরিবার পুরুষতান্ত্রিক। পরিবারের সদস্যগণ তাঁদের (পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য) মতামতকে গুরুত্ব দেয় এবং সম্মান করে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকা বলেন- *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থাপনা ভালো। পূর্বে ঋণের পরিমাণ একেবারেই কম ছিল। ঋণের টাকা দিয়ে সদস্যদের কেউ কাপড়ের ব্যবসা, কুটির শিল্প পণ্য তৈরীর জন্য বাঁশ-বেত ক্রয়, মিষ্টির প্যাকেট তৈরির কাঁচামাল ক্রয় করে মিষ্টির প্যাকেট তৈরি, ধান চালের ব্যবসা করে। এভাবে প্রত্যেকেরই উপকার হয়। আমাদের কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয় নাই। প্রশিক্ষণ দিলে বেশি উপকার হতো। ঋণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন"*।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করা আরেকজন সদস্য বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করেছে। অর্থনৈতিক সংকট তাঁদের অনেকাংশেই নিরসন হচ্ছে। কারণ, কারো কাছে চাইলে এ উপকার পাওয়া যেত না। তবে ঋণের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে ভালো হয়। কাজের পাশাপাশি তারা বিনোদনের জন্য টিভি দেখেন। তাঁদের বাড়িতে ডিশ লাইন (সংযোগ) আছে বলে জানান"*।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অপর একজন সদস্য বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ আমরা আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগাই। এতে আমাদের আয় বাড়ে। সংসারে উন্নতি হয়। আমাদের আয়বৃদ্ধি পাওয়ায় সংসারে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের জীবন ধারণের উন্নতি হচ্ছে*"।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করা অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, "*মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হয়ে আমরা ঋণ পেয়েছি। আমাদেরকে কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নাই। প্রশিক্ষণ দিলে আমরা আরও বেশি উপকৃত হতাম। প্রশিক্ষণ আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা আমাদের কাজে ব্যবহার করলে আরও বেশি আয় হতো। আমাদের জীবন যাত্রার মান আরও উন্নত হতো*"।

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অপর একজন সদস্য বলেন- "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের কর্মসংস্থান না থাকা একটা সমস্যা। আমাদেরকে বড় আয়ের সাথে সম্পৃক্ত করলে ভালো হয়। ঋণের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে আরও ভালো হয়। ঋণের পরিমাণ যদি ১,০০,০০০/- টাকা করা হয় তাহলে বেশি ভালো হয়। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে ২ বছর করলে ভাল হয়। সেইসাথে প্রশিক্ষণ দিলে আমরা আরও বেশি উপকৃত হতাম*"।

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সভানেত্রী বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য আরও বেশি পরিমাণে পরিশ্রম করতে হবে। সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে ৫০,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা করলে ভালো হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১ বছর হতে ২ বছর করতে হবে"।* মূলত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আরও বেশি উদ্যোগী হয়ে পরিশ্রম করতে হবে। তাঁদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ঋণের পরিমাণ এবং পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম আরও বেশি কার্যকর হবে এবং নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.১১ ফোকাস দল আলোচনা-৩

ফোকাস দল আলোচনাটি কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজিবপুর উপজেলাধীন রাজিবপুর সমাজকল্যাণ সংগঠন এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, এজিও কর্মী এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকাসহ মাতৃকেন্দ্রের কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ছিল ২৯ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সেসকল বিষয় উদ্‌ঘাটন করা। ফোকাস দল আলোচনায় জানা যায়, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা নিজ বাড়িতে বসবাস করে। অধিকাংশের বাড়ি আধা পাকা। কয়েকজনের বাড়িতে টিনের ঘর। তারা সকলেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো।

তাঁদের পরিবার একক পরিবার। পরিবার প্রধান পুরুষ। তাঁদের বিবাহের পর পরই পৃথকভাবে সংসার শুরু করে। তাঁদের সাংগঠনিক যোগ্যতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী আছে। তারা আয়বর্ধনমূলক কাজ করায় পরিবারে তাঁদের অতিরিক্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের মূল্যায়ন করে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সম্পাদিকা বলেন- *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের ব্যবস্থাপনা ভালো। ঋণের টাকা ব্যবহারে ক্ষেত্রে তাঁদের স্বাধীনতা আছে। এ ক্ষেত্রে কাউকে কোনো বিষয় চাপিয়ে দেয়া হয় না। ঋণ নিয়ে আমরা কেউ হাস-মুরগী পালন, কেউ কেউ সেলাই এর কাজ, কেউ জমি চাষ, কেউ কাঁচা মালের ব্যবসার কাজে ব্যবহার করি। সর্বশেষ আমাদের কেন্দ্রে ঋণ দেওয়া হয় ১৯৯৯ সালে। আমরা ঋণ পরিশোধের পর আমাদেরকে আর কোনো ঋণ দেওয়া হয়*

নাই। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আজ কাল করে শুধু সময় পার করেছে"। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আরেকজন সদস্য বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা আমাদের অনেক উপকারে এসেছে। ঋণের টাকা আমাদের জীবন মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা মোটামুটি পুরন হয়। বিনোদনের সাথে আমরা তেমন সম্পৃক্ত নয়। তবে আমাদের সন্তানদের জন্য পার্কসহ খেলা-ধুলার সুযোগ আছে"*।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন ইউপি সদস্য বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ সুদমুক্ত হওয়ায় অনেকেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করেন না। তাছাড়া, পল্লী মাতৃকেন্দ্র বাস্তবায়ন কমিটিতে স্থানীয় সরকারের কোনো প্রতিনিধি নাই। কমিটিতে মহিলা সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ঋণের কিস্তি আদায় আরও সহজ হবে। তাছাড়া, এ ঋণ যেহেতু জামানত বিহীন সেক্ষেত্রে গ্যারান্টার হিসেবে স্থানীয় ইউপি সদস্য (মহিলা মেম্বার হলে ভালো হয়, যেহেতু উপকারভোগী সকলে মহিলা) অথবা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি হলে ঋণের অর্থ আদায় সহজ হবে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা উপকৃত হচ্ছে। পরিবারে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে"।* আলোচনায় অংশগ্রহণ করা অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, *"শুরুর দিকে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে ২০০২ সালে সর্বশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সেলাই এর মাধ্যমে আমরা আমাদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আমাদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পেরেছি। তবে, প্রশিক্ষণ সকলকে দেওয়া হয় নাই। সকল সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিলে আরও ভালো হবে"*।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সমস্যা এবং সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় সম্পর্কে ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন বলেন- *"আমাদের এলাকার রাস্তাঘাট একটা বড় সমস্যা। রাস্তাগুলি একবারেই সরু। একটা অটো রিকশা চললে অন্যটি যেতে পারে না। সংসারে পর্যাপ্ত আয় উপার্জন নাই। আয় উপার্জনের সুযোগ বাড়লে ভালো হয়। বাড়ি ঘরের কোনো সমস্যা নাই। শিশুদের কোনো সমস্যা নাই। আয় উপার্জন বাড়লে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। এ ক্ষেত্রে ঋণের টাকা ৫০,০০০/- টাকা দিলে ভালো হয়। তবে কারো ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/- হলে ভালো হয়"*।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন বলেন, *"ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। নিয়মিত ঋণ দিতে হবে। ঋণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। গবাদি পশু পালন স্কিমের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সময় ১ বছর ৬ মাস করতে হবে। হাস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে, কৃষিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে এক বছর ঠিক আছে। কর্মদল সদস্যদের সঞ্চয় ৫০ টাকা থেকে ১০০/- করতে হবে"*। মূলত পল্লী মাতৃকেন্দ্র আরও কার্যকর করতে হলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়াতে হবে এবং তাঁদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কমিটিতে ইউপি সদস্য/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে, নারীরা পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হবে, তাঁদের আয় উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.১২ ফোকাস দল আলোচনা-৪

ফোকাস দল আলোচনাটি জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, সাংবাদিক এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সম্পাদিকাসহ কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ছিল ২৯ থেকে ৫২ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কিভাবে কার্যকর করা যায় সেসকল বিষয় উদ্‌ঘাটন করা। ফোকাস দল আলোচনায় জানা

যায়, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের অধিকাংশ সদস্যরা নিজ বাড়িতে বসবাস করে। অধিকাংশের বাড়িতে টিনের ঘর। তারা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ তেমন নাই বললেই চলে।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের সকলেই একক পরিবার ভুক্ত। যৌথ পরিবারভুক্ত তেমন কোনো সদস্য নাই। তাঁদের পরিবার পুরষ তান্ত্রিক। তবে মাঠ-ঘাটের কাজ-কর্ম নারীরাই সম্পাদন করে। কৃষি কাজ থেকে বাজার ঘাট সকল ধরনের কাজই নারীরা করে। তারা সংগঠনের সাথে থাকতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করে। পরিবারের সদস্যগণ তাঁদের (পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য) মতামতকে গুরুত্ব দেয় এবং সম্মান করে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সম্পাদিকা বলেন- *"মাঠ-ঘাটের কাজ-কর্ম নারীরাই সম্পাদন করে। কৃষি কাজ থেকে বাজার ঘাট সকল ধরনের কাজই নারীরা করে। তারা সংগঠনের সাথে থাকতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করে। পরিবারের সদস্যগণ আমাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয় এবং সম্মান করে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ নিয়ে আমরা গবাদি পশু, হাস-মুরগী পালন, ছাগল পালন করি। আাদের মধ্যে কিছু সদস্য মহিলা বিষয়ক অফিস থেকে সেলাই এবং ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেরাও সে কাজ করে এবং তারা বেশ কয়েকজন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তারাও সেলাই এবং ব্লক বাটিকের কাজ করে আয় উপার্জন করছে। উপজেলা সমাজসেবা অফিস থেকে আমাদের কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয় নাই। প্রশিক্ষণ দিলে বেশি উপকার হতো। ঋণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ সবচেয়ে বেশি জরুরি*'।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করা আরেকজন সদস্য বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা ব্যবহার করে আমরা হাস-মুরগী এবং গবাদি পশু পালন করে আমাদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারছি। আমাদের কেউ কেউ কাচা মালের ব্যবসা করেন। তারাও এ ছোট ব্যবসা করে সফল হয়েছেন"*। তিনি আরও উল্লেখ করেন, "*ঋণ পরিশোধের মেয়াদ এক বছর ঠিক আছে। তবে, ঋণের পরিমাণ ৫০,০০০/- টাকা হতে ১,০০,০০০/- হলে ভালো হয়"*।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অপর একজন সদস্য বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ আমরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার করি। এতে পরিবারের মাঝে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি পায়। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আমাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়। আমরা অতিরিক্ত আয় করে পরিবারে অর্থের জোগান দিতে পারি"*।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করা অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হয়ে আমরা ঋণ পেয়েছি। কিন্তু আমাদেরকে কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নাই। প্রশিক্ষণ আমাদের খুবই প্রয়োজন। আমাদেরকে সেলাই, হাতের কাজের প্রশিক্ষণ, ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ দিলে আমরা আরও বেশি উপকৃত হতাম"*।

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অপর একজন সম্পাদিকা বলেন- "*আমাদের সামাজিক কোনো সমস্যা নাই। আমাদের পারিবারিক তেমন কোনো সমস্যাও নাই। স্বাস্থ্যগত সমস্যাও তেমন নাই। তবে, বর্ষাকালে (বন্যা কবলিত এলাকা) যাতায়াতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সমস্যা হয়। আমাদের এলাকায় বন্যা হলে গবাদি পশু কম দামে বিক্রি করে দিতে হয়। তখন লাভ কম হয়। পূর্বে আমরা সম্পাদিকার সম্মানী পেতাম। এখন দুই একজনকে সম্মানী দেওয়া হয়। সম্মানী সকলকে দিলে ভালো হয়"*।

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী পল্লী মাতৃকেন্দ্রের আরেকজন সদস্য বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে বাড়িয়ে ১,০০,০০০/- টাকা করলে ভালো হয়। ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করতে হবে। সেক্ষেত্রে এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে এক বছর ৬ মাস করলে ভালো হয়"।* মূলত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১ বছর থেকে বাড়িয়ে ১ বছর ৬ মাস করতে হবে এবং তাঁদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাহলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম আরও বেশি কার্যকর হবে এবং নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.১৩ ফোকাস দল আলোচনা-৫

ফোকাস দল আলোচনাটি ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সহকারী সমাজসেবা অফিসার, ফিল্ড সুপারভাইজার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, কারিগরি প্রশিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, সাংবাদিক এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সম্পাদিকা, এবং কয়েকজন পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ছিল ৩২ থেকে ৫৬ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সেসকল বিষয় উদ্‌ঘাটন করা। ফোকাস দল আলোচনার অধিকাংশই বলেন নারীদের ক্ষমতায়ন, তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম গুরত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। কার্যক্রমটি অনেক পূর্ব থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের ঋণের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি, ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, এবং মনিটরিং জোরদার করা হলে এ কার্যক্রম আরও বেশি কার্যকর হবে।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, "*১৯৭৫ সাল থেকে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকলেই তাঁদের নিজ বাড়িতে (স্বামীর বাড়িতে) বসবাস করে। এ কার্যক্রমটি অনেক পুরাতন একটি কার্যক্রম। পূর্বে এ কার্যক্রমের প্রতিটি কেন্দ্রের সম্পাদিকাদের সম্মানী প্রদান করা হতো। তখন কার্যক্রমটি বেশ জমজমাট ছিল। নিয়মিত ঋণ বিতরণ ও আদায় হতো। এ ঋণের পরিমাণ ছিল খুবই কম। সম্প্রতি এ কার্যক্রমটি পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের ন্যায় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৫,০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তবে, এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। যদি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয় তাহলে এ কার্যক্রমের উপকারভোগী উদ্যোক্তা নারীরা আরও বেশি উপকৃত হবে। তারা নিজেদের ভাগ্য দ্রুত পরিবর্তন করতে পারবে"।*

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সম্পাদিকা বলেন, "*পূর্বে আমাদেরকে প্রতি মাসে সম্মানী দেয়া হতো। বেশ কিছুদিন যাবৎ সে সম্মানী আর আমরা পাচ্ছি না। আমরা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে মাতৃকেন্দ্রের সভা করতাম। সভায় আমাদের কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা হতো। আলাপ আলোচনার ফাঁকে মাসিক কিস্তি তুলে আমরা অফিসে পৌঁছে দিতাম। বেশ কিছুদিন যাবৎ ঋণ প্রদান করা হচ্ছে না। এই ঋণের মাধ্যমে আমাদের অনেকের উন্নতি হয়েছে। আমরা আমাদের সংসারের কাজের পাশাপাশি ছাগল পালন, হাস-মুরগী পালন করে আমাদের মাতৃকেন্দ্রের অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছেন*"।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অপর একজন সদস্য বলেন, "*এ কার্যক্রমে চাহিদামতো ঋণ পাওয়া যায় না। শুনেছি এনজিও থেকে চাহিদামতো ঋণ পাওয়া যায়। কিন্তু এনজিও'র দেয়া ঋণে সুদের হার অনেক বেশি। যেকারণে, ভয়ে সেখান থেকে ঋণ নিতে সাহস পাই না। সমাজসেবা অফিস থেকে যদি ঋণের টাকা বাড়িয়ে দিতো তাহলে আমরা আরও বেশি উপকৃত হতাম। আমরা অল্প ঋণ দিয়ে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি গাভি পালন করে আজ নিজের আয়ের একটা উৎস খুঁজে পেয়েছি। ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে এক লাখ করা হলে সেটা দিয়ে ষাঁড় গরু কিনে লালন পালন করে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারতাম"।* দলীয় আলোচনায় মাতৃকেন্দ্রের অপর একজন সম্পাদিকা বলেন, *"মাতৃ কেন্দ্রের ঋণের টাকা আমাদের সকলেই আয়বর্ধনমূল কাজে ব্যবহার করেছে। তাঁদের মধ্যে কেউ হাস-মুরগী পালন, কেউ ছাগল পালন, কেউ গাভি পালন করছে। একটি বড় গাভি কিনতে প্রায় লাখ টাকা প্রয়োজন। যাদের আগে থেকে কিছু পুঁজি ছিল তারা বড় কাজে (গাভি পালন) ব্যবহার করতে পারে। কেউ সেলাই এর কাজ করে। তারা যদি বেশি করে ঋণ পেতো তাহলে তারা সেলাই এর পাশাপাশি কিছু কাপড় কিনতে পারলে তাঁদের আয়ের পরিমাণ আরও বাড়তো"।*

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন সাংবাদিক বলেন, *"আমাদের গ্রামঞ্চলের অধিকাংশই বাড়িতে হাস-মুরগী পালন করে। সেই হাস-মুরগী ঋণের টাকা ব্যয়ে ক্রয় দেখায় কিনা? এ বিষয়ে কঠোর মনিটরিং করা প্রয়োজন। তাহলে প্রকৃত অর্জন পরিমাপ করা যাবে। তবে, সকলেই যে পূর্বের গৃহপালিত পশু-পাখিকে ঋণের টাকায় পশু-পাখি পালন দেখায় সেটি আবার নয়। অনেকেই ছোট আকারে খামার গড়ে তুলে লাভবান হচ্ছে"* ।

দলীয় আলোচনায় পল্লী মাতৃকেন্দ্রের অপর একজন সম্পাদিকা বলেন, *"আমাদের কেন্দ্রের অনেকেই হাস-মুরগী পালন করে। কেউ ছাগল ভেড়া পালন করে। ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি যদি আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো তাহলে হাস মুরগী থেকে আমরা বেশি লাভবান হতাম। আমাদের মধ্যে একজন মহিলা বিষয়ক অফিসের মাধ্যমে দর্জির প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এ রকম আমরাও যদি প্রশিক্ষণ পেতাম তাহলে আমরা আরও বেশি উপকৃত হতাম"*।

এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, পল্লী মাতৃকেন্দ্র আরও বেশি কার্যকর করতে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, ঋণের পাশাপাশি ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন, এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের মনিটরিং আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

৪.১৪ ফোকাস দল আলোচনা-৬

ফোকাস দল আলোচনাটি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, সাংবাদিক এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সম্পাদিকাসহ কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ছিল ২৯ থেকে ৫২ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কিভাবে কার্যকর করা যায় সেসকল বিষয় উদ্‌ঘাটন করা। ফোকাস দল আলোচনায় জানা যায়, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের অধিকাংশ সদস্যরা নিজ বাড়িতে বসবাস করে। অধিকাংশের বাড়ি আধা-পাকা। কয়েকজনের বাড়িতে টিনের ঘর, কয়েকজনের বিল্ডিং বাড়ি, আবার কয়েকজন মাটির ঘরে বসবাস করে। তারা সকলেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ভালো।

তাঁদের পরিবার পুরষতান্ত্রিক। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের সকলেই একক পরিবারভুক্ত। সমাজে তাঁদের মর্যাদা আছে। তাঁদের সাংগঠনিক যোগ্যতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী আছে। তারা আয়বর্ধনমূলক কাজ করায় পরিবারে তাঁদের অতিরিক্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব বেড়েছে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সম্পাদিকা বলেন- *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ নিয়ে আমরা কেউ গরু, ছাগল, হাস-মুরগী পালন করি। আাদের মধ্যে কিছু সদস্য দর্জির কাজ করে। কেউ কৃষি কাজে ব্যবহার করেছে আবার কেউ ঋণের টাকা সন্তানের পড়াশুনার কাজে ব্যবহার করেছে যাদের অন্য আয়ের উৎস আছে। কেউ পরিবারের জরুরি প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করেছে"*।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করা আরেকজন সদস্য বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা আমাদের জীবনমান উন্নয়নে অনেকটাই সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আবার অর্থনৈতিক সংকট নিরসনেও ভূমিকা পালন করছে। ঋণের টাকা ব্যবহার করে যে অতিরিক্ত আয় হয় তা আমাদের পারিবারিক নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরণে, চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে সহায়ক ভূমিকা পালন করে"*। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অপর একজন সদস্য বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ আমরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার করি। আমাদের কেউ গাভি পালন করে, ছাগল পালন করে, কেউ হাস-মুরগী পালন করে, কেউ সবজি চাষ করে। আবার কেউ মুদি দোকানে ব্যবহার করে। ঋণের টাকা হতে অতিরিক্ত আয়ের ফলে পরিবারের মাঝে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি পায়"*।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করা অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হয়ে আমরা ঋণ পেয়েছি। আমাদেরকে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ২ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ট্রেড ভিত্তিক কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয় নাই। সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে আমরা আরও বেশি উপকৃত হতাম"*।

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অপর একজন সম্পাদিকা বলেন- *"আমাদের মধ্যে কিছু গোঁড়ামি এখনও আছে। যেমন: ছোটখাটো অসুখ-বিসুখে আমাদের অনেকেই হাসপাতালে যায় না, মাতৃত্বকালীন সময়েও অনেকে হাসপাতাল মুখি হতে চায় না। সচেতনতা আরও বাড়াতে হবে। অন্য কোনো সামাজিক সমস্যা নাই। খাদ্য সংক্রান্ত বা স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত তেমন কোনো সমস্যা নাই। আমাদের প্রয়োজনমতো আয় করতে হলে ঋণের টাকা আরও বাড়াতে হবে। কারো ক্ষেত্রে ৫০,০০০/- টাকা ঠিক আছে। তবে, আমনা অধিকাংশ যেমন প্রত্যাশা করি তাতে ঋণের পরিমাণ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করলে ভালো হয়"*।

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আরেকজন বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে বাড়িয়ে ১,০০,০০০/- টাকা করলে ভালো হয়। ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করতে হবে। সদস্যদের মাঝে সচেতনতা আরও বাড়াতে হবে। সম্পাদিকাদের সম্মানির চালুসহ সম্মানির পরিমাণ বাড়াতে হবে"।* মূলত পল্লী মাতৃকেন্দ্র আরও কার্যকর করতে হলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১ বছর থেকে বাড়িয়ে ১ বছর ৬ মাস করতে হবে এবং তাঁদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে নারীরা পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী এবং নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.১৫ ফোকাস দল আলোচনা-৭

ফোকাস দল আলোচনাটি সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকাসহ মাতৃকেন্দ্রের কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ছিল ৩৪ থেকে ৫৪ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায়, সেসকল বিষয় উদ্‌ঘাটন করা। ফোকাস দল আলোচনায় জানা যায়, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা নিজ বাড়িতে বসবাস করে। অধিকাংশের বাড়ির ঘর টিনের চালা দিয়ে তৈরী। তারা সকলেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো।

তাঁদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। পূর্বের তুলনায় পরিবারে তাঁদের গুরুত্ব বেড়েছে। পরিবারে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের আয় বেড়েছে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা তাঁদের ঋণের টাকা দিয়ে সিএনজি ক্রয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি কাজ, গাভি পালন, সবজি চাষ, মাছ চাষ, হাস-মুরগী, গবাদি পশু পালন প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করে। এভাবে তারা তাঁদের আয়বৃদ্ধি করেছে। আয়বৃদ্ধি করে তারা পরিবারকে সহায়তা করছে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সম্পাদিকা বলেন- "আমাদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। পূর্বের তুলনায় পরিবারে আমাদের গুরুত্ব বেড়েছে। পরিবারে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের আয় বেড়েছে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা দিয়ে সিএনজি ক্রয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি কাজ, গাভি পালন সবজি চাষ, মাছ চাষ, হাস-মুরগী, গবাদি পশু পালন প্রভৃতি কাজে আমরা ব্যবহার করছি। এভাবে আমাদের আয়বৃদ্ধি হয়েছে। আয়বৃদ্ধি করে আমরা আমাদের পরিবারকে সহায়তা করছি"। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আরেকজন সদস্য বলেন, "পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা পেয়ে আমাদের মৌলিক চাহিদা পুরন হচ্ছে। ঋণের টাকা ব্যবহার করে আমরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরন করতে পারছি। কাজের ফাঁকে আমরা গল্প গুজব করি, টিভি দেখি।

প্রতি সপ্তাহে আমরা মিটিং করি। মিটিং এ আমাদের পারস্পরিক কুশলাদি বিনিময় করি। বিভিন্ন রকম পরামর্শ করি"।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অপর একজন সদস্য বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা আমরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার করি। ঋণের টাকা আমরা কখনও দৈনিক বাজারের কাজে ব্যবহার করি না। আমরা ঋণের টাকা ব্যবহার করে আমাদের আয়ের পরিমাণ বাড়াই*"।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করা অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হয়ে আমরা ঋণ পেয়েছি। আমরা কোনো প্রশিক্ষণ পাইনি। উপজেলার সরকারি কোনো অফিসের মাধ্যমেও আমার কোনো প্রশিক্ষণ পাইনি। আমাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। চাহিদা অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়ানো দরকার*"।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন বলেন- *"আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত বা চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা নাই। গৃহায়ণ সংক্রান্ত কোনো সমস্যাও আমাদের নাই। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য সংখ্যা বাড়ালে ভালো হয়। ঋণ দেওয়ার সময় আমাদেরকে ছোট পরিবার গঠন, হাস-মুরগ্রী পালন, গবাদি পশু পালন এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়"*।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন বলেন, "পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা ১,০০,০০০/- করলে ভালো হয়। সেইসাথে ঋণের টাকা ব্যবহারের জন্য ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিলে আরও ভালো হতো। ঋণের টাকা পরিশোধের সময়সীমা বাড়ালে ভালো হয়। গরু/গাভি পালন স্কিমের ঋণ পরিশোধের কিস্তি ১ বছর পরে শুরু করলে বেশি উপকার হতো। হাস-মুরগী ও ছাগল পালন স্কিমের ঋণের কিস্তি পরিশোধ ৬ মাস পরে শুরু করলে ভালো হয়"। মূলত পল্লী মাতৃকেন্দ্র আরও কার্যকর করতে হলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়াতে হবে এবং তাঁদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। গরু/গাভি পালন স্কিমের ঋণ পরিশোধের কিস্তি ১ বছর পরে, এবং হাস-মুরগী ও ছাগল পালন স্কিমের ঋণের কিস্তি পরিশোধ ৬ মাস পরে শুরু করলে ভালো হবে। তাহলে নারীরা পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হবে, তাঁদের আয় উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.১৬ ফোকাস দল আলোচনা-৮

ফোকাস দল আলোচনাটি উপজেলা পরিষদ, দশমিনা, পটুয়াখালীর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকাসহ মাতৃকেন্দ্রের কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ছিল ২৯ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সেসকল বিষয় উদ্‌ঘাটন করা। ফোকাস দল আলোচনায় জানা যায়, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা নিজ বাড়িতে বসবাস করে। অধিকাংশের বাড়িতে টিনের চালা বিশিষ্ট ঘর। সকলেই নিজ বাড়িতে বসবাস করে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো। তারা সকলেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পরিবার পুরুষতান্ত্রিক। তাঁদের পরিবার প্রধান পুরুষ। সমাজে তাঁদের অবস্থান অনেক দৃঢ়। তাঁদেরকে সকলেই সম্মান করে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নেয়। পরিবারের মধ্যে তাঁদের সম্মান আছে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের মতামতের গুরুত্ব দেয়।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সম্পাদিকা বলেন- *"আমাদের পরিবার পুরুষতান্ত্রিক পরিবার। আমাদের পরিবার প্রধান পুরুষ। সমাজে আমাদের অবস্থান অনেক ভালো। আমাদেরকে সকলেই সম্মান করে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আমাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়। পরিবারের মধ্যে অবস্থান আছে, সম্মান আছে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আমাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়"*।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আরেকজন সদস্য বলেন, "পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা পেয়ে আমাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করেছে। আর্থিকভাবে আমরা লাভবান হয়েছি। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি চিকিৎসা ব্যয় মিটছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও আমাদের কোনো সমস্য নাই। আমরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরন করতে পারছি। আমাদের চিকিৎসা, শিক্ষা বা গৃহায়ন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা নাই। আমাদের সন্তান সন্ততি নিয়মিত স্কুল, কলেজে যায়। আমরা অবসরে বাউল গান শুনতে বেশি পছন্দ করি । পাশা পাশি আমরা টিভি দেখি"।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অপর একজন সদস্য বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৬০ এর অধিক। আমাদের কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসা করে, কেউ গাভি পালন করে, কেউ হাঁস-মুরগির খামার করেছে। কেউবা আবার মুদি দোকান করেছে। আমাদের মধ্যে কেউ ছাগল পালন করছে। কেউ সেলাই মেশিন এর কাজ করে, কেউ মৎস্য চাষ এর কাজে ঋণের টাকা ব্যবহার করছে। আমাদের যে যে কাজেই ব্যবহার করুক না কেন সেটা আমাদের অনেক উপকারে এসেছে"।*

আলোচনায় অংশগ্রহণ করা অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা আমরা আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করি। ঋণের টাকা আমাদের ঘাটতি পুরন করে আমাদের স্কীম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছে"*।

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন বলেন, *"আমরা সমাজসেবা অফিস থেকে ঋণ পেয়েছি। কিন্তু ঋণের টাকা ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ পাইনি। যদি আমাদেরকে ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো তাহলে সবচেয়ে বেশি উপকার হতো। ঋণের টাকা বৃদ্ধি করা হলে আরও বেশি উপকার হতো। আমাদের আয় ইনকামও বেশি হতো। আমরা বেশি লাভবান হতাম"*।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করা অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, *"আমরা সামাজিকভাবে সচেতন আছি। আর্থিক অনটন নেই। তবে চাহিদা অতিরিক্ত আছে। গৃহায়ন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা আমাদের নাই। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে ভালো হয়। ঋণের পরিমাণ ৫০,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করলে ভালো হয়। ঋণের টাকা পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২ বছর করলে ভালো হয়। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা আমরা আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করি। ঋণের টাকা আমাদের ঘাটতি পুরন করে আমাদের স্কীম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছ"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে উপস্থিত একজন সাংবাদিক বলেন *"ঋণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে ঋণের টাকা তারা দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারবে। সম্পাদিকার সম্মানী পুনরায় চালু করা হলে তারা আরও আগ্রহী হবে। কেন্দ্রের সদস্যরা ঋণের টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করছে কিনা এ বিষয়ে মনিটরিং বাড়াতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ আরও কার্যকর করতে হলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে"*। মূলত পল্লী মাতৃকেন্দ্র আরও কার্যকর করতে হলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়াতে হবে এবং তাঁদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মনিটরিং বাড়াতে হবে। তাহলে নারীরা পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হবে, তাঁদের আয় উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.১৭ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-১

নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, পবা, রাজশাহী এর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, মো: জাহিদ হাসান এবং ইউনিয়ন সমাজকর্মী মো: ইয়াকুব আলী সরকার-এর সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার *পল্লী মাতৃকেন্দ্রের গঠন সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন "কর্মদল গঠন, সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া, কর্মদল গঠন প্রক্রিয়া নীতিমালা অনুযায়ী করা হচ্ছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথেষ্ট বাস্তবসম্মত কিন্তু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না যুক্তিসংগত কারণে। দল গঠন করার পর ঋণের অর্থ যাতে সদস্যরা সঠিকভাবে ব্যবহার করে সেজন্য উপজেলা সমাজসেবা অফিসের মনিটরিং বেশি প্রয়োজন। তাঁদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে অন্যান্য উপজেলা কার্যালয়ের সমন্বয় করা প্রয়োজন"*।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"মাতৃকেন্দ্রের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক, পরিবারের সিদ্ধান্ত পুরুষই নিয়ে থাকেন। যে সমস্ত নারীরা ঋণ নিয়ে সফল হয়েছেন তাঁদের পরিবারে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।"* ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্য হওয়ায় তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি পাচ্ছে এমনকি নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে থাকছেন"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থা, ঋণের ব্যবহার, এবং ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সুদমুক্ত ঋণের বিনিময়ে দরিদ্র ও অবহেলিত নারীদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এ ঋণ সাধারণত গরু পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ, মুরগির খামার, মৎস্য চাষ, সবজি চাষ, দোকান ব্যবসা ইত্যাদি খাতে ব্যবহার হয়ে থাকে।"* এই ঋণের মাধ্যমে তারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ, কর্মদল সস্যদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক সংকট নিরসন, নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ, চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ এমনকি তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে সকল ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের আয়বর্ধক করে তুললে তারা সফল হতে পারবেন বলে আমি মনে করি"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ, ঋণের ব্যবহার এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। তবে, মাতৃকেন্দ্রের ঋণ নিয়ে তারা নিজেরা সাবলম্বী হচ্ছেন। তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আস্তে আস্তে তারা ছোট পরিবারের দিকে যাচ্ছে"*। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ছোট-বড় ক্রয়ের সক্ষমতার বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা তাঁদের মৌলিক প্রয়োজনীয় এমন কিছু ক্রয় করতে পারেন, কোনো বাধা আসে না। সমস্যা এবং সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আর্থিক সংকট ব্যতিত তেমন কোনো সমস্যা নাই। প্রত্যেকের নিজস্ব বাড়ি ঘর আছে। তারা উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে। গ্রামের স্কুল, কলেজ থেকে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তবে পুষ্টি বিষয়ক সতেনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ পরিশোধের কিস্তি বৃদ্ধি করে তাঁদের ঋণ প্রদান সহজ করা যেতে পারে। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা করা যেতে পারে। ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে তারা ঋণের অর্থ যথযাথভাবে ব্যবহার করে তাঁদের আয়ের পরিমাণ আরও বাড়াতে পারবে"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং উন্নয়নে ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বেশি বেশি আয়বর্ধক করে গড়ে তুলতে হবে তাহলে তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও গৃহায়ন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব"।*

নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নারীদের শিশু আইন বিষয়ে জ্ঞাত করা এবং নারীদের শিক্ষা সহায়তার ও ব্যবস্থা করা"*। এছাড়া, নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাছাড়া, সরকারিভাবে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলে তাঁদের ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে ঋণ দেওয়া যাবে। এভাবে তারা তাঁদের আয়বৃদ্ধি করতে পারবে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.১৮ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-২

নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মহম্মদপুর, মাগুরা এর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মো: আব্দুর রব এবং ইউনিয়ন সমাজকর্মী, মো:জুলফিকার আলী-এর সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়। উপজেলা সমাজসেবা অফিসার পল্লী মাতৃকেন্দ্রের গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন। তিনি মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পারিবারিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা নিয়েও কথা বলেন। তিনি জানান, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের অধিকাংশের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক ও খ শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ তাঁদের বার্ষিক গড় আয় ১,০০০/ টকা হতে ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। পরিবারে নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদারিত্ব থাকলেও অধিকাংশ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পরিবারের প্রধান পরিবারের পুরুষ সদস্য। তবে মাতৃকেন্দ্রের কার্যক্রমের প্রভাবে পারিবারিক ও সামিাজিক অবস্থানে, নেতৃত্বে, সাংগঠনিক যোগ্যতায় ও পরিবারে তাঁদের মতামত প্রকাশের ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থা, ঋণের ব্যবহার, এবং ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন স্কীমে যেমন: গবাদি পশু পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি কাজ ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করা হয়। স্কিমের টাকার পরিমাণ ৫,০০০-৫০,০০০/- টাকা। বর্তমান সার্ভিস চার্জ ৫% "*। ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন *"ঋণ গ্রহীতারা ঋণের টাকা তাঁদের আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজে ব্যবহার করে। তারা সেলাই করে, পাটি বুনে, বাটিকের কাজ করে এবং বাঁশ-বেতের কাজ করে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ, কর্মদল সস্যদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক এ বিষয়ে ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, *"তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে, তাঁদের অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হচ্ছে, নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের উন্নতি ঘটছে। বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে টিভি দেখা, পূজার সময়ে গান বাজনা করা। তবে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে ভালো হয়। সম্পাদিকার সম্মানী নিয়মিত প্রদান করলে ভালো হয়"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন এ প্রসঙ্গে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"গৃহীত স্কিমের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, নারীরা ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার, বাল্যবিবাহ ও শিশু যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়।"* ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রে বর্তমানে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। তবে এটা চালু করা দরকার। মাসিক সভায় তাঁদের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের স্কুলে পাঠানো, টিকাদান, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতার জন্য আলোচনা করা হয়"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ, ঋণের ব্যবহার এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"অত্র কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঋণ বিতরণ সম্ভব হয়নি। আগামীতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হবে। তাছাড়া, এ উপজেলায় পর্যাপ্ত জনবলের ঘাটতি রয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়নে মাঠকর্মী/জনবল পদায়ন করা জরুরি। তাছাড়া, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে"।* পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ছোট-বড় ক্রয়ের সক্ষমতা আছে কিনা এ প্রসঙ্গে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা তাঁদের পারিবারিক ছোটখাটো ক্রয় করে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য কোনো বাধার সম্মুখীন হন না"*।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সস্যদের সমস্যা এবং সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা স্বল্প শিক্ষিত, অধিকার বিষয়ে অসচেতন, সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কারিগরী প্রশিক্ষণ পায়না"। সমাধানের বিষয়ে বলেন, "শিক্ষিত সদস্য নির্বাচন করা, অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তোলা, সামাজিক কুসংস্কার দূর করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা"।* ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, *"প্রশিক্ষণ পায় না এটাই বড় সমস্যা। ঋণের টাকার অপর্যাপ্ততা রয়েছে"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের চ্যালেঞ্জ সমূহের বিষয়ে উল্লেখ করেন, "*অপর্যাপ্ত ঋণের বরাদ্দ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব, সম্পাদিকার সম্মানজনক সম্মানী না থাকা, নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকা, অনুপ্রেরণামূলক কোনো উদ্যোগ না থাকা প্রভৃতি মূলত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রধান চ্যালেঞ্জ"।*

এ সকল চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার সুপারিশ আকারে উল্লেখ করেন *"ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এক লক্ষ টাকা করা প্রয়োজন, ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সম্পাদিকা- সভানেত্রীর জন্য সম্মানজনক সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা করা, সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা অধিকাংশ অল্প শিক্ষিত। এ কার্যক্রম সমৃদ্ধ করতে নীতিমালায় পরিবর্তন আনা দরকার"।*

উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের বর্ণনামতে নারীদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখতে *"নারীদের আর্থ-সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে সেমিনার আয়োজন করা, অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা, এবং প্রতিটি ইউনিয়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন"।* এ প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ইউনিয়ন সমাজকর্মীর বর্ণনায় *"প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেমন: দর্জি বিজ্ঞান, সেলাই, কুটির শিল্প, ব্লক-বাটিক, পার্লার, বাঁশ-বেতের কাজসহ, ঝুড়ি-ঝাপি তৈরির কাজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে"।*

৪.১৯ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৩

নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম এর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জনাব হাসান সাদিক মাহমুদ এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"দারিদ্র বিমোচন, স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম এর সদস্যদের পরিবামেরর মধ্যে একক পরিবার এবং যৌথ পরিবার উভয়ই রয়েছ। তাঁদের পরিবার পুরুষ প্রধান পরিবার। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যগণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থা, ঋণের ব্যবহার, এবং ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন, *"চর রাজিবপুর উপজেলায় মোট ৬৪ টি পল্লী মাতৃকেন্দ্র রয়েছে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যগণ সাধারণত গবাদি পশু পালন কাজে ব্যবহার করে থাকেন"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ, কর্মদল সস্যদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক এ বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের মধ্যে যারা ঋণ পেয়েছিলেন এবং প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন তাঁদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই উদ্যোক্তা হিসেবে নানাবিধ আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন এবং তারা সেসব কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন"*। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ছোট-বড় ক্রয়ের সক্ষমতা আছে কিনা এ প্রসঙ্গে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদ্যসদের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁদের পারিবারিক ছোট-বড় ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের সক্ষমতা বেড়েছে"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সস্যদের সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"চর রাজিবপুর এলাকাটি নদী ভাঙ্গন এলকা হওয়ায় পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের ক্ষেত্রে গৃহায়ন সংক্রান্ত সমস্যা লেগেই থাকে। এ সমস্যা মাঝে মধ্যেই প্রকট আকার ধারণ করে। এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সমন্বিত উদ্যোগ। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে তাঁদের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে"।*

তিনি আরও বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ কার্যক্রম MIS এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মনিটরিং বাড়াতে হবে। সচেতনতামূলক কর্মসূচি বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে"।* এছাড়া, নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাছাড়া, সরকারিভাবে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলে তাঁদের আয়বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.২০ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৪

নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর-এর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, জয় কৃষ্ণ সরকার এবং ইউনিয়ন সমাজকর্মী তারেক আনোয়ার-এর সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য নির্বাচন করতে হলে আগে একটি গ্রাম জরিপ করতে হয়। একজন সম্পাদিকা নির্বাচনসহ দল গঠন করা হয়। মাতৃকেন্দ্রের লক্ষ্য হলো নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে সমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠা করা"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, *"তাঁদের পরিবারের প্রধান পুরুষ। তাঁদের সামাজিক অবস্থান আছে। তাঁদের সাংগঠনিক যোগ্যতা রয়েছে। নারীদের ঋণ দেওয়ার কারণে তারাও উপার্জন করতে পারছে ফলে পরিবারে তাঁদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।"* সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থা, ঋণের ব্যবহার, এবং ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ সাধারণত একটি গ্রুপ বা দলকে দেওয়া হয়। ঋণের টাকায় তারা গরু, ছাগল, হাস-মুরগী অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসা করে থাকে। তাঁদের এখনও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। প্রশিক্ষণ দিতে পারলে তারা আরও দক্ষ হয়ে উঠবে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ, কর্মদল সস্যদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক এ বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, "*ঋণ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কাজ করছে। তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে, অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পাচ্ছে। তাঁদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরণ হচ্ছে"।* ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, *"ঋণের পাশাপাশি তারা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য পাচ্ছে এতে তারা আরো সচেতন হচ্ছে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন এ প্রসঙ্গে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। তবে, দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের চাহিদামতো প্রশিক্ষণ নিতে পারে। ফলে তাঁদের মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে। সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীরা সমাজের কুসংস্কার সম্পর্কে জানতে পেরে নিজেদের উন্নত করতে পারছে"।* সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ, ঋণের ব্যবহার এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রে এ উপজেলায় এখন পর্যন্ত কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে আরো ভালো সুফল পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি"।* পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ছোট-বড় ক্রয়ের সক্ষমতা আছে কিনা এ প্রসঙ্গে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছোটখাটো ক্রয়ক্ষমতা আছে। কিন্তু পুরুষ ছাড়া বড় কিছু ক্রয়ের সক্ষমতা নেই"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সস্যদের সমস্যা এবং সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের প্রধান সমস্যা ঋণের পরিমাণ কম। যদি ঋণের পরিমাণ আরও কিছু বাড়িয়ে দেয়া যেত তাহলে তারা সুফল ভোগ করতে পারতো। যেহেতু দুই মাস পর থেকে কিস্তি শুরু হয় সেক্ষেত্রে চার মাস পর থেকে কিস্তি আদায় করলে তাঁদের জন্য ভালো হয়"। ইউনিয়ন সমাজকর্মী তার সাথে একমত প্রকাশ করেন।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের চ্যালেঞ্জ, সমস্যা এবং সম্ভাবনার বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, "*পল্লী মাতৃকেন্দ্রের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁদের উন্নয়নে যদি সম্পাদিকার সম্মানজনক মাসিক সম্মানী ভাতা দেয়া যায় তাহলে তারা কাজ করার উৎসাহ পাবে। উদ্যোমী ও উদ্যোগী হয়ে কাজ করবে"।*

নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে সমাজসেবা অফিসার *বলেন, "ঋণ দানের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কীমে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের স্বাবলম্বী করা যেতে পারে। ঋণ তো সাময়িক আর প্রশিক্ষণ দিয়ে কোনো কর্মসংস্থান করে দিলে তা সারাজীবন কাজে লাগাতে পারবে*"। তাঁদের কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ এবং উঠান বৈঠক করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাছাড়া, সরকারিভাবে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলে তাঁদের ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে ঋণ দেয়া যাবে। এভাবে তারা তাঁদের আয়বৃদ্ধি করতে পারবে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.২১ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৫

নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সাভার, ঢাকা এর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জনাব শিবলীজ্জামান এবং ইউনিয়ন সমাজকর্মী জনাব লাভলী আখতার এর সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"গ্রামীণ নারীদের সংগঠিত করে পল্লী মাতৃকেন্দ্র গঠনপূর্বক পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশু পালন ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমসহ অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জনের জন্য পল্লী মাতৃকেন্দ্র গঠিত হয়। তুলনামূলকভাবে অনুন্নত ও আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া গ্রাম নির্বাচন করে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী নারীদের (১৪-৫০ বছরের) ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১ জন সভানেত্রী, ১ জন*

সম্পাদিকা, ৫ জন সদস্যসহ মোট ৭ জনের সমন্বয়ে মাতৃকেন্দ্রে পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। এটি মূলত গ্রামীণ দুস্থ নারীদের সংগঠন"।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মদল সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ একক পরিবারভুক্ত। তাঁদের পরিবারের প্রধান সাধারণত পুরুষ। কিন্তু যে পরিবারে পুরুষ নাই, সে পরিবারের প্রধান নারী। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হওয়ার পরে তাঁদের সাংগঠনিক যোগ্যতা ও নেতৃত্ব দানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারে তাঁদের মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থা, ঋণের ব্যবহার, এবং ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয় তাতে একজন ঋণগ্রহীতার পক্ষে কম সময়ে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের ঋণের টাকা বাড়িয়ে ২,০০,০০০/- টাকা করা দরকার। সেইসাথে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দিতে হবে। ঋণ সর্বোচ্চ ৩ বারের পরিবর্তে ৫/৭ বার দিতে হবে। এ এলাকায় ১২০ জন এ যাবৎ ঋণ পেয়েছে। ঋণের টাকা সাধারণত যে স্কিমের বিপরীতে নেয় সে স্কীমের বিপরীতে ব্যবহার করে। ঋণের মাধ্যমে তারা ৬০/৭০ ভাগ উপকৃত হয়েছে। সদস্যরা এ পর্যন্ত এ উপজেলায় কোনো প্রশিক্ষণ পায় নাই। প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তারা ঋণের টাকা আরও ভালোভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ, কর্মদল সস্যদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক এ বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ কর্মদল সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এতে তাঁদের মধ্যে গতিশীলতা সঞ্চার করছে। তারা উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট হচ্ছে। এতে তাঁদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে পারছে। তাঁদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার খরচ নির্বাহ করছে এবং তারা স্বাবলম্বী হচ্ছে। তাঁদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারে। তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজেও উদ্বুদ্ধ হচ্ছে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন এ প্রসঙ্গে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন *"পল্লী মাতৃকেন্দ্র পরিচালিত সামাজিক কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রকল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণ তাঁদের উপকৃত করছে। তারা নিজেদের পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ও উদ্বুদ্ধ করছে। প্রশিক্ষণের পরিমাণ ও সময় বৃদ্ধি করা, এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং সংশ্লিষ্ট জনবলকে অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। বাৎসরিক মেলার আয়োজন করা, প্রচার প্রচারণা বাড়ানো প্রয়োজন। তাতে তারা স্বাবলম্বী হবে, তাঁদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হবে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ, ঋণের ব্যবহার এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"এ উপজেলায় ১২০ টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসা, মুদি দোকান, কাঁচামালের ব্যবসা, ছাগল পালন, কাপড়ের ব্যবসা, গরু মোটা তাজাকরণ, ব্যবসাসহ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কর্মদল সদস্যদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ছোট-বড় ক্রয়ের সক্ষমতা আছে কিনা এ প্রসঙ্গে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ক্রয় ক্ষমতা আছে। ছোট খাটো ক্রয় নিজেরা সম্পাদন করতে পারে। বড় ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে তারা দলের সদস্য এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে থাকে। এতে তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। বড় আকারে ব্যবসা করার সাহসিকতা সঞ্চয় করে"*।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সস্যদের সমস্যা বর্ণনা করুন এবং সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাত্রা বাড়ানো দরকার। কার্যক্রমটির সাথে সংশ্লিষ্ট জনবলকে অধিকতর দক্ষ করা দরকার। সদর দপ্তরের পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, সমাজসেবা অফিসারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের দারা প্রশিক্ষণ পরিচালিত হওয়া দরকার। জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক, সহকারী পরিচালকসহ আলাদা সেটআপ হওয়া দরকার। উপজেলা পর্যায়ে সমাজসেবা অফিসার, সহকারী সমাজসেবা অফিসারদের আলাদা সেটআপ দরকার। তাঁদের অধিকতর প্রশিক্ষণ দরকার"। তিনি আরও বলেন মাতৃকেন্দ্র একটি সম্ভাবনাময় কার্যক্রম। কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জনবল পুনর্বিন্যাসসহ আলাদাভাবে জনবলের মাধ্যমে পরিচালনা করা দরকার। এতে পিছিয়ে পড়া নারীদের সমাজ উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় দ্রুত গতিতে আসতে পারে"।*

এছাড়া, নারীদের ক্ষমতায়নে তাদেরকে অধিকতর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ দিতে হবে। আলাদা জনবল কাঠামো তৈরি করতে হবে। গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত পণ্য বিপনের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মদল সদস্যদের অধিকতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। সমাজসেবা অধিদপ্তরকে এই সার্বিক পরিবেশ তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। এভাবে তারা তাঁদের আয়বৃদ্ধি করতে পারবে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.২২ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৬

নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে; পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-এর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মুজাহিদুল ইসলাম এবং ইউনিয়ন সমাজকর্মী স্বপ্না রাণী পাল-এর সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়। উপজেলা সমাজসেবা অফিসার পল্লী মাতৃকেন্দ্র সম্পর্কে বলেন, *"২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সর্বপ্রথম এ উপজেলায় ১০ টি পল্লী মাতৃকেন্দ্র গঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ১টি করে কর্মদল গঠন করা হয়। মাতৃকেন্দ্র গঠনের লক্ষ্য হলো নারীদের সামাজিক সুরক্ষা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন"*। তিনি মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়েও কথা বলেন। সাক্ষাৎকারে উপজেলা ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, **"***পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা মাঝারি। কর্মদলের সদস্যদের পরিবারের ধরণ ভালো। তাঁদের পরিবারের প্রধান পুরুষ"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থা, ঋণের ব্যবহার, এবং ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, "*এ পর্যন্ত ১০৪ জন মাতৃকেন্দ্র থেকে ঋণ পেয়েছে। সাধারণত কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন খাতে এ ঋণের টাকা ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ঋণ নিয়ে তারা তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করছেন"।* সাক্ষাৎকারে ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, **"***ঋণের টাকা দিয়ে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা গাভি পালন, ছাগল পালন, সেলাই, বাঁশ-বেতের কাজ, শাক-সবজি চাষ করছেন। ঋণ পাওয়ায় ছোট গরু ক্রয় করে গাভিতে পরিণত করছে। কাপড় কিনে সেলাই করে পোষাক তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করে। পুথির কাজ করে ব্যাগ তৈরি করে তা বিক্রি করে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ, কর্মদল সস্যদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক এ বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"মাতৃকেন্দ্রের ঋণ নিয়ে সদস্যগণ নিজেদের আর্থিক অবস্থার*

উন্নয়ন করছে। তারা তাঁদের পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে ব্যয় করেন। এতে তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হচ্ছে"।

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন এ প্রসঙ্গে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যরা তাঁদের নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে এবং তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে পরিবারে তাঁদের গুরুত্ব বাড়ছে। কারণ, তারা আয় করছে এবং ব্যয় নির্বাহে ভূমিকা রাখছে। ঋণ ব্যবহার করে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছলতা লাভ করছে। তারা আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে, তাঁদের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধিত হচ্ছে। তাঁদের মতের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ফলে তাঁদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ, ঋণের ব্যবহার এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *" ঋণ প্রদানের পূর্বে শুধু মাত্র এক দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে কার্যক্রমের উপর কিন্তু প্রশিক্ষণ ট্রেড ভিত্তিক হলে এর কার্যকারিতা এবং উপযুক্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষণ কমপক্ষে ৭-১০ দিন ব্যাপী হলে ভালো হয়। তাহলে তারা অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবে"।* উপজেলার ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন *" ঋণ সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ পেয়ে সদস্যরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ছোট-বড় ক্রয়ের সক্ষমতা আছে কিনা এ প্রসঙ্গে ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন, *"মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা তাঁদের প্রয়োজনীয় ছোটখাটো ক্রয় করতে পারে। তবে আর্থিক সমস্যা থাকার কারণে বড় ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাধা আসে"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সস্যদের সমস্যা এবং সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের হওয়ায় নারীদের সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হয়। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে সদস্যদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা গেলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব"।* পল্লী মাতৃকেন্দ্রের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং উন্নয়নের বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব এবং সম্পাদিকা-সভানেত্রীর সম্মানজনক সম্মানী না থাকা পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে ঋণের টাকা বৃদ্ধি করতে হবে, ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, সম্পাদিকার সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে"।* উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরও বলেন, *"নারীদের আর্থ-সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং প্রতিটি ইউনিয়নে মাতৃকেন্দ্র গঠন করা হলে নারীদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখতে পারে"*।

৪.২৩ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৭

নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বিশ্বনাথ, সিলেটের উপজেলা সমাজসেবা অফিসার-এর সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল গঠনে যারা কর্মক্ষম তাঁদের নির্বাচন করতে হবে। দল গঠন করার পর ঋণের অর্থ যাতে সদস্যরা সঠিকভাবে ব্যবহার করে সেজন্য উপজেলা সমাজসেবা অফিসের মনিটরিং বেশি প্রয়োজন। তাঁদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে অন্যান্য উপজেলা কার্যালয়ের সমন্বয় করা প্রয়োজন"।* পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"কর্মদল সদস্যরা একক পরিবারভুক্ত। তাঁদের পরিবারের প্রধান পুরুষ। বর্তমানে তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান পূর্বের তুলনায় ভালো। তাঁদের মধ্যে অনেকের সাংগঠনিক যোগ্যতা ও নেতৃত্বদানের দক্ষতা রয়েছে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থা, ঋণের ব্যবহার, এবং ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থা অনেক ভালো। ঋণের টাকা সদস্যরা সাধারণত অটো রিকশা ক্রয়, টেইলরিং, কৃষি কাজ, মৎস্য চাষ এবং গবাদি পশু পালন কাজে ব্যবহার করে। ঋণের টাকা ব্যবহার করে তারা উপকৃত হচ্ছে"*।

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ, কর্মদল সস্যদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক এ বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ কর্মদল সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ করে তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক সংকট নিরশন, নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ, চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ এবং তাঁদের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া, এ ঋণ তাঁদের জীবন মানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন এ প্রসঙ্গে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীরা অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন, তাঁদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল সচেতনতামূলক কার্যক্রম তাঁদের ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ, ঋণের ব্যবহার এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের এ কার্যক্রম শুরুর দিকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। সম্প্রতি তাঁদের ট্রেড ভিত্তিক কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। তবে, মাতৃকেন্দ্রের ঋণ নিয়ে তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আস্তে আস্তে তারা ছোট পরিবারের দিকে যাচ্ছে"*।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ছোট-বড় ক্রয়ের সক্ষমতা আছে কিনা এ প্রসঙ্গে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যরা তাঁদের প্রয়োজনীয় ছোটখাটো ক্রয় নিজেরা সম্পাদন করতে পারেন। নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারেন। ছোটখাটো ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের পারিবারিক বাধা আসে না। বড় ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধরণত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমেই সম্পাদন করে থাকেন"*।

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সস্যদের সমস্যা এবং সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের ক্ষেত্র বিশেষে আর্থিক অপর্যাপ্ততা ব্যতীত তেমন কোনো সমস্যা নাই। প্রত্যেকের নিজস্ব বাড়ি ঘর আছে। তারা উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে। গ্রামের স্কুল, কলেজ থেকে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তবে পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ পরিশোধের কিস্তি বৃদ্ধি করে তাঁদের ঋণ প্রদান সহজ করা যেতে পারে। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা করা যেতে পারে। ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে তারা ঋণের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করে তাঁদের আয়ের পরিমাণ আরও বাড়াতে পারবে। তাছাড়া, স্কিমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঋণ আদায় করা হলে তারা আরও বেশি উপকৃত হবে"।* এছাড়া, নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য তাঁদের কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ এবং উঠান বৈঠক করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাছাড়া, সরকারিভাবে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলে তাঁদের ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে ঋণ দেয়া যাবে। এভাবে তারা তাঁদের আয়বৃদ্ধি করতে পারবে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

৪.২৪ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৮

নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, দশমিনা, পটুয়াখালী এর দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মো: হাবিবুল্লাহ এবং ইউনিয়ন সমাজকর্মী মো: নাজিম উদ্দিন সোহেল-এর সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার পল্লী মাতৃকেন্দ্রের গঠন সম্পর্কে, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"অধিকাংশই নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং পরিবারের প্রধান পুরুষ। তাদের মধ্যে একক পরিবার বিদ্যমান। তারা পরিবারের অর্থনৈতিক কাজে সমভাবে অংশগ্রহণ করে।" তাঁদের সাংগঠনিক যোগ্যতা আছে। নারীদের ঋণ দেওয়ার কারণে তারাও উপার্জন করতে পারছে ফলে পরিবারে তাঁদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থা, ঋণের ব্যবহার, এবং ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, *"নারীরা ঋণের টাকা স্বাবলম্বী হতে ব্যবহার করে।"* ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায় নিয়ে আসে। ঋণের টাকা তারা হাস-মুরগী, গরু-ছাগল পালনসহ কৃষি খামারে ব্যবহার করে। এই ঋণের মাধ্যমে তারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ, কর্মদল সস্যদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক এ বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *" ঋণ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কাজ করছে বলে মনে করি। লভ্যাংশ দিয়ে তারা তাঁদের নিত্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে।"* ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন *" পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হচ্ছে"।*

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছেন এ প্রসঙ্গে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না, তবে দিতে হবে। সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান আছে। যেমন: কীভাবে বাল্যবিবাহ রোধ করা যায়, কীভাবে সাক্ষরতা বৃদ্ধি করা যায়, পরিবারে মতামত দেবার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য উপার্জন করার মানসিকতা তৈরি করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে উঠান বৈঠকে আলোচনা করা"।* পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ছোট-বড় ক্রয়ের সক্ষমতার বিষয়ে ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলেন বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা ছোট যন্ত্রপাতি বা গরু-ছাগল ক্রয় করতে পারে এবং তাঁদের মৌলিক প্রয়োজনীয় এমন কিছু ক্রয়ে বাধা আসে না"।*

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সমস্যা এবং সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের বাসস্থান উপকূলবর্তী হওয়ায় প্রতিবছর তারা বন্যা ও নদীভাঙ্গনের মত সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাঁদের অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহায়ন সমস্যার সম্মুখীন হয় তাঁদের সমস্যার সমাধানকল্পে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। যেমন: পুষ্টির দিকে নজর দেয়া, উচ্চভূমিতে গৃহনির্মাণ করা এবং নদীভাংগন রোধ করা"।* পল্লী মাতৃকেন্দ্রের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং উন্নয়নে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন *"পল্লী মাতৃকেন্দ্র খুবই সম্ভাবনাময় একটি কার্যক্রম। কিছু বিষয়ে নজরদারি দরকার। যেমন: কর্মী সংকটের কারণে ঋণ আদায়ে গতিশীলতা কম, প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হওয়ায় তারা সময়মতো কিস্তি দিতে পারে না। এছাড়া ঋণের টাকা বাড়ানো এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে"।*

নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নারীদের শিশু আইন বিষয়ে অবহিত করা এবং নারীদের শিক্ষা সহায়তারও ব্যবস্থা করা"।* এছাড়া, নারীদের ক্ষমতায়নে কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ এবং উঠান বৈঠক করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাছাড়া, সরকারিভাবে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলে তাঁদের ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে ঋণ দেয়া যাবে। এভাবে তারা তাঁদের আয় বৃদ্ধি করতে পারবে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

গুণগত গবেষণার প্রধান ফলাফল

নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা শীর্ষক গবেষণার পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করে ফলাফল বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণায় গুণগত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ফোকাস দল আলোচনা (FGDs), কেস স্টাডি ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) পরিচালনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গবেষণার উদ্দেশ্য ভিত্তিক প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন ব্যবহার করে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফোকাস দল আলোচনা (FGDs), কেস স্টাডি ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত গুণগত তথ্য পর্যালোচনায় নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তারা কেন কর্মমুখী জীবনযাপন করতে পারে না সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। অশিক্ষা ও অদক্ষতার কারণে তারা কর্মে নিযুক্ত হতে পারেনা ফলে তাঁদের ক্ষমতায়ন সম্ভব হয় না। ফোকাস দল আলোচনা (FGDs), কেস স্টাডি ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পারিবারিক অসচ্ছলতা এবং দারিদ্রের কারণে নারীদের বিয়ে দেয়া হয়। তাঁদের বাবা/ শ্বশুর বাড়ির কেউই তাঁদের লেখাপড়ার বিষয়ে আগ্রহী নয়। এসব নারীদের স্বামীরাও অধিকাংশ কর্মবিমুখ বা নিম্ন আয়ের মানুষ। যাদের আয় দিয়ে মৌলিক চাহিদাই পূরণ হয় না। শিক্ষা, পুষ্টি ও চিকিৎসার চাহিদাও পূরণ হয় না। কিন্তু সুখের বিষয় হল এ সকল নারীদের রয়েছে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় মনোবল যার মাধ্যমে তারাও স্বপ্ন দেখে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করার। তাঁদের এই স্বপ্ন পূরণের পথ দেখায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম। পল্লী মাতৃকেন্দ্র এ সকল দরিদ্র, অসহায়, নিপীড়িত, অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ঋণ কার্যক্রম। এর মাধ্যমে আগ্রহী সদস্যদের বিভিন্ন স্কিমের বিপরীতে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করছে। ফলে যারা পুঁজির অভাবে কিছু করতে পারছিলেন না তারা আজ কর্মমুখী হচ্ছেন ও অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল জীবনযাপন করছেন।

ফোকাস দল (FGDs) আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকাসহ মাতৃকেন্দ্রের কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। (KIIs) অর্থাৎ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও ইউনিয়ন সমাজকর্মী। কেস স্টাডিতে অংশগ্রহণ করেন মাতৃকেন্দ্রের সদস্য। ফোকাস দল আলোচনা(FGDs), কেস স্টাডি (Case Study) ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) এর উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কতটুকু ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়ে জানা। পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সেসকল বিষয় উদ্‌ঘাটন করা। এ সকল আলোচনা থেকে প্রাপ্ত গুণগত তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায়, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা নিজ বাড়িতে বসবাস করে। অধিকাংশের টিনের বাড়ি, আধা পাকা বাড়ি আছে কিছু সংখ্যকের এবং মাত্র কয়েকজনের পাকা বাড়ি আছে। তারা সকলেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো।

তাঁদের পরিবার পুরুষ প্রধান। তারা আয়বর্ধনমূলক কাজ করায় পরিবারে তাঁদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেড়েছে। ঋণের টাকা নিয়ে নারীরা আয়বর্ধনমূলক কাজে সংযুক্ত হচ্ছেন। তারা সাধারণত হাঁস-মুরগি পালন, গরু/ছাগল পালন, সেলাইয়ের কাজ/ কাপড়ের ব্যবসা, মুদি দোকান, মৎস্য চাষ/ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্ত শিল্প এবং কৃষি/ সবজি চাষের সাথে যুক্ত আছেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী হাঁস-মুরগি পালনের সাথে যুক্ত থাকলেও মুদি দোকান এবং টেইলারিং এর সাথে যুক্ত নারীরা আর্থিকভাবে বেশি সচ্ছল জীবন যাপন করছেন। ঋণের টাকা তাঁদের অনেক উপকারে এসেছে। ঋণের টাকা নিয়ে তারা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। ফলে পরিবারে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা বেড়েছে।

প্রাপ্ত গুণগত তথ্য পর্যালোচনায় জানা যায়, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণের টাকা পেয়ে নারীদের অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে। তারা নিজেদের ও পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারছে। ঋণ দেওয়ার সময় সদস্যদেরকে ছোট পরিবার গঠন, হাস-মুরগ্রী পালন, গবাদি পশু পালন এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয় ফলে তারা সচেতন হতে পারে। তাঁদের চিকিৎসা, শিক্ষা বা গৃহায়ন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বর্তমানে নাই।

কেস স্টাডিতে অংশগ্রহণকৃত একজন সদস্য জানান, ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে তার সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকতো। স্বামীর মৃত্যুর পর অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়। খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান হতো না। বাচ্চাদের কখনও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে পারেননি। প্রয়োজনীয় আয় না থাকায় ছেলেদের লেখাপড়া চালানো যেতো না। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। তিনি উল্লেখ করেন, “এই ঋণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক চহিদা পূরণ হয়েছে। জীবন যাত্রার উন্নতি হয়েছে। মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়েছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পোশাকের চাহিদা এবং পুষ্টির চাহিদাও পূরণ হয়েছে”। তিনি আরো যুক্ত করেন “এই ঋণ আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। আয়ের উৎস তৈরি করেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সহায়তা করেছে। এখন আমি সকল চাহিদা মেটানোর পর ও কিছু সঞ্চয় করতে পারি। জায়গা কিনে বাড়ি করেছি”। তিনি জানান, এই ঋণ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তার অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে। সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি তার ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়েছে। তার উন্নতি দেখে গ্রামের অনেক বেকার নারীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং ঋণ নিয়ে সফল হচ্ছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন এ প্রসঙ্গে মুখ্য সেবোদাতাদের সাক্ষাৎকারে (KIIs) অংশগ্রহণকারী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন,“পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীরা অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন, তাঁদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেইসাথে, তাঁদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে”। এ সকল সচেতনতামূলক কার্যক্রম তাঁদের ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা ঋণের টাকা নিয়ে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার করেছে। তাঁদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। চাহিদা অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়ানো দরকার এবং প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী পল্লী মাতৃকেন্দ্রের একজন সভানেত্রী বলেন, “পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য আরও বেশি পরিমাণে পরিশ্রম করতে হবে। সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫০,০০০/- থেকে বাড়িয়ে ১,০০,০০০/- টাকা করলে ভালো হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১ বছর হতে ২ বছর করতে হবে”। মূলত তাঁদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ঋণের পরিমাণ এবং পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম আরও বেশি কার্যকর হবে এবং নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অন্য একজন সদস্য বলেন, “সেলাই প্রশিক্ষণ, এমব্রয়ডারী, ব্লক-বাটিক, নকশিকাঁথা, সেলাই এর প্রশিক্ষণ দিলে আমাদের উপকার হতো। এতে আমাদের আয়ের পরিমাণ বাড়তো। আর আয়বৃদ্ধি পেলে আমাদের সক্ষমতা বাড়বে, পরিবারে আমাদের মূল্যায়ন আরো বৃদ্ধি পাবে”।

মূলত পল্লী মাতৃকেন্দ্র আরও কার্যকর করতে হলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ঋণ নিতে আগ্রহী সকল সদস্যকে ঋণের আওতায় আনতে হবে। ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং ৫০,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০,০০০/- টাকা করলে ভালো হয়। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়াতে হবে এবং তাঁদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে, নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে, তাঁদের আয় উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশমালা

৫.১ উপসংহার ও সুপারিশমালা

পল্লী নারীদের ক্ষমতায়ন না হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে চরম দারিদ্র্য, অশিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গৃহ ও ভূমিহীনতা, সামাজিক বৈষম্য, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার, আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি অনুধাবন করেছিলেন দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বিশেষ করে ব্যক্তি পর্যায়ে এটি সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরিতে সহায়তা করে। এ লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেন। নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবারভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী উন্নয়নের জন্য অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত নারীদের এবং পল্লী এলাকার সংগঠিত নারীদের নিজস্ব পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে ৬টি পর্বে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র' কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

গবেষণা ফলাফলের আলোকে নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা কেমন হতে পারে সে বিষয়ে নিম্নবর্ণিত মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

- পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের ঋণ আদায়ে জনবলের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। গ্রাম জরিপ, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল গঠন, পল্লী মাতৃকেন্দ্র পরিচালনা কমিটি গঠন, ঋণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, কিস্তি আদায়, কিস্তি আদায়ের জন্য নিয়মিত প্রকল্প গ্রাম পরিদর্শন ও মাতৃকেন্দ্রের সাথে সভা করা এ সকল কাজে প্রয়োজনীয় ইউনিয়ন সমাজকর্মী/কারিগরি প্রশিক্ষক তথা প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন করা প্রয়োজন;
- পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম জামানতবিহীন ও সুদমুক্ত। কোনো জামানত না থাকায় ঋণ পরিশোধে কোনো বাধ্য বাধকতা না থাকায় অনেকেই ঋণের কিস্তি নিয়মিতভাবে পরিশোধ করতে আগ্রহী হয় না। তাই ঋণের জিম্মাদার হিসাবে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি বা স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ের সদস্য বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যকে রাখা যেতে পারে ঋণের টাকা আদায়ের সুবিধার্থে তথা পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য;
- পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থাপনার ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিশেষ করে ইউনিয়ন সমাজকর্মী ও কারিগরি প্রশিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পল্লী মাতৃকেন্দ্র পরিচালনা কমিটিতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যকে রাখা যেতে পারে। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে;
- গ্রামীণ নারীর সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এখন সময়ের দাবি। পরিবার, সম্প্রদায় এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। তাই কর্মক্ষম সকল নারীকে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে;
- দিন বদলের সাথে সাথে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সামাজিক রীতি নীতিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ সমতা অর্জনে অবদান রাখে। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পল্লী মাতৃকেন্দ্রকে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে;
- নারীরা তাঁদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে যখন নিরাপদ, পরিপূর্ণ এবং উৎপাদনশীল জীবনযাপন করে। কর্মশক্তিতে তাঁদের দক্ষতা অবদান রাখে। সেজন্য পল্লী মাতৃকেন্দ্রকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন সেখানে

তারা প্রাথমিক শিক্ষাসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে ফলে তারা দক্ষ কর্মীরূপে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে;

- নারীরা সমাজের নানাবিধ বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার। তারা জন্ম থেকেই নানা বৈষম্যের শিকার হয়। তারা পরিবারের বোঝা হিসাবে গণ্য হয়। কারণ, তারা কর্মমুখী জীবনযাপন করতে পারে না। পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে ঋণ গ্রহণ করে নারীরা কর্মমুখী জীবনযাপন করতে পারে। ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। তাঁদের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধিত হয়। আর্থসামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য নিশ্চিত হয়। পল্লী মাতৃকেন্দ্র এক্ষেত্রে লাভজনক স্কিমের বিপরীতে ঋণ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে নারীদের কর্মমুখী করে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারে;
- নানা রকম ধর্মীয় এবং সামাজিক গোঁড়ামি দিয়ে তাঁদের বন্দী করে রাখা হয়। পল্লী মাতৃকেন্দ্র সদস্যদের কাউন্সেলিং ও সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে একটি সুসংগঠিত অবস্থায় রূপান্তর করতে পারে;
- উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। এজন্য পল্লী মাতৃকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যকে ঋণের আওতায় আনতে হবে। যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে;
- ঋণের অর্থের পরিমাণ বাড়াতে হবে। যেন তারা লাভজনক স্কীম গ্রহণ করতে পারেন। ঋণের অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টকা করা যেতে পারে;
- স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে স্কীম চালু করা এবং তার বিপরীতে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ দেওয়া। ঋণদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তারা তাঁদের স্কীম ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবে এবং তাঁদের আয়ের পরিমাণ বাড়াতে পারবে। তাহলে, ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;
- অনেক জায়গায় নিয়মিত ঋণ প্রদান করা হয় না। নিয়মিত ঋণ প্রদান না করা হলে কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। যারা নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে তারা সময়মতো ঋণ না পেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা তাঁদের স্কীম পরিচালনা চলমান রাখতে পারেন না। তাই নিয়মিত ঋণ যাতে প্রদান করা হয় সে বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করা যেতে পারে;
- কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বর্তমানে দশ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয় এই কিস্তির পরিমাণ ১৮-২০ করা যেতে পারে। সেইসাথে দলীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
- পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম দেশে প্রচলিত অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে ভিন্নতর। কিন্তু এ কার্যক্রমের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং না থাকার ফলে এ কার্যক্রমের সুফলভোগীরা অন্যান্য ঋণ/অনুদান কর্মসূচির সাথে মিলিয়ে ফেলেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ঋণের টাকা যে তাঁদের পরিশোধ করতে হবে এ কথা তারা ভুলে যান। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ঋণের অর্থ আদায়ের সাথে যুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীরাই বেশি দায়ী। কারণ, তারা ঋণগ্রহীতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন না। এ বিষয়ে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় থেকে মনিটরিং বৃদ্ধি করা যেতে পারে; এবং
- যে সকল পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে সেসকল মাতৃকেন্দ্রের সকল সম্পাদিকার সম্মানী নিয়মিত প্রদান করা যেতে পারে। নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, এমন মাতৃকেন্দ্রের শর্ত আরোপ করে সম্মানী প্রদান করা হলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম গতিশীল হবে এবং কেন্দ্রের সম্পাদিকাগণ

উৎসাহিত হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হবে। সম্পাদিকার পাশাপাশি সভানেত্রীকে সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে, তাঁদের সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পল্লী মাতৃকেন্দ্র সঠিক উদ্যোগ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। উপরোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে পল্লী মাতৃকেন্দ্র নারীর ক্ষমতায়নে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র

১. Azorin, J. M., & Cameron, R. (2010). The application of mixed methods in organizational research: A literature review, *The Electronic Journal of Business Research Methods*, 8(2), 95e105

২. Kamruzzaman, P. (2014). *Poverty Reduction Strategy in Bangladesh: Re-thinking Participation in Policy Making*. Policy Press

৩. Miles, M.B. & A. M. Huberman (1994) *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.msw.gov.bd.

৫. সমাজসেবা অধিপ্তরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.dss.gov.bd

৬. পরিসংখ্যান অধিপ্তরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.bbs.gov.bd.

৭. পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০২২ (খসড়া)

সংযুক্তি

সংযুক্তি-১: সাক্ষাৎকার অনুসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

গবেষণার শিরোনামঃ **নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা**

সাক্ষাৎকার অনুসূচী (Interview Schedule)

[এই গবেষণাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর, সদর কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত। এ গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকার যথার্থতা মূল্যায়নে নিম্নোক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এবং সেক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করছি। নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি কেবল গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে]

"ক" বিভাগঃ জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
০১.	উত্তরদাতার নামঃ	
০২.	পিতার নামঃ	
০৩.	মাতার নামঃ	
০৪.	স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):	
০৫.	বয়সঃ	..... বছর ..... মাস
০৬.	শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ	১. নিরক্ষর ২. স্বাক্ষরজ্ঞান ৩. প্রাথমিক ৪. মাধ্যমিক ৫. উচ্চ মাধ্যমিক ৬. স্নাতক ৭. স্নাতকোত্তর ৮. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
০৭.	পেশাঃ	
০৮.	ধর্মঃ	১. মুসলিম ২. হিন্দু ৩. বৌদ্ধ ৪. খ্রিষ্টান ৫. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
০৯.	বর্তমান ঠিকানাঃ	গ্রামঃ ....., ডাকঘরঃ ..... উপজেলাঃ ....., জেলাঃ ..... । ফোন/মোবাইলঃ .....
১০.	স্থায়ী ঠিকানাঃ	গ্রামঃ ....., ডাকঘরঃ ....., উপজেলাঃ ....., জেলাঃ ..... ফোন/মোবাইলঃ .....

“খ” বিভাগঃ শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
১১.	বর্তমানে আপনি কি আয়বর্ধনমূলক কাজের বা পেশার সাথে যুক্ত আছন?	১. হ্যাঁ ২. না
১২.	উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি বর্তমানে কোনো পেশার সাথে যুক্ত আছেন?	
১৩.	উত্তর না হলে, আপনি সর্বশেষ কোনো পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন?	.....
১৪.	আপনার পেশায় নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় কি ছিল?	১. শিক্ষা/দক্ষতা ২. নিজের আগ্রহের অভাব ৩. পারিবারিক বাধা ৪. সমাজের মানুষের আপত্তি ৫. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
১৫.	আপনি কি বর্তমানে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছেন?	১. হ্যাঁ ২. না
১৬.	উত্তর না হলে, আপনি বর্তমানে কোনো কোনো স্বাস্থ্য সমস্যায়/রোগে ভুগছেন? (একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য)	১. ২. ৩. ৪. ৫.
১৭.	আপনি বর্তমানে কি কি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন?	১. দুশ্চিন্তা ২. বিষণ্নতা ৩. মানসিক অবসন্নতা ৪. মানসিক বিকৃতি ৫. ভয় ৬. অবিশ্বাস ৭. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
১৮.	আপনি বর্তমানে কোথায় বসবাস করছেন? (ঠিকানা উল্লেখ করুন)	
১৯.	আপনার বসতবাড়ি কোনো ধরনের?	১. পাকা বাড়ি (ইটের তৈরি) ২. কাঁচা বাড়ি (মাটির তৈরি) ৩. টিনের ঘর ৪. বাঁশ পাতার ছাউনি ৫. সরকারি আবাসন প্রকল্পে ৬. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
২০.	আপনি যে বাড়িতে বসবাস করছেন তার মালিকানা নির্দেশ করুনঃ	১. নিজের বাড়ি ২. ভাড়া বাসা ৩. আত্মীয়ের বাড়ি ৪. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
২১.	আপনি বা আপনারা যেখানে বসবাস করেন তা আপনার বসবাসের উপযোগী কিনা?	১. খুব বেশি ২. বেশি ৩. স্বাভাবিক ৪. কম ৫. খুব কম
২২.	আপনি যেখানে বসবাস করে সেখানে অন্যরা আপনার প্রতি কতটুকু সদয়?	১. খুব বেশি ২. বেশি ৩. স্বাভাবিক ৪. কম ৫. খুব কম
২৩.	অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আপনি কীরূপ ভূমিকা পালন করেন।	১. শিক্ষকতা ২. প্রশিক্ষণ দান ৩. দর্জি বিজ্ঞান ৪. গবাদি পশু পালন ৫. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
২৪.	অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে আপনি আর কি কি কাজ করতে পছন্দ করেন?	১. বিনোদন ২. গান-বাজনা ৩. রূপসজ্জা ৪. খেলাধুলা ৫. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)

“গ” বিভাগঃ পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক তথ্যাবলি

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
২৫.	আপনি কি আপনার পরিবারের সাথে বসবাস করেন?	১. হ্যাঁ ২. না
২৬.	উত্তর হ্যাঁ হলে, পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?	১. খুব ভালো ২. ভালো ৩. স্বাভাবিক ৪. খারাপ ৫. খুব খারাপ
২৭.	উত্তর না হলে, আপনি কাদের সাথে বসবাস করেন?	১. আত্মীয়ের সাথে ২. এককভাবে বসবাস ৩. পেইং গেস্ট হিসেবে ৪. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
২৮.	আপনি যাদের সাথে বসবাস করেন তাঁদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?	১. খুব ভালো ২. ভালো ৩. স্বাভাবিক ৪. খারাপ ৫. খুব খারাপ

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
২৯.	আপনার পরিবার আপনাকে গুরুত্ব দেয় কিনা ?	১. হ্যাঁ ২. না
৩০.	পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কেমন?	১. খুব ভালো ২. ভালো ৩. স্বাভাবিক ৪. খারাপ ৫. খুব খারাপ
৩১.	সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে পরিবারে আপনার মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় কিনা?	১. হ্যাঁ ২. না
৩২.	আপনার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়ে আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সচেষ্ট/আন্তরিক কিনা ?	১. হ্যাঁ ২. না
৩৩.	যদি হ্যাঁ হয় তবে কেমন সচেষ্ট/আন্তরিক?	১. খুব ভালো ২. ভালো

“ঘ” বিভাগঃ ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি [ঋণ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে]

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
৩৪.	প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণঃ	
৩৫.	প্রথম ঋণ প্রাপ্তির সময়/তারিখ	
৩৫.	প্রাপ্ত ঋণের টাকা পরিশোধের সময়কালঃ	…….. বছর……মাস
৩৭.	আপনার ঋণ পেতে কত মাস/সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে?	১. ১ মাস ২. ৩ মাস ৩. ৬ মাস ৬. ১২ মাস (১ বছর)
৩৮.	আপনি কার মাধ্যমে এই ঋণ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন?	১. বন্ধু ২. আপনার প্রতিবেশী ৩. স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ৪. আত্মীয়-স্বজন ৫. সরকারি কর্মকর্তা ৬. অন্যান্য…… (নির্দিষ্ট করুন)
৩৯.	এ পর্যন্ত আপনি কত টাকা ঋণ পেয়েছেন এবং কতবার ঋণ পেয়েছেন?	……টাকা
৪০.	ঋণ ছাড়া অর্থ প্রাপ্তির আপনার অন্য কোনো উৎস আছে কি?	১. হ্যাঁ ২. না
৪১.	থাকলে, উৎস গুলো কি কি?	১. চাকুরী ২. জমি চাষ/কৃষি কাজ ৩. ব্যবসা ৪. আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা ৫. অন্যান্য…… (নির্দিষ্ট করুন)
৪২.	ঋণের অর্থ আপনি প্রধানত কোনো খাতে ব্যবহার করেছেন?	১. গবাদি পশু ক্রয় ২. গবাদি পশু পালন ৩. দোকান প্রস্তুতকরণ ৪. হাস-মুরগী ক্রয়/পালন ৫. আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ৬. সবজি চাষ ৭.অন্যান্য…… (নির্দিষ্ট করুন)

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
৪৩.	আপনি কি আয়ের কোনো অংশ সঞ্চয় করেন?	১. হ্যাঁ ২. না
৪৪.	উত্তর হ্যাঁ হলে, কোথায় সঞ্চয় করেন?	১. ব্যাংক ২. ব্যক্তিগত তহবিল ৩. কোনো ব্যক্তির কাছে জমা ৪. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৪৫.	এ পর্যন্ত আপনি কত টাকা সঞ্চয় করেছেন?	.....টাকা
৪৬.	ঋণের অর্থ প্রাপ্তির পূর্বে আপনার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?	১. সচ্ছল ২. অসচ্ছল ৩. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৪৭.	ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আপনার মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো কি?	১. হ্যাঁ ২. না
৪৮.	উত্তর না হলে, কোনো কোনো মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা পূরণে আপনি ব্যর্থ হতেন?	১. খাদ্যের চাহিদা ২. বস্ত্রের চাহিদা ৩. বাসস্থানের চাহিদা ৪. শিক্ষার চাহিদা ৫. চিকিৎসার চাহিদা ৬. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৪৯.	ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আপনার প্রাত্যহিক জীবনধারণে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন কিনা?	১. হ্যাঁ ২. না
৫০.	উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতেন?	১. পুষ্টিহীনতা ২. চিকিৎসার অভাব ৩. বিনোদন সামগ্রীর অভাব ৪. বস্ত্রের অভাব ৫. আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার অক্ষমতা ৬. নিরাপত্তার অভাব ৭. বাড়ি ভাড়া দেবার অক্ষমতা ৮. আত্মীয়/বন্ধুদের সহায়তা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া ৯. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)

“ঙ” বিভাগঃ ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি [ঋণ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে]

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
৫১.	ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আপনি কীভাবে আয়/উপার্জন করতেন?	১. টিউশনি করা ২. খণ্ডকালীন কাজকর্ম করা ৩. অন্যের সহায়তা নেওয়া ৪. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৫২.	ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আপনার আয়/উপার্জন করতে কোনো সমস্যা হতো কি?	১. হ্যাঁ ২. না
৫৩.	উত্তর হ্যাঁ হলে, কি ধরনের সমস্যা হতো?	১. ২.
৫৪.	এই ঋণ আপনার জন্য কি কল্যাণ বয়ে এনেছে?	১. শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ২. চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি ৩. সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি ৪. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ ৫. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৫৫.	এই ঋণ আপনি বা আপনার পরিবারের জন্য কি কল্যাণ বয়ে এনেছে?	১. স্বাবলম্বী হয়েছেন ২. আপনি/পরিবারের সদস্যরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন ৩. পরিবারে আপনার মূল্যায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে ৪. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৫৭.	ঋণ প্রাপ্তিতে আপনার সন্তুষ্টির মাত্রা নির্দেশ করুন	১. খুবই সন্তুষ্ট ২. সন্তুষ্ট ৩. মতামত নাই ৪. অসন্তুষ্ট ৫. খুবই অসন্তুষ্ট
৫৮.	৭০ নং প্রশ্নের উত্তর (খুবই সন্তুষ্ট/সন্তুষ্ট/মতামত নাই/অসন্তুষ্ট/খুবই অসন্তুষ্ট) এর ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণ উপস্থাপন করুন	১. ২. ৩.
৫৯.	এই ঋণ কার্যক্রম সমাজের জন্য কি কল্যাণ বয়ে এনেছে?	নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি নারীদের সম্মান/মর্যাদা বৃদ্ধি নারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)

“চ” বিভাগঃ প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি [প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে]

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
৬০.০	আপনি কি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন?	১. হ্যাঁ ২. না
৬০.১	উত্তর হ্যাঁ হলে আপনি কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন?	মনোসামাজিক উন্নয়ন ও ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়ন সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৬১.	প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি/সময়কাল	.....দিন.....মাস .....বছর
৬২.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে আপনার কি দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে?	১. হ্যাঁ ২. না
৬৩.	উত্তর হ্যাঁ হলে, কোনো ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে?	
৬৪.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে আপনি কি নিজেকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে পেরেছেন?	১. হ্যাঁ ২. না
৬৫.	উত্তর হ্যাঁ হলে, কোনো ধরনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছেন?	মৎস্য ও পশু পালন ক্ষুদ্র ব্যবসা কৃষি স্থানীয় ব্যবসা অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৬৬.	আপনি কি প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ প্রাপ্ত হয়েছেন?	১. হ্যাঁ ২. না
৬৭.	উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রশিক্ষণোত্তর কত টাকা ঋণ প্রাপ্ত হয়েছেন?	.....টাকা
৬৮.	প্রশিক্ষণোত্তর প্রাপ্ত ঋণ আপনি কি আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন?	১. হ্যাঁ ২. না
৬৯.	উত্তর না হলে, অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যবহার করেছেন?	
৭০.	প্রশিক্ষণ নিতে আপনার কোনো অর্থ ব্যয় হয়েছে কিনা?	১. হ্যাঁ ২. না
৭১.	প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতে আপনার সন্তুষ্টির মাত্রা নির্দেশ করুন।	১. খুবই সন্তুষ্ট ২. সন্তুষ্ট ৩. মতামত নাই ৪. অসন্তুষ্ট ৫. খুবই অসন্তুষ্ট

“ছ” বিভাগঃ সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচির উপকারিতা এবং অপকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি (প্রযোজ্য ক্ষেত্র নির্দেশ করুনঃ ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ)

৭২.	নিম্নবর্ণিত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত **পল্লী মাতৃকেন্দ্র** কর্মসূচির উপকারিতা এবং অপকারিতা সম্পর্কিত নির্ধারক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।					
	বিষয়	দৃঢ়ভাবে একমত	একমত	মন্তব্য নাই	দ্বিমত	দৃঢ়ভাবে দ্বিমত
ক.	ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে আমি এখন আমার মৌলিক চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ করতে পেরেছি।					
খ.	ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্তির মাধ্যমে আমার অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে।					
গ.	ঋণ/ প্রশিক্ষণ/ পরামর্শ প্রাপ্তির ফলে আমার নিত্য প্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছি।					
ঘ.	ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে আমি আমার চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে পেরেছি।					
ঙ.	ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্ত হয়ে আমি আমার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারছি বা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি।					
চ.	ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্তির ফলে আমার পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বেড়েছে।					
ছ.	ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্ত হয়ে আমি সাংসারিক বা ব্যক্তিগত ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছি।					
জ.	প্রাপ্ত ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ আমার পুষ্টি চাহিদা পুরন করতে পেরেছি।					
ঝ.	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি আমার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পেরেছি।					
ঞ.	ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্ত হয়ে আমি বর্তমানে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি।					
ট.	ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে পরিবার ও সমাজ জীবনে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।					
ঠ.	পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ পেয়ে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে।					
৭৩.	ঋণ/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রাপ্তি আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে কি?	১. হ্যাঁ ২. না				
৭৪.	উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কি মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে?	১. সকলের কাছে আমার মূল্য-মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ২. পরিবারের সদস্যরা সম্মান করে ৩. আমার নেতৃত্ব মেনে নেয় ৪. আমার মতামতকে গুরুত্ব দেয় ৫. আমার আনুগত্য প্রকাশ করে ৬. অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)				
৭৫.	উত্তর না হলে, কি কি মর্যাদা কমিয়েছে/হ্রাস করেছে?	১. নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে ২. দরিদ্র হিসেবে গণ্য করে ৩. আনুগত্য প্রকাশ করে না ৪. এড়িয়ে চলে ৫. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)				

“জ” বিভাগঃ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা এবং উত্তোরণের উপায়

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
৭৬.	আপনার প্রাত্যহিক জীবনে আপনি বর্তমানে কোন কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?	১. সামাজিক সমস্যা ২. অর্থনৈতিক সমস্যা ৩. মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত সমস্যা ৪. রাজনৈতিক সমস্যা ৫. অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা ৬. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৭৭.	আপনি বর্তমানে কি কি সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?	১. সমাজের লোকেরা হেয় করে দেখে ২. মেলামেশা করতে চায় না ৩. সহযোগিতা করতে চায় না ৪. অসামাজিক কাজে উদ্বুদ্ধ করে ৫. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৭৮.	আপনি বর্তমানে কি কি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?	১. ঋণগ্রস্ততা ২. দরিদ্রতা ৩. নির্ভরশীলতা ৪. বেকারত্ব ৫. পরশ্রীকাতরতা ৫. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৭৯.	আপনার বর্তমানে মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত কি কি সমস্যা রয়েছে?	১. পুষ্টিহীনতা ২. চিকিৎসার অভাব ৩. বাসস্থানের সমস্যা ৪. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৮০.	আপনার বর্তমানে কি কি রাজনৈতিক সমস্যা/ অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে?	১. ভোট দিতে পারি না ২. মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় না ৩. স্থানীয় প্রভাবশালীদের নির্যাতনের শিকার হতে হয় ৪. অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় ৫. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৮১.	আপনার প্রাত্যহিক জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত, রাজনৈতিক এবং অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি পদক্ষেপ নিলে সমস্যার সমাধান হবে বলে আপনি মনে করেন?	১. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ২. বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা ৩. কারিগরি শিক্ষা প্রদান ৪. ঋণের অর্থ বৃদ্ধি ৫. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)

“ঝ” বিভাগঃ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি (প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ) অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে সুপারিশমালা

৮৩.	পল্লী অঞ্চলে নারীদের জীবনমান উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি (ঋণ, প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি) অধিকতর কার্যকর করতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

শত ব্যস্ততার মাঝে সময় দিয়ে ধৈর্য সহকারে তথ্য প্রদানের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ!

সংযুক্তি-২: কেস স্টাডি গাইড লাইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

গবেষণার শিরোনামঃ নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা

কেস স্টাডি নির্দেশিকা (Case Study Guideline)

[এই গবেষণাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর, সদর কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকার যথার্থতা মূল্যায়নে নিম্নোক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এবং সেক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করছি। নিম্ন গৃহীত তথ্যাবলি কেবল গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে]

উত্তরদাতার নামঃ	
পিতার নামঃ	
মাতার নামঃ	
স্বামীর নামঃ	
বয়স (জন্ম তারিখ)	
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ	
পেশাঃ	
ধর্মঃ	
বর্তমান ঠিকানাঃ	গ্রামঃ……, ডাকঃ ……, উপজেলাঃ ……., জেলাঃ …….
স্থায়ী ঠিকানাঃ	গ্রামঃ……, ডাকঃ ……, উপজেলাঃ ……., জেলাঃ …….

১. শিক্ষা

আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা/শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন (শিক্ষাক্ষেত্রে বা লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়গুলো কি ছিল/পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কারো থেকে উৎসাহ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন কিনা তা উল্লেখ করুন, আর লেখা-পড়া না করলে তার কারণস্বরূপ বর্ণনা করুন।

২. স্বাস্থ্য

আপনি বর্তমানে যে সকল শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন (সমস্যার ধরণ ও কারণ উল্লেখ করুন এবং চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকলে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন)

৩. মানসিক অবস্থা

আপনি বর্তমানে যে সকল মানসিক সমস্যায় ভুগছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন (সমস্যার ধরণ ও কারণসহ কোনো মানসিক চিকিৎসকের নিকট অথবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন কিনা সে সম্পর্কে বলুন)

৪. বাড়িঘর বা বসতি

আপনি বর্তমানে যে বসতবাড়িতে বসবাস করছেন তার বর্ণনা দিন (বসতবাড়ির ধরণ এবং মালিকানা, কাঁচা/পাকা, কতটি ঘর, কতজন বসবাস করেন তা উল্লেখ করুন)

৫. বিনোদন

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে আপনি আর কি কি কাজ (যেমনঃ বিনোদন, গান-বাজনা, রূপসজ্জা, পায়ে হাঁটা, এবাদত করা, বই পড়া, খেলাধুলা ইত্যাদি) করতে পছন্দ করেন? (বিস্তারিত বলুন)

৬. পরিবারের মধ্যে অবস্থান

আপনার পরিবারের মধ্যে আপনার ব্যক্তিগত অবস্থান, মর্যাদাগত ভিত্তি, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক যোগ্যতা এবং পরিবারে আপনার মতামতের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৭. পারিবারিক ও সামাজিক জীবন

আপনার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (এক্ষেত্রে পরিবারে কাদের সাথে বসবাস করছেন, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, তাঁদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন, আপনার বিপদ-আপদের তারা আপনাকে কতটুকু সাহায্য সহযোগিতা করে এ সম্পর্কে বলুন)

৮. ঋণ (ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে)

৮.১ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (এক্ষেত্রে প্রাপ্ত ঋণর পরিমাণ, প্রাপ্ত ঋণর সময়কাল, মোট প্রাপ্ত ঋণর পরিমাণ এবং আপনি কার মাধ্যমে ঋণ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এ সম্পর্কে বলুন)
৮.২ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত ঋণ ছাড়া আপনার আর অন্য অর্থের উৎস, ব্যয়ের প্রধান ও অন্যান্য খাত সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।
৮.৩ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ঋণ প্রাপ্তির পূর্বের এবং পরের আপনার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।
৮.৪ সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ঋণ গ্রহণের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৮.৫ ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আপনার মৌলিক/অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো কি? না হলে, কোনো কোনো মৌলিক/অন্যান্য চাহিদা পূরণে আপনি ব্যর্থ হতেন? এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৮.৬ ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আপনার প্রাত্যহিক জীবনধারণে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতেন এবং ঋণ প্রাপ্তির পর সে সমস্যাগুলো কতটুকু সমাধান করতে পেরেছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৮.৭ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত ঋণের উপকারিতা অর্থাৎ ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে আপনার কি কি উপকার সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (যেমন-মৌলিক চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক সংকট নিরসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা পূরণ এবং চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি)

৮.৮ সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত ঋণ আপনার জীবনমান উন্নয়নে কি কি অবদান রেখেছে বলে, আপনি মনে করেন?

৮.৯ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত ঋণর অপকারিতা অর্থাৎ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এর কোনো নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৮.১০ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ঋণ প্রাপ্তি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে বা কমিয়েছে/ হ্রাস করেছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৮.১১ আপনার দারিদ্র্য বিমোচনে ঋণ কতটুকু সহায়ক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন, তার বর্ণনা দিন।

৯. প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ (প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে)

৯.১ প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে আপনার পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করতে কোনো কোনো সমস্যা হতো এবং ঋণ প্রাপ্তির পর সেই সকল সমস্যাগুলো কতটুকু সমাধান হয়েছে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৯.২ প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ বিশেষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার সহায়ক হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৯.৩ প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে কোনো ধরনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছেন বা ভবিষ্যতে কোনো কোনো আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে যুক্ত করার সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৯.৪ আপনার দারিদ্র্য বিমোচনে বা জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কি অবদান রেখেছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৯.৫ আপনার ক্যারিয়ার গঠনে প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ কতটুক সহায়ক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন, তার বর্ণনা দিন।

১০. উত্তরদাতার সমস্যা এবং সমাধানের উপায়ঃ

১০.১ আপনার প্রাত্যহিক জীবনে আপনি বর্তমানে কোনো কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (যেমন- সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও গৃহায়ন সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি)

১০.২ আপনি বর্তমানে কি কি সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (যেমন- হেয় করে দেখে, বন্ধুত্ব করতে চায় না ও সহযোগিতা করতে চায় না ইত্যাদি)

১০.৩ আপনি বর্তমানে কি কি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (যেমন- ঋণগ্রস্ততা, দারিদ্র, নির্ভরশীলতা, ও বেকারত্ব ইত্যাদি)

১০.৪ আপনার বর্তমানে মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত কি কি সমস্যা রয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (যেমন- পুষ্টিহীনতা, চিকিৎসার অভাব ও বাসস্থানের সমস্যা ইত্যাদি)

১০.৫ আপনার বর্তমানে কি কি রাজনৈতিক সমস্যা/অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (যেমন- ভোট দিতে পারি না, ভোট লিস্টে নামই আসে না ও মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় না ইত্যাদি)

১০.৬ আপনার প্রাত্যহিক জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত, রাজনৈতিক এবং অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি পদক্ষেপ নিলে সমস্যার সমাধান হবে বলে আপনি মনে করেন?

১১. জীবনমান উন্নয়ন

১১.১ আপনার ক্ষমতায়নে বা আপনার জীবনমান উন্নয়নে আপনি নিজে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন বলে আপনি মনে করেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১১.২ আপনার ক্ষমতায়নে বা জীবনমান উন্নয়নে পরিবার থেকে আপনার প্রত্যাশা গুলো কি কি বা পরিবার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১১.৩ আপনার ক্ষমতায়নে বা আপনার জীবনমান উন্নয়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে আপনার প্রত্যাশা গুলো কি কি বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

শত ব্যস্ততার মাঝে দীর্ঘসময় দিয়ে ধৈর্য সহকারে উপাত্ত প্রদানের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ!

উপাত্ত সংগ্রহকারীর নাম:.....

সংযুক্তি-৩: ফোকাস দল আলোচনা গাইড লাইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

গবেষণার শিরোনামঃ নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা

FGD নির্দেশিকা (FGD Guideline)

[এই গবেষণাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর, সদর কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকার যথার্থতা মূল্যায়নে নিম্নোক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এবং সেক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করছি। নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি কেবল গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে]

- **অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি**

ক্র: নং	নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	ঠিকানা
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					

১. পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্যদের সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। (পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্যরা কোথায় বসবাস করে, তাঁদের জন্য কি স্বতন্ত্র আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে, সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে তাঁদের সম্পর্ক কেমন, কর্মদলের সদস্যদের বসবাসের ধরণ সম্পর্কে বলুন):

২. পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বলুন। (পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্যদের পরিবারের ধরন কেমন, পরিবারের প্রধান কে? তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান, মর্যাদাগত ভিত্তি, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক যোগ্যতা এবং পরিবারে তাঁদের মতামতের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৩. সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থা, ঋণের ব্যবহার এবং ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে বলুন। (এ এলাকায় কতজন সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ পেয়েছে, ঋণের টাকা তারা সাধারণত কোন খাতে, কীভাবে ব্যবহার করে, ঋণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৪. সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ, কর্মদল সস্যদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক সংকট নিরসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ, চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ এবং তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৫. সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত পল্লী মাতৃকেন্দ্র হতে যে ঋণসুবিধা পায়, সে অর্থ আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যয় করে কিনা ? (তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম কতটুকু ভূমিকা পালন করছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৬. সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ, ঋণের কার্যকারিতা সম্পর্কে বলুন। (এক্ষেত্রে অত্র এলাকায় কতজন সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ পেয়েছেন, প্রশিক্ষণোত্তর ঋণের টাকা কর্মদল সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত হয়ে নিজেদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে এই ঋণ কতটুকু ভূমিকা পালন করছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৭. পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের সমস্যা বর্ণনা করুন এবং সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (কর্মদল সদস্যদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গৃহায়ন সংক্রান্ত সমস্যা এবং এ সকল সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ উল্লেখ করুন):

৮. পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন। (পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্য, পরিবার, সমাজসেবা অধিদপ্তর বা সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, অথবা পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রয়োজন কিনা ? সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

শত ব্যস্ততার মাঝে দীর্ঘসময় দিয়ে এই আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে/আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ!

সংযুক্তি-৪: মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার গাইড লাইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

গবেষণার শিরোনামঃ নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকা

KIIs নির্দেশিকা (KIIs Guideline)

[এই গবেষণাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর, সদর কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকার যথার্থতা মূল্যায়নে নিম্নোক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এবং সেক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করছি। নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি কেবল গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে]

কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যক্তিগত তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
০১.	নামঃ	
০২.	পিতার নামঃ	
০৩.	মাতার নামঃ	
০৪.	বয়সঃ	
০৫.	শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ	
০৬.	ধর্মঃ	
০৭.	বর্তমান ঠিকানাঃ	
০৮.	স্থায়ী ঠিকানাঃ	
০৯.	যোগাযোগঃ	

১. পল্লী মাতৃকেন্দ্রের গঠন সম্পর্কে আপনার মতামত দিন (পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া, কর্মদল গঠন, এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলুন):

২. পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বলুন। (পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের সদস্যদের পরিবারের ধরন কেমন, পরিবারের প্রধান কে? তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান, মর্যাদাগত ভিত্তি, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক যোগ্যতা এবং পরিবারে তাঁদের মতামতের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৩. সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ ব্যবস্থা, ঋণের টাকার ব্যবহার এবং ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে বলুন। (এ এলাকায় কতজন সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ পেয়েছে, ঋণের টাকা তারা সাধারনত কোনো খাতে, কিভাবে ব্যবহার করে, ঋণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৪. সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ঋণ, কর্মদল সস্যদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক সঙ্কট নিরসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ, চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ এবং তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৫. সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে? এসব সচেতনতামূলক কার্যক্রম তাঁদের ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে কিনা ? তারা আর্থিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছে কিনা? সে সম্পর্কে বলুন।

৬. সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ, ঋণের ব্যবহার এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে বলুন। (এক্ষেত্রে অত্র এলাকায় কতজন সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ পেয়েছেন, প্রশিক্ষণোত্তর ঋণের টাকা কর্মদল সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত হয়ে নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে এই প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ কতটুকু ভূমিকা পালন করছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৭. পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যদের ছোট-বড় ক্রয়ের সক্ষমতা আছে কিনা? (পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্যরা তাঁদের প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো ক্রয় নিজেরা সম্পাদন করতে পারে কিনা? ক্রয়ের ক্ষেত্রে পারিবারিক বাধা আসে কিনা? বড় ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে তারা সক্ষম কিনা বা এক্ষেত্রে পারিবারিক বাধা বিপত্তি আসে কিনা ? সে সম্পর্কে বলুন):

৮. পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সস্যদের সমস্যা বর্ণনা করুন এবং সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (কর্মদল সদস্যদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও গৃহায়ণ সংক্রান্ত সমস্যা এবং এ সকল সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ উল্লেখ করুন):

৯. পল্লী মাতৃকেন্দ্রের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং এর উন্নয়নে সুপারিশসমূহ সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করুন।

১০. নারীর ক্ষমতায়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। (পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদল সদস্য, পরিবার, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

শত ব্যস্ততার মাঝে দীর্ঘসময় দিয়ে এই আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে/আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ!